ভারত সরকার
বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২

(১৮৭২-এর ১নং আইন)

[১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

The Indian Evidence Act, 1872

(Act No. 1 of 1872)

[As on the 1st December, 1989]

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

১৯৯০

মূল্য—২৪.৫০

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
ধারাসমূহের বিন্যাস
প্রস্তাবনা
ভাগ ১
তথ্যসমূহের প্রাসঙ্গিকতা
অধ্যায় ১ । — প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১ । সংক্ষিপ্ত নাম ।

প্রসার ।

আইনের প্রারম্ভ ।

২ । [নিরসিত ।]

৩ । অর্থপ্রকটন - প্রকরণ ।

৪ । "প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন ।"

"প্রাগ্‌ধারণা করিবেন ।"

"নিশ্চায়ক প্রমাণ ।"

অধ্যায় ২ । — তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে

৫ । বিবাদ্যক তথ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

৬ । একই সংব্যবহারের অংশীভূত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা ।

৭ । যে তথ্য বিবাদ্যক তথ্যের উপলক্ষ্য, কারণ বা ফল ।

৮ । প্রবর্তনা, প্রস্তুতি ও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আচরণ ।

৯ । প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যাখ্যা বা অবতারণা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ।

১০ । অভিন্ন অভিসন্ধি সম্পর্কে ষড়যন্ত্রকারী দ্বারা কথিত বা কৃত বিষয় ।

১১ । অন্যথা প্রাসঙ্গিক নহে এরূপ তথ্য কখন প্রাসঙ্গিক হইয়া যায় ।

১২ । খেসারতের মোকদ্দমায় আদালতকে অর্থের পরিমাণ নির্ধারণে সমর্থ করিতে যে তথ্যের প্রবণতা আছে তাহা প্রাসঙ্গিক ।

১৩ । অধিকার বা রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিলে যে তথ্য প্রাসঙ্গিক ।

১৪ । মনের বা দেহের অথবা দৈহিক অনুভূতির অবস্থার অস্তিত্ব দর্শায় এরূপ তথ্য ।

১৫ । কার্য আপতিক ছিল বা অভিপ্রায়মূলক ছিল, এই প্রশ্নের সহিত সংসপ্রবযুক্ত তথ্য ।

১৬ । কার্য পরম্পরার অস্তিত্ব কখন প্রাসঙ্গিক ।

স্বীকৃতি

১৭। স্বীকৃতি পরিভাষিত।

১৮। স্বীকৃতি –

কার্যবাহের কোন পক্ষ বা তাহার এজেন্ট কর্তৃক;

প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকায় মোকদ্দমাকারী কর্তৃক;

বিষয়বস্তুতে স্বার্থান্বিত পক্ষ কর্তৃক;

যাহার নিকট হইতে স্বার্থের প্রাপ্তি ঘটিয়াছে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক।

১৯। যে ব্যক্তিগণের অধিষ্ঠান মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিরুদ্ধে বলিয়া অবশ্যই প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন তাহাদের স্বীকৃতি।

২০। মোকদ্দমার পক্ষ কর্তৃক স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্বীকৃতি।

২১। স্বীকৃতিকারী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ও তৎকর্তৃক বা তৎপক্ষে স্বীকৃতির প্রমাণ।

২২। দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি কখন প্রাসঙ্গিক।

২৩। দেওয়ানী মামলায় স্বীকৃতি কখন প্রাসঙ্গিক।

২৪। প্ররোচনা, ভীতি- প্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঘটানো স্বীকারোক্তি ফৌজদারী কার্যবাহে কখন অপ্রাসঙ্গিক।

২৫। পুলিস আধিকারিকের নিকট কৃত স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হইবে না।

২৬। পুলিসের হেপাজতে থাকিবার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত স্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে না।

২৭। অভিযুক্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের কতখানি প্রমাণিত হইতে পারে।

২৮। প্ররোচনা, ভীতি-প্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা সৃষ্ট মনোভাব দূরীকরণের পরে কৃত স্বীকারোক্তি প্রাসঙ্গিক।

২৯। স্বীকারোক্তি যাহা অন্যথা প্রাসঙ্গিক, তাহা গোপনতার প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদি কারণে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যাইবে না।

৩০। প্রমাণিত স্বীকারোক্তির বিবেচনা, যে স্বীকারোক্তি একই অপরাধের জন্য যৌথভাবে বিচারাধীন ঐ স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তিকে ও অন্যান্যদের প্রভাবিত করে।

৩১। স্বীকৃতি নিশ্চায়ক প্রমাণ নহে কিন্তু বাদ- বন্ধ করিতে পারে।

এরূপ ব্যক্তিগণের বিবৃতি যাহাদিগকে সাক্ষিরূপে তলব করা যায় না

৩২। যে মারা গিয়াছে বা যাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইত্যাদি, এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক কৃত প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিবৃতি যে সকল ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

যখন উহা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত হয় ঃ

অথবা কার্যপরম্পরায় কৃত হয়;

অথবা কৃতকারীর স্বার্থের বিরোধী হয়;

অথবা সার্বজনিক অধিকার বা রীতি অথবা সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অভিমত দেয়;

অথবা সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয়;

অথবা পারিবারিক কার্যাবলী সম্পর্কিত উইলে বা দলিলে কৃত হয়;

অথবা ১৩ ধারার (ক) প্রকরণে উল্লিখিত সংব্যবহার সম্পর্কিত দস্তাবেজে থাকে;

অথবা কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক কৃত এবং প্রশ্নগত বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক অনুভূতিসকল অভিব্যক্ত করে।

৩৩। কোন সাক্ষ্যে বিবৃত তথ্যের সত্যতা, পরবর্তী কার্যবাহে, প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা।

বিশেষ অবস্থার অধীনে কৃত বিবৃতি

৩৪। -হিসাব - বহির প্রবিষ্টি কখন প্রাসঙ্গিক।
৩৫। সরকারী অভিলেখে কর্তব্যসম্পাদনক্রমে কৃত প্রবিষ্টির প্রাসঙ্গিকতা।
৩৬। মানচিত্র, রেখাচিত্র ও নক্শায় বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা।
৩৭। কোন কোন আইনের বা প্রজ্ঞাপনের অন্তর্ভূত সার্বজনিক প্রকৃতির তথ্য সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা।
৩৮। বিধির বহিসমূহের অন্তর্ভূত কোন বিধি সম্পর্কে বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা।

বিবৃতির কতখানি প্রমাণ করিতে হইবে

৩৯। যখন বিবৃতি কোন কথোপকথন, দস্তাবেজ, বহি অথবা পত্রাবলী বা কাগজপত্রের অংশীভূত হয়, তখন কী সাক্ষ্য দিতে হইবে।

ন্যায়- আদালতের রায় কখন প্রাসঙ্গিক

৪০। দ্বিতীয় মোকদ্দমা বা বিচার বারিত করিতে পূর্ববর্তী রায় প্রাসঙ্গিক।
৪১। প্রোবেট -বিষয়ক, ইত্যাদি, ক্ষেত্রাধিকারে প্রদত্ত কোন কোন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা।
৪২। ৪১ ধারায় যেগুলি উল্লিখিত তদ্ভিন্ন অন্যান্য রায়, আদেশ বা ডিক্রীর প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা।
৪৩। ৪০ হইতে ৪২ ধারায় যেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্যান্য রায়, ইত্যাদি, কখন প্রাসঙ্গিক।
৪৪। রায় প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রতারণা বা যোগসাজশ অথবা আদালতের ক্ষমতাপন্নতার অভাব প্রমাণিত হইতে পারে।

তৃতীয় ব্যক্তিগণের অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক

৪৫। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।
৪৬। বিশেষজ্ঞগণের অভিমতের সহিত সংস্রবযুক্ত তথ্য।
৪৭। হস্তলিপি সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক।
৪৮। অধিকার বা রীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক।
৪৯। প্রথা, মতবাদ, ইত্যাদি, সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক।
৫০। সম্বন্ধ সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক।
৫১। অভিমতের হেতু কখন প্রাসঙ্গিক।

চরিত্র কখন প্রসাঙ্গিক

৫২। দেওয়ানী মামলায় আরোপিত আচরণ প্রমাণিত করিতে চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক।
৫৩। ফৌজদারী মামলায়, পূর্বের সৎ চরিত্র প্রাসঙ্গিক।
৫৪। পূর্ববর্তী অসৎ চরিত্র, উত্তরে ভিন্ন, প্রাসঙ্গিক নহে।
৫৫। খেসারত প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ চরিত্র।

ভাগ ২
প্রমাণ সম্পর্কে

অধ্যায় ৩। — তথ্য যাহা প্রমাণিত হইবার প্রয়োজন নাই

৫৬। বিচারিকভাবে লক্ষণীয় তথ্য প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।
৫৭। যে সকল তথ্য আদালতকে বিচারিকভাবে লক্ষ্য করিতেই হইবে।
৫৮। স্বীকৃত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

অধ্যায় ৪। — মৌখিক সাক্ষ্য বিষয়ে

৫৯। মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা তথ্যের প্রমাণ।
৬০। মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে।

অধ্যায় ৫ । – দস্তাবেজী সাক্ষ্য বিষয়ে

সরকারী দস্তাবেজ

দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা

অধ্যায় ৬ । – দস্তাবেজী সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্যের পরিবর্জন বিষয়ে

ভাগ ৩
সাক্ষ্যের উপস্থাপন ও প্রভাব
অধ্যায় ৭। – প্রমাণের ভার বিষয়ে

অধ্যায় ৮। – বাদ - বন্ধ

অধ্যায় ৯। – সাক্ষী বিষয়ে

অধ্যায় ১০ । — সাক্ষিগণের পরীক্ষণ বিষয়ে

অধ্যায় ১১ । – সাক্ষ্যের অনুপযুক্ত গ্রহণ ও অগ্রাহ্যকরণ বিষয়ে

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২

[১]১৮৭২ - এর ১ নং আইন
[১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে যথা – বিদ্যমান]

[১৫ই মার্চ, ১৮৭২]

প্রস্তাবনা – যেহেতু সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিধির একত্রীকরণ, সংজ্ঞানিরূপণ ও সংশোধন করা সঙ্গত, অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ–

ভাগ ১

তথ্যসমূহের প্রাসঙ্গিকতা

অধ্যায় ১ । – প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত নাম** – এই আইন ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ নামে অভিহিত হইবে ।

প্রসার – [২]ইহা [৩][জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত] সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে এবং [৪][সেনাবাহিনী আইন,] ৪৪ ও ৪৫ ভিক্টোরিয়া, [৫][নৌবাহিনী শৃঙ্খলা আইন] বা[৬] ··· ভারতীয় নৌবাহিনী (শৃঙ্খলা) আইন, ১৯৩৪[৭] [৮][বা বিমান বাহিনী আইন] অনুযায়ী আহূত অধ্যায় ৫৮ । সামরিক আদালতসমূহ ভিন্ন, সকল সামরিক আদালত সমেত যেকোন আদালতে বা আদালতের সমক্ষে সকল বিচারিক ২৯ ও ৩০ ভিক্টোরিয়া, কার্যবাহে প্রযুক্ত হইবে, কিন্তু কোন আদালত বা আধিকারিকের নিকট উপস্থাপিত শপথপত্রসমূহে নহে, বা কোন সালিশের অধ্যায় ১০৯ । সমক্ষে কার্যবাহসমূহে নহে;

(পার্শ্বটীকা: ৪৪ ও ৪৫ ভিক্টোরিয়া, অধ্যায় ৫৮ । ২৯ ও ৩০ ভিক্টোরিয়া, অধ্যায় ১০৯ । ১৯৩৪ -এর ৩৪ । ৭ জর্জ ৫, অধ্যায় ৫১ ।)

আইনের প্রারম্ভ – এবং ইহা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পয়লা তারিখে বলবৎ হইবে ।

১। উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণের জন্য, দ্রষ্টব্য ভারতের গেজেট, ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ১৫৭৪; ১৮৭১ - এর ৩১শে মার্চ তারিখের প্রবর সমিতির খসড়া অথবা প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের জন্য, দ্রষ্টব্য ঐ, ১৮৭১, ভাগ ৫, পৃষ্ঠা ২৭৩ এবং ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৭২ তারিখের প্রবর সমিতির দ্বিতীয় প্রতিবেদনের জন্য, দ্রষ্টব্য ঐ, ১৮৭২, ভাগ ৫, পৃষ্ঠা ৩৪; স-পরিষদ আলোচনার জন্য, দ্রষ্টব্য ঐ, ১৮৬৮, অনুপূরক, পৃষ্ঠা ১০৬০ ও ১২০৯, ঐ, ১৮৭১, অতিরিক্ত অনুপূরক, পৃষ্ঠা ৪২, এবং অনুপূরক, পৃষ্ঠা ১৬৪১ এবং ঐ, ১৮৭২, পৃষ্ঠা ১৩৬ ও ২৩০ ।

২। এই আইন বেরারে বেরার বিধি আইন, ১৯৪১ (১৯৪১-এর ৪) দ্বারা প্রসারিত করা হইয়াছে এবং বলবৎ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতাল পরগণা ভূ-বাসন প্রনিয়ম, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ৩), ৩ ধারা দ্বারা; পন্থ পিপোলদায় পন্থ পিপোলদা বিধি প্রনিয়ম,১৯২৯ (১৯২৯-এর১) দ্বারা; খোন্দমাল জেলাসমূহে খোন্দমাল বিধিসমূহ প্রনিয়ম, ১৯৩৬ (১৯৩৬-এর ৪), ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা; এবং অঙ্গুল জেলায় অঙ্গুল বিধিসমূহ প্রনিয়ন্ত্রণ, ১৯৩৬ (১৯৩৬-এর ৫), ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা এবং তফসিলভুক্ত জেলাসমূহ আইন, ১৮৭৪ (১৮৭৪ -এর ১৪) -এর ৩ (ক) ধারার অধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারাও; নিম্নলিখিত তফসিলভুক্ত জেলাসমূহে,যথা, হাজারিবাগ, লোহারডগা (অধুনা রাঁচী জেলা – দ্রষ্টব্য কলিকাতা গেজেট, ১৮৯৯,ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৪৪) ও মানভূম জেলাসমূহে এবং সিংভূম জেলার ধলভূম পরগণা ও কোলহানে – দ্রষ্টব্য ভারতের গেজেট, ১৮৮১, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৫০৪ (লোহারডগা ও রাঁচী জেলা – এই সময়ে পালামৌ জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করিত, ১৮৯৪ - এ বিচ্ছিন্ন) এবং আগ্রা প্রদেশের তরাইয়ে, ঐ ১৮৭৬, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৫০৫; গঞ্জাম ও বিশাখাপত্তনমে – দ্রষ্টব্য ভারতের গেজেট, ১৮৯৯, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ৭২০ । এই আইনটি দাদরা ও নগর হাভেলিতে, পণ্ডিচেরীতে, গোয়া, দমন ও দিউতে এবং লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিন – ডিভি দ্বীপপুঞ্জে যথাক্রমে ১৯৬৩-র প্রনিয়ম ৬, ১৯৬৩-র প্রনিয়ম ৭, ১৯৬৩-র প্রনিয়ম ১১ এবং ১৯৬৫-র প্রনিয়ম ৮ দ্বারা সম্প্রসারিত হইয়াছে ।

৩। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "ভাগ খ রাজ্যসমূহ ব্যতীত" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত ।

৪। ১৯১৯ -এর ১৮ আইন, ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা সন্নিবেশিত । দ্রষ্টব্য সেনাবাহিনী আইন (৪৪ ও ৪৫ ভিক্টোরিয়া, অধ্যায় - ৫৮) -এর ১২৭ ধারা ।

৫। ১৯৩৪ -এর ৩৫ আইন, ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত ।

৬। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "যথা - সংপরিবর্তিত ঐ আইন দ্বারা" এই শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

৭। দ্রষ্টব্যঃ বর্তমানে নৌবাহিনী আইন, ১৯৫৭ (১৯৫৭ -র ৬২) ।

৮। ১৯২৭ -এর ১০ আইন, ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা সন্নিবেশিত ।

২। [আইনসমূহের নিরসন।] নিরসন আইন,১৯৩৮ (১৯৩৮- এর ১) – এর ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

৩। **অর্থপ্রকটন - প্রকরণ** – এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ ও শব্দসমষ্টি নিম্নলিখিত মর্মে ব্যবহৃত হইয়াছে, যদি না প্রসঙ্গ হইতে বিপরীত কোন অভিপ্রায় প্রতীয়মান হয়ঃ –

"আদালত" – "আদালত" অন্তর্ভুক্ত করে সকল জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে এবং সালিশসমূহ ব্যতিরেকে এরূপ সকল ব্যক্তিকে যাঁহারা সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বৈধভাবে প্রাধিকৃত।

"তথ্য" – "তথ্য" বলিতে বুঝায় ও উহা অন্তর্ভুক্ত করে–

(১) ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইবার যোগ্য যেকোন বস্তু, বস্তুসমূহের অবস্থা বা বস্তুসমূহের সম্বন্ধ;

(২) যেকোন মানসিক অবস্থা যাহার সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি সচেতন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ইহা একটি তথ্য যে, কোন একটি স্থানে কতকগুলি জিনিস কোন একটি ক্রমে বিন্যস্ত আছে।

(খ) ইহা একটি তথ্য যে, কোন মানুষ কিছু শুনিয়াছিল বা দেখিয়াছিল।

(গ) ইহা একটি তথ্য যে, কোন মানুষ কিছু কথা বলিয়াছিল।

(ঘ) ইহা একটি তথ্য যে, কোন মানুষ কোন অভিমত পোষণ করে, তাহার কোন অভিপ্রায় আছে, সে সরল বিশ্বাসে বা প্রতারণাপূর্বক কার্য করে অথবা বিশেষ কোন শব্দ বিশেষ কোন মর্মে ব্যবহার করে অথবা কোন বিনির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ কোন সংবেদন সম্বন্ধে সচেতন আছে বা ছিল।

(ঙ) ইহা একটি তথ্য যে, কোন মানুষের কোন খ্যাতি আছে।

"প্রাসঙ্গিক" – একটি তথ্য অপর একটি তথ্যের সহিত তখন প্রাসঙ্গিক বলিয়া কথিত হয় যখন তথ্যসমূহের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে এই আইনের বিধানসমূহে যে প্রণালীসমূহ উল্লিখিত আছে তাহার কোন একটি প্রণালী অনুসারে একটি অপরটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়।

"বিবাদ্যক তথ্য" – "বিবাদ্যক তথ্য" শব্দসমষ্টি বলিতে বুঝায় ও উহা অন্তর্ভুক্ত করে –

যেকোন তথ্য যাহা হইতে, স্বতঃই বা অন্য তথ্যসমূহের সহযোগে, কোন মোকদ্দমায় বা কার্যবাহে খ্যাপিত হইয়াছে বা অস্বীকৃত হইয়াছে এরূপ কোন অধিকার, দায়িতা বা অযোগ্যতার অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব, প্রকৃতি বা প্রসার অবশ্যম্ভাবিরূপে সমুদ্ভূত হয়।

ব্যাখ্যা। – যখনই দেওয়ানী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তৎসময়ে বলবৎ বিধির বিধানসমূহ অনুযায়ী কোন আদালত কোন তথ্যগত বিবাদ্যবিষয় অভিলিখিত করেন, তখন ঐরূপ বিবাদ্যবিষয়ের উত্তরে যে তথ্য খ্যাপিত হইবে অথবা অস্বীকৃত হইবে, তাহা বিবাদ্যক তথ্য।

দৃষ্টান্ত

খ-কে হত্যার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে।
তাহার বিচার কালে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবাদ্যক হইতে পারেঃ –
ক যে খ- এর মৃত্যু ঘটাইয়াছিল;
খ- এর মৃত্যু ঘটান যে ক-এর অভিপ্রেত ছিল;
ক যে খ-এর নিকট হইতে গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভন পাইয়াছিল;
যে কার্য খ-এর মৃত্যু ঘটাইয়াছিল তাহা করিবার সময়, ক যে তাহার প্রকৃতি, মানসিক অসুস্থতা হেতু, জানিতে অসমর্থ ছিল।

"দস্তাবেজ" – "দস্তাবেজ" বলিতে বুঝায় কোন বিষয় যাহা অক্ষর, অঙ্ক বা চিহ্নসমূহ দ্বারা বা, ঐ উপায়গুলির মধ্যে একাধিক উপায় দ্বারা, এরূপ কোন পদার্থের উপর অভিব্যক্ত বা বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ঐ বিষয় অভিলিখিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাবহৃত হইতে অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

কোন লিখন একটি দস্তাবেজ;

মুদ্রিত, লিথোমুদ্রিত বা আলোকচিত্রিত শব্দসমূহ দস্তাবেজ;

কোন মানচিত্র বা নক্শা একটি দস্তাবেজ;

কোন ধাতুর পাতের বা শিলার উপর উৎকীর্ণলিপি একটি দস্তাবেজ;

কোন ব্যঙ্গচিত্র একটি দস্তাবেজ।

"সাক্ষ্য" – "সাক্ষ্য" বলিতে বুঝায় ও উহা অন্তর্ভুক্ত করে –

(১) অনুসন্ধানাধীন তথ্যগত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সকল বিবৃতি যাহা আদালত সাক্ষিগণকে তৎসমক্ষে প্রদান করিতে অনুমতি দেন বা অনুজ্ঞাত করেন;

ঐরূপ বিবৃতিসমূহকে মৌখিক সাক্ষ্য বলা হয়;

(২) আদালতের পরিদর্শনার্থ উপস্থাপিত সকল দস্তাবেজ;

ঐরূপ দস্তাবেজসমূহকে দস্তাবেজী সাক্ষ্য বলা হয়।

"প্রমাণিত" – কোন তথ্যকে তখন প্রমাণিত বলা হয় যখন আদালত, তৎসমক্ষে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবার পর, হয় বিশ্বাস করেন যে উহার অস্তিত্ব আছে, অথবা বিবেচনা করেন যে, উহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা এরূপ যে ঐ বিশেষ অবস্থাধীন ক্ষেত্রে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে উহার অস্তিত্ব আছে ধারণা করিয়া কার্য করা উচিত।

"অপ্রমাণিত" – কোন তথ্যকে তখন অপ্রমাণিত বলা হয় যখন আদালত, তৎসমক্ষে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবার পর, হয় বিশ্বাস করেন যে উহার অস্তিত্ব নাই, অথবা বিবেচনা করেন যে উহার অনস্তিত্বের সম্ভাবনা এরূপ যে, ঐ বিশেষ অবস্থাধীন ক্ষেত্রে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে উহার অস্তিত্ব নাই ধারণা করিয়া কার্য করা উচিত।

"প্রমাণিত নহে " – কোন তথ্যকে তখন প্রমাণিত নহে বলা হয় যখন উহা প্রমাণিতও হয় নাই, অপ্রমাণিতও হয় নাই।

"ভারত" – [১]["ভারত" বলিতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের রাজ্যক্ষেত্র বুঝায়।]

৪। **"প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন"** – যখনই এই আইন দ্বারা বিহিত হয় যে আদালত কোন তথ্যের প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন, তখন আদালত যদি না ও যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা অপ্রমাণিত হয়, ঐরূপ তথ্য প্রমাণিত বলিয়া মনে করিবেন, অথবা উহার প্রমাণ তলব করিতে পারেন।

"প্রাগ্‌ধারণা করিবেন" – যখনই এই আইন দ্বারা নির্দেশিত হয় যে আদালত কোন তথ্যের প্রাগ্‌ধারণা করিবেন, তখন আদালত যদি না ও যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা অপ্রমাণিত হয়, ঐরূপ তথ্য প্রমাণিত বলিয়া মনে করিবেন।

"নিশ্চায়ক প্রমাণ" – যখন একটি তথ্য এই আইন দ্বারা অপর একটি তথ্যের নিশ্চায়ক প্রমাণ বলিয়া ঘোষিত হয়, তখন আদালত একটি তথ্যের প্রমাণ হইলে অপরটি প্রমাণিত বলিয়া মনে করিবেন এবং উহা অপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইতে দিবেন না।

১। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "রাজ্য" ও "রাজ্যসমূহ"-এর সজ্ঞার্থের স্থলে প্রতিস্থাপিত, যাহা অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

অধ্যায় ২। – তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে

৫। বিবাদ্যক তথ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে – কোন মোকদ্দমায় বা কার্যবাহে প্রত্যেক বিবাদ্যক তথ্যের, ও অন্য যে তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক বলিয়া অতঃপর অত্র ঘোষিত হইয়াছে তাহাদের, অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে, এবং অন্য কোন তথ্যের নহে।

ব্যাখ্যা। – এই ধারা কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন তথ্যের সাক্ষ্য দিতে সমর্থ করিবে না, যাহা প্রমাণ করিতে তিনি [১][দেওয়ানী প্রক্রিয়া] সম্বন্ধী তৎসময়ে বলবৎ বিধির কোন বিধান দ্বারা অনধিকারী।

দৃষ্টান্ত

(ক) খ-এর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া লগুড় দ্বারা তাহাকে প্রহার-পূর্বক তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ক-এর বিচার হইতেছে।

ক-এর বিচার কালে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ বিবাদ্যক ঃ–

লগুড়টি দ্বারা ক-এর খ-কে প্রহার;

ক কর্তৃক ঐরূপ প্রহার দ্বারা, খ-এর মৃত্যু ঘটান;

খ-এর মৃত্যু ঘটাইতে ক-এর অভিপ্রায়।

(খ) কোন বাদীপক্ষ যে খতের উপর নির্ভর করে সেই খত তাহার সহিত আনে নাই এবং মামলাটির প্রথম শুনানিতে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত রাখে নাই। এই ধারা তাহাকে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা দ্বারা বিহিত শর্তাবলী অনুসারে ভিন্ন অন্যথা, ঐ কার্যবাহের কোন পরবর্তী পর্যায়ে খতটি উপস্থাপন করিতে বা উহার অন্তর্বস্তু প্রমাণ করিতে সমর্থ করে না।

৬। একই সংব্যবহারের অংশীভূত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা – বিবাদ্যক না হইয়াও যে তথ্যসমূহ কোন বিবাদ্যক তথ্যের সহিত এরূপে সম্বদ্ধ যুক্ত থাকে যে একই সংব্যবহারের অংশীভূত হয়, সেই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক, তাহারা একই সময়ে ও স্থানে ঘটিয়া থাকুক বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও স্থানে ঘটিয়া থাকুক।

দৃষ্টান্ত

(ক) প্রহার করিয়া খ-কে হত্যা করার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রহারকালে, অথবা প্রহারের এরূপ অত্যল্পকাল পূর্বে বা পরে যে তাহা সংব্যবহারের অংশীভূত হয়, ক বা খ কর্তৃক অথবা নিকটস্থ দর্শকগণ কর্তৃক যাহা কিছু উক্ত বা কৃত হইয়াছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(খ) যাহাতে সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সৈন্যদল আক্রান্ত হইয়াছে ও কারাগার ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত করা হইয়াছে এরূপ কোন সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়া [২][ভারত সরকারের]বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে। এই সাধারণ সংব্যবহারের অংশীভূত হওয়ায় ঐ তথ্যসমূহের সংঘটনা প্রাসঙ্গিক, যদিও উহাদের সবগুলিতেই ক উপস্থিত না থাকিতে পারে।

(গ) কোন পত্রব্যবহারের অংশীভূত কোন পত্রে নিহিত একটি অপবাদলিখনের জন্য ক খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে। যে বিষয় হইতে ঐ অপবাদলিখন উদ্ভূত হইয়াছে সেই বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত এবং যে পত্রব্যবহারের মধ্যে তাহা নিহিত ছিল সেই পত্রব্যবহারের অংশীভূত যে পত্রসমূহ পক্ষগণের মধ্যে হইয়াছে সেই পত্রসমূহ, উহাতে অপবাদলিখন স্বয়ং না থাকিলেও, প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১। দ্রষ্টব্য ঃ বর্তমানে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (১৯০৮-এর ৫)।

২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "রাণী"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) খ-এর নিকট ফরমাশ দেওয়া কিছু দ্রব্য ক-কে অর্পণ করা হইয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন। ঐ দ্রব্যসমূহ কতিপয় মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে পর পর অর্পণ করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি অর্পণ একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

৭। যে তথ্য বিবাদ্যক তথ্যের উপলক্ষ, কারণ বা ফল – তথ্যসমূহ, যাহা প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ বা বিবাদ্যক তথ্যসমূহের অব্যবহিত বা অন্যপ্রকার উপলক্ষ, কারণ বা ফল, অথবা যাহা বস্তুসমূহের যে অবস্থার অধীনে ঐগুলি ঘটিয়াছিল সেই অবস্থা গঠন করে, অথবা যাহা তাহাদের সংঘটনের বা সংব্যবহারের সুযোগ দিয়াছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক খ-এর উপর দস্যুতা করিয়াছে কিনা, ইহাই প্রশ্ন।

ঐ দস্যুতার স্বল্পকাল পূর্বে, খ যে তাহার সঙ্গে অর্থ লইয়া একটি মেলায় গিয়াছিল, এবং সে যে তৃতীয় ব্যক্তিগণকে উহা দেখাইয়াছিল, অথবা তাহার কাছে যে উহা ছিল সে তথ্য উল্লেখ করিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(খ) ক খ-কে হত্যা করিয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন।

ভূমিতে এরূপ চিহ্নসমূহ, যাহা যে স্থানে হত্যা সংঘটন করা হইয়াছিল সেই স্থানে বা তাহার নিকটে ধ্বস্তাধ্বস্তি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(গ) ক খ-কে বিষ দিয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন।

বিষের প্রতি আরোপিত লক্ষণগুলির পূর্বে খ-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা, এবং ক-এর নিকট জ্ঞাত খ-এর অভ্যাসসমূহ, যাহা বিষপ্রয়োগের সুযোগ দিয়াছিল, তাহা প্রাসঙ্গিক তথ্য।

৮। প্রবর্তনা, প্রস্তুতি ও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আচরণ – যেকোন তথ্য প্রাসঙ্গিক যাহা কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথের কোন প্রবর্তনা বা প্রস্তুতি প্রদর্শিত বা গঠিত করে।

কোন মোকদ্দমা বা কার্যবাহের কোন পক্ষের, অথবা কোন পক্ষের কোন এজেন্টের, ঐরূপ মোকদ্দমা বা কার্যবাহ সম্পর্কে অথবা তন্মধ্যস্থ বা তৎপ্রাসঙ্গিক কোন বিবাদ্যক তথ্য সম্পর্কে কোন আচরণ এবং যাহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ কোন কার্যবাহের বিষয়, এরূপ কোন ব্যক্তির আচরণ, যদি তাহা কোন বিবাদ্যক তথ্যকে বা প্রাসঙ্গিক তথ্যকে প্রভাবিত করে বা তদ্দারা প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে, এবং সেই আচরণ তৎপূর্ববর্তী বা তৎপরবর্তী যাহাই হউক না কেন, প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা ১। – এই ধারায় "আচরণ" শব্দটি বিবৃতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে না, যদি না সেই বিবৃতিসমূহ বিবৃতি ভিন্ন অন্য কার্যসমূহের সহগমন ও ব্যাখ্যা করে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীন বিবৃতিসমূহের প্রাসঙ্গিকতা প্রভাবিত করিবে না।

ব্যাখ্যা ২। – যখন কোন ব্যক্তির আচরণ প্রাসঙ্গিক, তখন তৎপ্রতি বা তাহার উপস্থিতিতে ও শ্রুতিগোচরে প্রদত্ত কোন বিবৃতি, যাহা ঐ আচরণকে প্রভাবিত করে, তাহা প্রাসঙ্গিক।

দৃষ্টান্ত

(ক) খ-এর হত্যার জন্য ক-এর বিচার হইতেছে।

ক যে গ-কে হত্যা করিয়াছিল, খ যে জানিত যে ক গ-কে হত্যা করিয়াছে, এবং খ যে তাহার জ্ঞান সাধারণের নিকট বিদিত করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া ক-এর নিকট হইতে অর্থ বলপূর্বক আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(খ) ক খ-এর বিরুদ্ধে অর্থ পরিশোধের জন্য কোন খতের উপর মোকদ্দমা করিয়াছে। খ খত সম্পাদন করা অস্বীকার করে।

যে সময়ে খতটি সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া অভিকথিত হয়, সেই সময়ে খ-এর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে টাকার আবশ্যকতা ছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

(গ) খ-কে বিষ দ্বারা হত্যা করিবার জন্য ক-এর বিচার হইতেছে।

খ-এর মৃত্যুর পূর্বে ক যে, খ-কে যে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল তদনুরূপ বিষ যোগাড় করিয়াছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) কোন একটি দস্তাবেজ ক-এর উইল কিনা, ইহাই প্রশ্ন।

অভিকথিত উইলের তারিখের অনতিপূর্বে ক যে এরূপ বিষয়সমূহে অনুসন্ধান করিয়াছিল যাহা অভিকথিত উইলের বিধানসমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সে যে উইলটি সম্পাদন সম্পর্কে ভকীলগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল, এবং সে যে অন্য উইলসমূহের খসড়া প্রস্তুত করাইয়াছিল, যেগুলি সে অনুমোদন করে নাই, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) ক কোন অপরাধে অভিযুক্ত ।

অভিকথিত অপরাধের পূর্বে, বা তৎকালে, বা তাহার পরে ক যে মামলার তথ্যাবলীকে নিজের অনুকূলে প্রতীয়মান করিতে পারে এরূপ সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল অথবা সাক্ষ্য বিনষ্ট বা গোপন করিয়াছিল অথবা যে ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইতে পারিত তাহাদের উপস্থিতি নিবারিত করিয়াছিল বা অনুপস্থিতি ঘটাইয়াছিল অথবা তৎসম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উৎকোচ দিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

(চ) ক খ-এর উপর দস্যুতা করিয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন ।

খ-এর উপর দস্যুতা হইবার পর, গ যে ক-এর উপস্থিতিতে বলিয়াছিল –"যে লোক খ-এর উপর দস্যুতা করিয়াছে পুলিস তাহার খোঁজ করিতে আসিতেছে" এবং তাহার অব্যবহিত পরে ক যে পলাইয়া গিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

(ছ) খ-এর নিকট ক ১০,০০০ টাকা ধারে কিনা, ইহাই প্রশ্ন ।

ক যে গ-এর নিকট টাকা ধার চাহিয়াছিল এবং ক-এর উপস্থিতিতে ও শ্রুতিগোচরে ঘ যে গ-কে বলিয়াছিল –"ক-কে বিশ্বাস না করিতে আমি তোমাকে মন্ত্রণা দিই, কারণ খ-এর নিকট সে ১০,০০০ টাকা ধারে," এবং ক যে কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এইগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য ।

(জ) ক কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন ।

অপরাধীর জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে এই মর্মে তৎপ্রতি সতর্কতাজ্ঞাপক কোন পত্র পাইবার পর ক যে ফেরার হইয়াছিল এই তথ্য, এবং পত্রটির অন্তর্বস্তু, প্রাসঙ্গিক ।

(ঝ) ক কোন অপরাধে অভিযুক্ত ।

অভিকথিত অপরাধটি সংঘটিত হইবার পর সে ফেরার হইয়াছিল, অথবা ঐ অপরাধ দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি বা সম্পত্তির আগম তাহার দখলে ছিল, অথবা ঐ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছিল বা হইয়া থাকিতে পারে এরূপ বস্তু লুকাইতে সে প্রচেষ্টা করিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

(ঞ) ক ধর্ষিত হইয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন ।

অভিকথিত বলাৎকারের স্বল্পকাল পরে, সে যে অপরাধটি সম্বন্ধে নালিশ করিয়াছিল, যে অবস্থাধীনে ও যে শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া নালিশটি করা হইয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

নালিশ না করিয়া সে যে বলিয়াছিল যে সে ধর্ষিত হইয়াছে,
এই তথ্য এই ধারার অধীন আচরণরূপে প্রাসঙ্গিক নহে, যদিও উহা
৩২ ধারার (১) প্রকরণের অধীন মৃত্যুকালীন ঘোষণারূপে অথবা
১৫৭ ধারার অধীন সম্পোষক সাক্ষ্যরূপে
প্রাসঙ্গিক হইতে পারে ।

(ট) ক-এর উপর দস্যুতা করা হইয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন ।

অভিকথিত দস্যুতার স্বল্পকাল পরে, সে যে অপরাধটি সম্বন্ধে নালিশ করিয়াছিল, যে অবস্থাধীনে ও যে শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া নালিশটি করা হইয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক ।

নালিশ না করিয়া সে যে বলিয়াছিল তাহার উপর দস্যুতা করা হইয়াছে, এই তথ্য এই ধারার অধীন আচরণরূপে প্রাসঙ্গিক নহে, যদিও উহা ৩২ ধারার (১) প্রকরণের অধীন মৃত্যুকালীন ঘোষণারূপে, অথবা ১৫৭ ধারার অধীন সম্পোষক সাক্ষ্য রূপে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে ।

৯। **প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যাখ্যা বা অবতারণা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য।**–তথ্যসমূহ, যাহা কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যাখ্যা বা অবতারণা করিবার জন্য প্রয়োজনীয়, অথবা যাহা কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য দ্বারা অভিকল্পিত কোন অনুমিতি সমর্থন করে বা খন্ডন করে, অথবা যাহা এরূপ কোন বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করে যাহার স্বরূপ প্রাসঙ্গিক, অথবা সেই সময় বা স্থান স্থিরীকৃত করে যখন বা যেখানে কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য ঘটিয়াছিল, অথবা যাহা সেই পক্ষগণের সম্বন্ধ প্রদর্শন করে যাহাদের দ্বারা ঐরূপ কোন তথ্য সংব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা তদুদ্দেশ্যে যতদূর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ততদূর পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক ।

দৃষ্টান্ত

(ক) কোন নির্দিষ্ট দস্তাবেজ ক-এর উইল কিনা,ইহাই প্রশ্ন।

অভিকথিত উইলের তারিখে ক-এর সম্পত্তির, ও তাহার পরিবারের, অবস্থা প্রাসঙ্গিক তথ্য হইতে পারে।

(খ) ক-এর প্রতি অবমাননাকর আচরণ আরোপ করিয়া কোন অপবাদলিখনের জন্য ক খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে, খ প্রতিজ্ঞাত করে যে অপবাদকর বলিয়া অভিকথিত বিষয়টি সত্য।

অপবাদলিখনটি যখন প্রকাশিত হইয়াছিল তখন পক্ষগণের প্রতিষ্ঠা ও সম্বন্ধ বিবাদ্যক তথ্যসমূহের অবতারণারূপে প্রাসঙ্গিক তথ্য হইতে পারে।

ক ও খ-এর মধ্যে অভিকথিত অপবাদলিখনটির সহিত সম্বন্ধবিহীন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন বিবাদের বিশেষ বিবরণসমূহ অপ্রাসঙ্গিক, যদিও কোন বিবাদ যে ছিল এই তথ্য প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, যদি তাহা ক ও খ-এর মধ্যে সম্বন্ধ প্রভাবিত করিয়া থাকে।

(গ) ক কোন অপরাধে অভিযুক্ত।

অপরাধটি সংঘটিত হইবার স্বল্পকাল পরে ক যে তাহার গৃহ হইতে ফেরার হইয়াছিল, এই তথ্যটি ৮ ধারা অনুযায়ী, বিবাদ্যক তথ্যের পরবর্তী ও তদ্দারা প্রভাবিত আচরণরূপে প্রাসঙ্গিক।

যে সময়ে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল সেই সময়ে যে স্থানে সে গিয়াছিল সেই স্থানে যে তাহার আকস্মিক ও জরুরী কার্য ছিল, এই তথ্যটি সে যে আকস্মিকভাবে গৃহত্যাগ করিয়াছিল সেই তথ্য ব্যাখ্যা করিতে প্রবণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

যে কার্যের জন্য সে গিয়াছিল তাহার সবিশেষ বর্ণনা, ঐ কার্যটি যে আকস্মিক ও জরুরী ছিল তাহা দর্শাইবার জন্য ঐগুলি যতদূর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ততদূর পর্যন্ত ভিন্ন, প্রাসঙ্গিক নহে।

(ঘ) ক-এর সহিত গ কর্তৃক কৃত কোন সেবা সংবিদা ভঙ্গ করিতে গ-কে প্ররোচিত করিবার জন্য ক খ- এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে। ক-এর কৃত্যক ছাড়িবার সময়ে গ ক-কে বলে – "আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি কারণ খ আমাকে আরও ভাল প্রস্তাব দিয়াছে।" গ-এর আচরণ, যাহা বিবাদ্যক তথ্যরূপে প্রাসঙ্গিক, তাহার ব্যাখ্যামূলক বলিয়া এই বিবৃতি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঙ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত ক অপহৃত সম্পত্তি খ-কে দিতেছে দেখা যায়, যে খ উহা ক-এর স্ত্রীকে দিতেছে দেখা যায়, খ উহা দিবার সময় বলে – "ক তোমাকে ইহা লুকাইয়া রাখিতে বলিয়াছে।" খ-এর বিবৃতি এরূপ কোন তথ্যের ব্যাখ্যামূলক বলিয়া প্রাসঙ্গিক, যাহা ঐ সংব্যবহারের কোন অংশ।

(চ) দাঙ্গার জন্য ক-এর বিচার হইতেছে এবং সে উচ্ছৃঙ্খল জনতার পুরোভাগে গমন করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল জনতার ধ্বনি ঐ সংব্যবহারের প্রকৃতির ব্যাখ্যামূলক বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

১০। অভিন্ন অভিসন্ধি সম্পর্কে ষড়যন্ত্রকারী দ্বারা কথিত বা কৃত বিষয় – যেক্ষেত্রে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন অপরাধ বা অভিযোগ্য দোষ সংঘটন করিবার জন্য একত্রে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, সেক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তিগণের যেকোন একজন কর্তৃক তাহাদের অভিন্ন অভিপ্রায় সম্পর্কে, যে সময় ঐরূপ অভিপ্রায় তাহাদের যেকোন একজন কর্তৃক প্রথম পোষিত হইয়াছিল সেই সময়ের পরে, যাহা কিছু কথিত, কৃত বা লিখিত হইয়াছে তাহা, যে ব্যক্তিগণ ঐরূপে ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয় তাহাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যেমন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে তেমনি ঐরূপ কোন ব্যক্তি উহাতে পক্ষ ছিল তাহা দর্শাইবার উদ্দেশ্যে, প্রাসঙ্গিক তথ্য।

দৃষ্টান্ত

ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে যে [১][ভারত সরকারের] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্রে ক যোগ দিয়াছে।

ঐ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে খ ইয়োরোপে অস্ত্র যোগাড় করিয়াছিল, গ অনুরূপ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল, ঘ বোম্বাইয়ে ঐ ষড়যন্ত্রে যোগ দিবার জন্য ব্যক্তিগণকে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, ঙ আগ্রায় অভীষ্ট উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া লিখনসমূহ প্রকাশ করিয়াছিল, এবং চ, যে টাকা গ কলিকাতায় সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই টাকা দিল্লী হইতে কাবুলে ছ- এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, এবং জ কর্তৃক লিখিত ঐ ষড়যন্ত্রের বিবরণ - প্রদায়ী কোন পত্রের অন্তর্বস্তু এই সকল তথ্যের প্রত্যেকটি, ঐ ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব, এবং উহাতে ক-এর দুষ্কৃতিসঙ্গিত্ব,– এতদুভয়ই প্রমাণ করিতে প্রাসঙ্গিক, যদিও সে ঐ সবগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিতে পারে, এবং যদিও ঐগুলি যে ব্যক্তিগণ কর্তৃক কৃত হইয়াছিল তাহারা তাহার নিকট অচেনা ছিল, এবং যদিও সে ষড়যন্ত্রে যোগ দিবার পূর্বে, বা উহা ছাড়িবার পরে, ঐগুলি ঘটিয়া থাকিতে পারে।

১১। অন্যথা প্রাসঙ্গিক নহে এরূপ তথ্য কখন প্রাসঙ্গিক হইয়া যায় – অন্যথা প্রাসঙ্গিক নহে এরূপ তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক হয় –

(১) যদি উহারা কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সহিত অসমঞ্জস হয়;

(২) যদি উহারা স্বতঃই অথবা অন্য তথ্যসমূহের সহযোগে কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্যের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অতিশয় সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য করে।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "রাণী" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক কোন এক দিন কলিকাতায় কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন।

ঐদিন ক যে লাহোরে ছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

ঐ অপরাধ যে সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার নিকটবর্তী সময়ে, যে স্থানে উহা কৃত হইয়াছিল তথা হইতে ক এতদূরে ছিল যে, সে যে উহা করিয়াছে তাহা, অসম্ভব না হইলেও, অতিশয় অসম্ভাব্য হইয়া যায়, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

(খ) ক কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন।

অবস্থাসমূহ এরূপ যে অপরাধটি ক,খ,গ বা ঘ-এর মধ্যে কোনও এক জনের দ্বারা অবশ্যই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক তথ্য, যাহা দর্শায় যে অপরাধটি অন্য কাহারও দ্বারা সংঘটিত হইতে পারিত না, এবং উহা খ, গ বা ঘ-এর মধ্যে কাহারও দ্বারা সংঘটিত হয় নাই তাহা, প্রাসঙ্গিক।

১২। খেসারতের মোকদ্দমায় আদালতকে অর্থের পরিমাণ নির্ধারণে সমর্থ করিতে যে তথ্যের প্রবণতা আছে তাহা প্রাসঙ্গিক – যে মোকদ্দমাসমূহে খেসারত দাবি করা হয়, তাহাতে যেকোন তথ্য প্রাসঙ্গিক যাহা আদালতকে যে পরিমাণ খেসারত প্রদান করা উচিত তাহা নির্ধারণ করিতে সমর্থ করিবে।

১৩। অধিকার বা রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিলে যে তথ্য প্রাসঙ্গিক – যেখানে প্রশ্নটি কোন অধিকার বা রীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে, সেখানে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক –

(ক) যেকোন সংব্যবহার, যদ্দারা যে অধিকার বা রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা সৃষ্ট, দাবিকৃত, সংপরিবর্তিত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, খ্যাপিত বা অস্বীকৃত হইয়াছিল, অথবা উহার অস্তিত্বের সহিত যাহা অসমঞ্জস ছিল;

(খ) সেই বিশেষ স্থলসমূহ, যাহাতে ঐ অধিকার বা রীতি দাবিকৃত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা প্রযুক্ত হইয়াছিল, অথবা যাহাতে উহার প্রয়োগ বিবাদিত, খ্যাপিত বা ব্যতিক্রান্ত হইয়াছিল।

দৃষ্টান্ত

কোন মৎস্যক্ষেত্রে ক-এর কোন অধিকার আছে কিনা, ইহাই প্রশ্ন। ক-এর পূর্বপুরুষগণকে ঐ মৎস্যক্ষেত্র অর্পণের দলিল, ক-এর পিতা কর্তৃক ঐ মৎস্যক্ষেত্রের বন্ধক, ক-এর পিতা কর্তৃক ঐ মৎস্যক্ষেত্রের পরবর্তী অধিকারপ্রদান, যাহা ঐ বন্ধকের সহিত অসঙ্গত, সেই বিশেষ স্থলসমূহ যাহাতে ক-এর পিতা ঐ অধিকার প্রয়োগ করিয়াছিল, অথবা যাহাতে ঐ অধিকারের প্রয়োগ ক-এর প্রতিবেশিগণ কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছিল, এইগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১৪। মনের বা দেহের অথবা দৈহিক অনুভূতির অবস্থার অস্তিত্ব দর্শায় এরূপ তথ্য – তথ্যসমূহ যাহা মনের কোন অবস্থার অস্তিত্ব দর্শায়, যথা অভিপ্রায়, জ্ঞান, সরল বিশ্বাস, অবহেলা, হটকারিতা, কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা সদ্ভাব, অথবা যাহা দেহের অথবা দৈহিক অনুভূতির কোন অবস্থার অস্তিত্ব দর্শায় সেগুলি প্রাসঙ্গিক, যখন মনের বা দেহের বা দৈহিক অনুভূতির ঐরূপ কোন অবস্থার অস্তিত্ব বিবাদ্যক বা প্রাসঙ্গিক ঃ

[১] [ব্যাখ্যা ১। – মনের প্রাসঙ্গিক অবস্থার অস্তিত্ব দর্শায় বলিয়া যে তথ্য প্রাসঙ্গিক সেই তথ্য, মনের ঐ অবস্থা যে সাধারণভাবে নহে, কিন্তু প্রশ্নগত বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে বিদ্যমান, তাহা অবশ্যই দর্শাইবে।

ব্যাখ্যা ২। – কিন্তু যে স্থলে কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিটির পূর্বতন কোন অপরাধ সংঘটন এই ধারার অর্থের মধ্যে প্রাসঙ্গিক হয়, সেস্থলে ঐরূপ ব্যক্তির পূর্ববর্তী দোষ-সিদ্ধি একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য হইবে।]

দৃষ্টান্ত

(ক) অপহৃত দ্রব্যসমূহ, সেগুলি যে অপহৃত তাহা জানিয়া, গ্রহণ করিবার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশেষ কোন অপহৃত দ্রব্য তাহার দখলে ছিল।

১। ১৮৯১-এর ৩ আইন, ১ ধারা দ্বারা, মূল ব্যাখ্যার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

ঐ একই সময়ে, তাহার দখলে যে অন্য অনেক অপহৃত দ্রব্য ছিল এই তথ্য, সে যে তাহার দখলভুক্ত প্রত্যেক ও সকল দ্রব্য অপহৃত বলিয়া জানিত, তাহা দর্শাইতে পারে বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

[১][(খ) ক অপর এক ব্যক্তিকে প্রতারণাপূর্বক একটি মেকি মুদ্রা অর্পণ করিবার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে, যে মুদ্রা যখন সে উহা অর্পণ করিয়াছিল তখন, সে মেকি বলিয়া জানিত।

উহা দিবার সময়ে ক-এর দখলে যে অপর কতকগুলি মেকি মুদ্রা ছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

ক যে অপর কোন ব্যক্তিকে একটি মুদ্রা মেকি জানিয়াও অকৃত্রিম বলিয়া অর্পণ করিবার জন্য পূর্বে দোষসিদ্ধ হইয়াছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।]

(গ) খ-এর একটি কুকুর, যাহা হিংস্র বলিয়া খ জানিত, তাহার দ্বারা কৃত লোকসানের জন্য ক খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে।

ঐ কুকুর যে পূর্বে য, র ও ল-কে কামড়াইয়াছিল, এবং তাহারা যে খ-এর নিকট নালিশ করিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(ঘ) প্রশ্ন এই যে ক, কোন বিনিময় - পত্রের প্রতিগ্রহীতা, প্রাপকের নাম যে কাল্পনিক তাহা জানিত কিনা।

ক যে ঐ একই প্রণালীতে লিখিত অন্য বিনিময় - পত্রসমূহ, প্রাপক কোন প্রকৃত ব্যক্তি হইলে তৎকর্তৃক ক-এর নিকট যে সময়ে প্রেরিত হইতে পারিত তৎপূর্বেই, প্রতিগ্রহণ করিয়াছিল, এই তথ্য ক যে প্রাপককে কাল্পনিক ব্যক্তি বলিয়া জানিত তাহা দর্শায় বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

(ঙ) খ-এর খ্যাতির হানি করিতে অভিপ্রেত কোন অপবাদ প্রকাশ করিয়া খ-এর মানহানি করিবার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে।

খ-এর প্রতি ক-এর বিদ্বেষ দর্শাইয়া খ সম্পর্কে ক-এর পূর্ববর্তী প্রকাশনসমূহ প্রাসঙ্গিক তথ্য, যেহেতু উহা প্রশ্নগত বিশেষ প্রকাশন দ্বারা খ-এর খ্যাতির হানি করিতে ক-এর অভিপ্রায় প্রমাণ করে।

ক ও খ-এর মধ্যে যে কোন পূর্ব কলহ ছিল না, এবং ক যে নালিশের বিষয়টি যেরূপ শুনিয়াছিল সেরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ, ক যে খ-এর খ্যাতির হানি করিতে অভিপ্রায় করে নাই তাহা দর্শায় বলিয়া, প্রাসঙ্গিক।

(চ) খ ক-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে এই জন্য যে, গ যে শোধক্ষম খ-কে ক প্রতারণাপূর্বক এইরূপ বুঝাইয়াছিল, যাহাতে খ, যে গ দেউলিয়া ছিল তাহার উপর আস্থা স্থাপনে প্ররোচিত হইয়া, লোকসান ভোগ করিয়াছিল।

যে সময়ে ক গ-কে শোধক্ষম বলিয়া বুঝাইয়াছিল সেই সময়ে গ-এর প্রতিবেশিগণ, ও যাহারা তাহার সহিত লেনদেন করিত তাহারা, গ-কে শোধক্ষম বলিয়া মনে করিত, এই তথ্য, ক যে সরল বিশ্বাসে ঐরূপে বুঝাইয়াছিল, তাহা দর্শায় বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

(ছ) ক যে – বাড়ির মালিক সেই বাড়িতে জনৈক ঠিকাদার গ-এর আদেশে খ কর্তৃক কৃত কার্যের মূল্যের জন্য ক-এর বিরুদ্ধে খ মোকদ্দমা করিয়াছে

ক-এর জবাব এই যে খ-এর সংবিদা গ-এর সহিত হইয়াছিল।

প্রশ্নগত কার্যের জন্য ক যে গ-কে মূল্য দিয়াছিল তাহা প্রাসঙ্গিক তথ্য, যেহেতু তাহা প্রমাণ করে যে ক, সরল বিশ্বাসে, গ-কে প্রশ্নগত কার্য পরিচালনা করিতে দিয়াছিল, যাহাতে গ, ক-এর এজেন্টরূপে নহে, গ-এর নিজেরই পক্ষে খ-এর সহিত সংবিদা করিবার মতো অবস্থায় ছিল।

(জ) যে সম্পত্তি সে কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তাহা অসৎভাবে আত্মসাৎ করিবার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে এবং প্রশ্ন এই যে, যখন সে উহা উপযোজন করিয়াছিল তখন প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বলিয়া সে সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করিয়াছিল কিনা।

১। ১৮৯১-এর ৩ আইন, ১ ধারা দ্বারা, মূল দৃষ্টান্ত (খ) -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

সম্পত্তিটি হারাইবার সার্বজনিক নোটিস যে স্থানে ক ছিল সেইস্থানে যে দেওয়া হইয়াছিল, এই তথ্য, ক যে সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে নাই যে প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, ইহা দর্শায় বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

ক জানিত অথবা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল যে ঐ নোটিস প্রতারণা পূর্বক গ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, যে গ সম্পত্তিটি হারাইয়া গিয়াছে ইহা শুনিয়াছিল এবং উহাতে মিথ্যা দাবি উপস্থাপন করিতে চাহিয়াছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক, যেহেতু ইহা দর্শায় যে ক যে নোটিসটির কথা জানিত সেই তথ্য ক-এর সরল বিশ্বাস অপ্রমাণিত করে নাই।

(ঝ) খ-কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার দিকে গুলি ছুঁড়িবার জন্য ক-এর প্রতি আরোপ করা হইয়াছে।
ক-এর অভিপ্রায় দর্শাইবার জন্য এই তথ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে যে ক পূর্বেও খ-এর দিকে গুলি ছুঁড়িয়াছিল।

(ঞ) খ-কে ভীতি প্রদর্শক পত্রসমূহ প্রেরণের জন্য ক-এর প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। ক কর্তৃক খ-এর নিকট ভীতি প্রদর্শন করিয়া পূর্বে প্রেরিত পত্রসমূহ ঐ পত্রসমূহের অভিপ্রায় দর্শায় বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ট) ক তাহার স্ত্রী খ-এর প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্য দোষী কিনা, ইহাই প্রশ্ন।
অভিকথিত নিষ্ঠুরতার স্বল্পকাল পূর্বে বা পরে তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুভূতির অভিব্যক্তিসমূহ প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঠ) ক-এর মৃত্যু বিষ দ্বারা ঘটিয়াছিল কিনা, ইহাই প্রশ্ন।
তাহার অসুস্থতার সময়ে ক কর্তৃক তাহার লক্ষণসমূহ সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ড) যে সময় ক-এর জীবনের উপর একটি বীমা করা হইয়াছিল সেই সময় ক-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, ইহাই প্রশ্ন।
প্রশ্নগত সময়ে বা তাহার নিকটবর্তী সময়ে, ক কর্তৃক তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঢ) খ ক-কে ব্যবহারের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে উপযুক্ত নহে এরূপ একটি গাড়ি ভাড়া দেওয়াতে, ক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, ক খ-এর বিরুদ্ধে অবহেলার জন্য মোকদ্দমা করিয়াছে।

ঐ বিশেষ গাড়িটির ত্রুটির প্রতি যে অন্যান্য উপলক্ষে খ-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।
যে গাড়িগুলি খ ভাড়া দিত সেগুলি সম্পর্কে সে যে স্বভাবতঃ অবহেলাকারী ছিল, এই তথ্য অপ্রাসঙ্গিক।

(ণ) খ-কে সাভিপ্রায়ে গুলি করিয়া হত্যা করিবার জন্য ক-এর বিচার হইতেছে।
ক যে অন্যান্য উপলক্ষে খ-এর দিকে গুলি ছুঁড়িয়াছিল, এই তথ্য, তাহার খ-কে গুলি করিবার অভিপ্রায় দর্শায় বলিয়া, প্রাসঙ্গিক।

লোকেদের হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের দিকে গুলি ছুঁড়িবার অভ্যাস যে ক-এর ছিল, এই তথ্য অপ্রাসঙ্গিক।

(ত) কোন অপরাধের জন্য ক-এর বিচার হইতেছে।
ঐ বিশেষ অপরাধটি সংঘটন করিবার অভিপ্রায়সূচক কোন কথা সে যে বলিয়াছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।
ঐ শ্রেণীর অপরাধ সংঘটন করিবার সাধারণ প্রবৃত্তিসূচক কোন কথা সে যে বলিয়াছিল, এই তথ্য অপ্রাসঙ্গিক।

১৫। কার্য আপতিক ছিল বা অভিপ্রায়মূলক ছিল, এই প্রশ্নের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তথ্য – যখন প্রশ্ন এই হয় যে কোন কার্য আপতিক ছিল বা অভিপ্রায়মূলক ছিল, ¹[অথবা বিশেষ কোন জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইয়াছিল,] তখন সেই কার্য যে অনুরূপ ঘটনাশ্রেণীর অংশ ছিল, যাহাদের প্রত্যেকটিতে কার্য কারক ব্যক্তিটি সংশ্লিষ্ট ছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক যে-অর্থের জন্য তাহার গৃহের বীমা করা আছে সেই অর্থ পাইবার উদ্দেশ্যে তাহা পোড়াইয়া ধ্বংস করিবার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে।

ক পর পর কতিপয় গৃহে বাস করিয়াছিল, যাহাদের প্রত্যেকটি সে বীমা করিয়াছিল, যাহাদের প্রত্যেকটিতে আগুন লাগিয়াছিল, এবং ঐরূপ প্রত্যেক অগ্নিকান্ডের পর অন্য কোন বীমা কার্যালয় হইতে ক তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিয়াছিল, এই তথ্যসমূহ ঐ অগ্নিকান্ডসমূহ যে আপতিক ছিল না তাহা দর্শাইতে প্রবণ বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

১। ১৮৯১-এর ৩ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) খ-এর খাতকগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য ক নিয়োজিত হইয়াছে। একটি বহিতে তৎকর্তৃক গৃহীত অর্থের পরিমাণ দর্শাইয়া প্রবিষ্টিসমূহ করা ক-এর কর্তব্য। সে এরূপ একটি প্রবিষ্টি করে যাহা দর্শায় যে কোন এক বিশেষ উপলক্ষে সে বাস্তবিক যাহা গ্রহণ করিয়াছিল তদপেক্ষা কম গ্রহণ করিয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, এই মিথ্যা প্রবিষ্টি আপতিক বা অভিপ্রায়মূলক ছিল কিনা।

ঐ একই বহিতে যে ক কর্তৃক কৃত অন্য প্রবিষ্টিসমূহ মিথ্যা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে মিথ্যা প্রবিষ্টি ক-এর অনুকূলে, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(গ) খ-এর নিকট প্রতারণাপূর্বক একটি মেকি টাকা অর্পণ করার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, টাকাটি অর্পন করা আপতিক ছিল কিনা।

খ-এর নিকট অর্পণ করার স্বল্পকাল পূর্বে বা স্বল্পকাল পরে, ক যে মেকি টাকা গ, ঘ ও ঙ-কে অর্পণ করিয়াছিল এই তথ্য-সমূহ, খ-এর নিকট অর্পণ করা যে আপতিক ছিল না তাহা দর্শায় বলিয়া প্রাসঙ্গিক।

১৬। কার্যপরম্পরার অস্তিত্ব কখন প্রাসঙ্গিক – যখন প্রশ্ন এই যে বিশেষ কোন কার্য করা হইয়াছিল কিনা, তখন কোন কার্যপরম্পরার অস্তিত্ব, যদনুসারে উহা স্বাভাবিকভাবে কৃত হইত, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

দৃষ্টান্ত

(ক) প্রশ্ন এই যে, বিশেষ একটি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল কিনা।

কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত সকল পত্র ডাকে দিবার জন্য লইয়া যাওয়াই যে সাধারণ কার্যপরম্পরা ছিল, এবং ঐ বিশেষ পত্রটি যে ঐ স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, বিশেষ একটি পত্র ক-এর নিকট পৌঁছাইয়াছিল কিনা। ইহা যে সঠিক পর্যায়ক্রমে ডাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং অচল পত্র কার্যালয়ের মাধ্যমে ফেরৎ দেওয়া হয় নাই, এই তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক।

স্বীকৃতি

১৭। স্বীকৃতি পরিভাষিত – স্বীকৃতি একটি মৌখিক বা দস্তাবেজী বিবৃতি, যাহা কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে কোন অনুমিতির ইঙ্গিত দেয়, এবং যাহা, যেরূপ অতঃপর অত্র উল্লিখিত, সেরূপ ব্যক্তিগণের কাহারও দ্বারা এবং সেরূপ অবস্থাধীনে কৃত হইয়াছে।

১৮। স্বীকৃতি – কার্যবাহের কোন পক্ষ বা তাহার এজেন্ট কর্তৃক – যে বিবৃতিসমূহ কার্যবাহের কোন পক্ষ কর্তৃক কৃত, অথবা ঐরূপ কোন পক্ষের কোন এজেন্ট, যাহাকে আদালত, অবস্থাধীন ক্ষেত্রে, ঐগুলি করিতে স্পষ্টরূপে বা বিবক্ষিতরূপে প্রাধিকৃত বলিয়া মনে করেন, তৎকর্তৃক কৃত, সেই বিবৃতিসমূহ স্বীকৃতি।

প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকায় মোকদ্দমাকারী কর্তৃক – প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকায় যাহারা মোকদ্দমা করে বা যাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয়, মোকদ্দমার সেই পক্ষগণ কর্তৃক কৃত বিবৃতিসমূহ স্বীকৃতি নহে, যদি না সেই সকল বিবৃতি যখন কৃত হইয়াছিল তখন সেই পক্ষের ঐ ভূমিকা থাকিয়া থাকে।

যে বিবৃতিসমূহ কৃত হইয়াছে–

(১) বিষয়বস্তুতে স্বার্থান্বিত পক্ষ কর্তৃক – এরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক, যাহাদের কার্যবাহের বিষয়বস্তুতে কোন স্বত্বগত বা আর্থিক স্বার্থ আছে, এবং যাহারা ঐরূপে স্বার্থান্বিত ব্যক্তির ভূমিকায় সেই বিবৃতি দেয়, অথবা

(২) যাহার নিকট হইতে স্বার্থের প্রাপ্তি ঘটিয়াছে এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক – এরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক, যাহাদের নিকট হইতে মোকদ্দমার পক্ষগণ মোকদ্দমার বিষয়বস্তুতে তাহাদের স্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে,

সেই বিবৃতিসমূহ স্বীকৃতি, যদি বিবৃতিকারী ব্যক্তিগণের স্বার্থ বজায় থাকিবার কালে ঐগুলি কৃত হইয়া থাকে।

১৯। যে ব্যক্তিগণের অধিষ্ঠান মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিরুদ্ধে বলিয়া অবশ্যই প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন তাহাদের স্বীকৃতি – যে বিবৃতিসমূহ এরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কৃত, যাহাদের অধিষ্ঠান বা দায়িতা মোকদ্দমার কোন পক্ষের বিরুদ্ধে বলিয়া প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন, সেগুলি স্বীকৃতি, যদি ঐরূপ বিবৃতিসমূহ এরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কৃত বা তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দমায় ঐরূপ অধিষ্ঠান বা দায়িতা সম্বন্ধে, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক হইত, এবং যদি সেগুলি এরূপ সময়ে কৃত হয় যখন কৃতকারী ঐরূপ অধিষ্ঠানের অধিকারী থাকে বা ঐরূপ দায়িতার অধীন থাকে।

দৃষ্টান্ত

ক খ-এর জন্য ভাড়া সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে।

গ কর্তৃক খ-কে প্রদেয় ভাড়া সংগ্রহ না করিবার জন্য খ ক-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে।

ক অস্বীকার করে যে গ কর্তৃক খ-কে ভাড়া প্রদেয় ছিল।

গ-এর কোন বিবৃতি যে সে খ-এর নিকট ভাড়া ধারিত, তাহা একটি স্বীকৃতি, এবং তাহা ক-এর বিরুদ্ধে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য, যদি ক অস্বীকার করে যে গ খ-এর নিকট ভাড়া ধারিত।

২০। মোকদ্দমার পক্ষ কর্তৃক স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্বীকৃতি – যে বিবৃতিসমূহ এরূপ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কৃত যাহাদিগকে মোকদ্দমার কোন পক্ষ বিবাদিত কোন বিষয় সম্পর্কে সংবাদের জন্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছে, সেগুলি স্বীকৃতি।

দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন এই যে, ক কর্তৃক খ-এর নিকট বিক্রীত কোন ঘোড়া সুস্থ কিনা।

ক খ-কে বলিল – "যাও, এবং গ-কে জিজ্ঞাসা করো, গ এই বিষয়ে সবকিছু জানে।" গ-এর বিবৃতি একটি স্বীকৃতি।

২১। স্বীকৃতিকারী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ও তৎকর্তৃক বা তৎপক্ষে স্বীকৃতির প্রমাণ – স্বীকৃতিসমূহ প্রাসঙ্গিক এবং যে ব্যক্তি ঐগুলি করে তাহার বা তাহার স্বার্থ-প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলসমূহে ভিন্ন, স্বীকৃতিসমূহ, যে ব্যক্তি ঐগুলি করে তৎকর্তৃক, বা তৎপক্ষে, অথবা তাহার স্বার্থ-প্রতিনিধি কর্তৃক, প্রমাণিত হইতে পারিবে না –

(১) কোন স্বীকৃতি, ঐ স্বীকৃতিকারী ব্যক্তি কর্তৃক বা তৎপক্ষে প্রমাণিত হইতে পারে, যখন উহা এরূপ প্রকৃতির হয় যে যদি ঐ স্বীকৃতিকারী ব্যক্তি মৃত হইত, তাহা হইলে, তৃতীয় ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে উহা ৩২ ধারা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক হইত।

(২) কোন স্বীকৃতি, ঐ স্বীকৃতিকারী ব্যক্তি কর্তৃক বা তৎপক্ষে প্রমাণিত হইতে পারে, যখন উহা মনের বা দেহের কোন প্রাসঙ্গিক বা বিবাদ্যক অবস্থার অস্তিত্বের বিবৃতি সংবলিত হয়, যাহা মনের বা দেহের ঐরূপ অবস্থার যখন অস্তিত্ব ছিল সেই সময়ে বা তন্নিকটবর্তী সময়ে কৃত হইয়াছিল, এবং যাহার সহিত এরূপ আচরণ সহগমন করে যাহা উহার অসত্যতা অসম্ভাব্য করে।

(৩) কোন স্বীকৃতি, ঐ স্বীকৃতিকারী ব্যক্তি কর্তৃক বা তৎপক্ষে প্রমাণিত হইতে পারে, যদি উহা স্বীকৃতিরূপে ভিন্ন অন্যথা প্রাসঙ্গিক হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ও খ-এর মধ্যে প্রশ্ন এই যে, কোন একটি দলিল জাল কিনা। ক প্রতিজ্ঞাত করে যে উহা অকৃত্রিম, খ যে উহা জাল।

খ কর্তৃক কোন বিবৃতি যে দলিলটি অকৃত্রিম, ক প্রমাণ করিতে পারে, এবং ক কর্তৃক কোন বিবৃতি যে দলিলটি জাল, খ প্রমাণ করিতে পারে; কিন্তু ক স্বকৃত কোন বিবৃতি যে দলিলটি অকৃত্রিম তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না, এবং খ-ও স্বকৃত কোন বিবৃতি যে দলিলটি জাল তাহা প্রমাণ করিতে পারিবে না।

(খ) কোন এক জাহাজের ক্যাপ্টেন ক-এর, ঐ জাহাজ বিনষ্ট করিবার জন্য, বিচার হইতেছে।

জাহাজটিকে যে উহার সঠিক পথের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা দর্শাইবার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

ক তাহার সাধারণ কার্যপরম্পরায় তৎকর্তৃক রক্ষিত একটি বহি উপস্থাপিত করিয়াছে, যাহাতে তৎকর্তৃক দিনের পর দিন কৃত বলিয়া অভিকথিত পর্যবেক্ষণসমূহ দর্শান হইয়াছে এবং জাহাজটিকে যে উহার সঠিক পথের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় নাই তাহা সূচিত হইয়াছে। ক এই বিবৃতিসমূহ প্রমাণ করিতে পারে, কারণ যদি সে মৃত হইত, তাহা হইলে, ঐগুলি তৃতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ৩২ ধারার (২) প্রকরণের অধীনে গ্রহনীয় হইত।

(গ) ক তৎকর্তৃক কলিকাতায় সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে।

সে, নিজের দ্বারা লিখিত, ও ঐ দিনের লাহোরে দিনাঙ্কিত, এবং ঐদিনের লাহোরের ডাকচিহ্ন সংবলিত, একটি পত্র উপস্থাপিত করিয়াছে।

পত্রটির তারিখের বিবৃতি গ্রহণীয়, কারণ যদি ক মৃত হইত, তাহা হইলে উহা ৩২ ধারার (২) প্রকরণের অধীনে গ্রহণীয় হইত।

(ঘ) অপহৃত দ্রব্যসমূহ, উহারা যে অপহৃত তাহা জানিয়া, গ্রহণ করিবার জন্য ক অভিযুক্ত হইয়াছে।

সে প্রমাণ প্রদান করে যে সে ঐ দ্রব্যসমূহ অবমূল্যে বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়াছিল।

যদিও ঐগুলি স্বীকৃতি তথাপি সে ঐ বিবৃতিসমূহ প্রমাণ করিতে পারে কারণ উহারা বিবাদ্যক তথ্যসমূহ দ্বারা প্রভাবিত আচরণের ব্যাখ্যামূলক।

(ঙ) ক নিজের দখলে প্রতারণাপূর্বক মেকি মুদ্রা, যাহা সে মেকি বলিয়া জানিত, তাহা রাখিবার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে।

সে প্রমাণ প্রদান করে যে সে এক দক্ষ ব্যক্তিকে ঐ মুদ্রা পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিল, যেহেতু তাহার সন্দেহ ছিল উহা মেকি কিনা এবং সেই ব্যক্তি উহা পরীক্ষা করিয়াছিল ও তাহাকে বলিয়াছিল যে উহা অকৃত্রিম।

ক পূর্ববর্তী সর্বশেষ দৃষ্টান্তে বিবৃত কারণসমূহের জন্য এই তথ্যসমূহ প্রমাণ করিতে পারে।

২২। দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি কখন প্রাসঙ্গিক – কোন দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতিসমূহ প্রাসঙ্গিক নহে, যদি না ও যতক্ষণ পর্যন্ত না যে পক্ষ উহা প্রমাণ করিতে চাহে সে দর্শায় যে অতঃপর অত্র অন্তর্ভূত নিয়মাবলী অনুযায়ী সে ঐরূপ দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য দিতে অধিকারী, অথবা যদি না উপস্থাপিত কোন দস্তাবেজের অকৃত্রিমতা প্রশ্নগত হয়।

২৩। দেওয়ানী মামলায় স্বীকৃতি কখন প্রাসঙ্গিক – দেওয়ানী মামলাসমূহে কোন স্বীকৃতিই প্রাসঙ্গিক নহে, যদি উহা কৃত হইয়া থাকে, এরূপ স্পষ্ট শর্তে যে উহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না, অথবা এরূপ অবস্থাধীনে যাহা হইতে আদালত অনুমান করিতে পারেন যে পক্ষগণ পরস্পর সম্মত হইয়াছিল যে উহার সাক্ষ্য দেওয়া হইবে না।

ব্যাখ্যা। – এই ধারার কোন কিছুই কোন ব্যারিষ্টার, প্লীডর, অ্যাটর্নী বা ভকিলকে এরূপ কোন বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হইতে অব্যাহতি দিতেছে বলিয়া ধরা যাইবে না, যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে তাহাকে ১২৬ ধারা অনুযায়ী বাধ্য করা যাইতে পারে।

২৪। প্ররোচনা, ভীতিপ্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঘটানো স্বীকারোক্তি ফৌজদারী কার্যবাহে কখন অপ্রাসঙ্গিক – অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন স্বীকারোক্তি ফৌজদারী কার্যবাহে অপ্রাসঙ্গিক যদি ঐ স্বীকারোক্তিকরণ, কোন প্রাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে আগত কোন প্ররোচনা, ভীতি-প্রদর্শন বা [১][প্রতিশ্রুতি] দ্বারা, ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৃত আরোপ সম্পর্কে, ঘটানো হইয়াছে বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় এবং যাহা, আদালতের অভিমতে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে কার্যবাহ সম্বন্ধে ঐ স্বীকারোক্তি করিয়া সে যে কোন ঐহিক প্রকৃতির সুবিধা লাভ করিবে বা অহিত এড়াইবে, এই অনুমান করিবার পক্ষে তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত প্রতীয়মান হইতে পারে, এরূপ হেতু প্রদানার্থ পর্যাপ্ত।

২৫। পুলিস আধিকারিকের নিকট কৃত স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হইবে না – কোন [২][পুলিশ আধিকারিকের] নিকট কৃত কোন স্বীকারোক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে না।

২৬। পুলিসের হেফাজতে থাকিবার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত স্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে না – যে সময় কোন ব্যক্তি কোন [২][পুলিশ আধিকারিকের] হেফাজতে থাকে, সেই সময়ে কৃত তাহার কোন স্বীকারোক্তি, ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবে না, যদি না উহা কোন [৩][ম্যাজিস্ট্রেটের] সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে কৃত হয়।

১। ঐরূপ প্ররোচনা, ইত্যাদি প্রতিষেধের জন্য দ্রষ্টব্যঃ ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮-এর ৫), ৩৪৩ ধারা।

২। দ্রষ্টব্যঃ ঐ, ১৬২ ধারা, কোন মামলায় তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকের নিকট কৃত বিবৃতি সম্পর্কে।

৩। এই ধারার প্রয়োজনার্থে করোনারকে ম্যাজিস্ট্রেটরূপে ঘোষনা করা হইয়াছে, দ্রষ্টব্যঃ করোনার আইন, ১৮৭১ (১৮৭১-এর ৪) - এর ১০ ধারা।

[1][ব্যাখ্যা। – এই ধারায় "ম্যাজিস্ট্রেট" ফোর্ট সেন্ট জর্জের ২*** প্রেসিডেন্সীতে বা অন্যত্র ম্যাজিস্ট্রেটের কৃত্যসমূহ নির্বাহকারী কোন গ্রাম প্রধানকে অন্তর্ভূক্ত করে না, যদি না ঐরূপ প্রধান ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৮২[3] অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগকারী কোন ম্যাজিস্ট্রেট হয়।] ১৮৮২-র ১০।

২৭। অভিযুক্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের কতখানি প্রমাণিত হইতে পারে – তবে, কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি, যে পুলিস আধিকারিকের হেফাজতে আছে, তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের পরিণামে উদ্ঘাটিত বলিয়া কোন তথ্য সম্বন্ধে যখন এজাহার দেওয়া হয়, তখন ঐরূপ সংবাদের ততখানি প্রমাণিত হইতে পারে যতখানি তদ্দ্বারা উদ্ঘাটিত তথ্যের সহিত সুস্পষ্টরূপে সম্বন্ধযুক্ত, উহা স্বীকারোক্তিসম হউক বা না হউক।

২৮। প্ররোচনা, ভীতি প্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা সৃষ্ট মনোভাব দুরীকরণের পরে কৃত স্বীকারোক্তি প্রাসঙ্গিক – ২৪ ধারায় যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ কোন স্বীকারোক্তি যদি, আদালতের অভিমতে, ঐরূপ কোন প্ররোচনা, ভীতি-প্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা সৃষ্ট মনোভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইবার পরে কৃত হয়, তাহা হইলে, উহা প্রাসঙ্গিক।

২৯। স্বীকারোক্তি যাহা অন্যথা প্রাসঙ্গিক, তাহা গোপনতার প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদি কারণে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যাইবে না – ঐরূপ কোন স্বীকারোক্তি যদি অন্যথা প্রাসঙ্গিক হয়, উহা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যাইবে না কেবল এই কারণে যে, উহা গোপনতার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, অথবা উহা পাইবার উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত কোন চাতুরির পরিণামে, অথবা সে যখন মাতাল ছিল তখন, কৃত হইয়াছিল, হইয়াছিল, অথবা এই কারণে যে, এরূপ প্রশ্নসমূহ, যাহাদের উত্তর দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিলনা, সেই প্রশ্নসমূহের আকার যাহাই হউক না কেন তাহাদের উত্তরদানক্রমে উহা কৃত হইয়াছিল, অথবা এই কারণে যে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় নাই যে সে ঐরূপ স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য ছিল না এবং উহার সাক্ষ্য তাহার বিরুদ্ধে দেওয়া যাইতে পারে।

৩০। প্রমাণিত স্বীকারোক্তির বিবেচনা, যে স্বীকারোক্তি একই অপরাধের জন্য যৌথভাবে বিচারাধীন ঐ স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তিকে ও অন্যান্যদের প্রভাবিত করে – যখন একই অপরাধের জন্য একাধিক ব্যক্তির একযোগে বিচার হয়, এবং ঐরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন কর্তৃক কৃত কোন স্বীকারোক্তি, যাহা তাহাকে ও ঐরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে অপর কাহাকেও প্রভাবিত করে তাহা প্রমাণিত হয়, তখন আদালত ঐ স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলিয়া, এবং এরূপ অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলিয়াও, বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

[4][ব্যাখ্যা।– "অপরাধ," এই ধারায় যথা - ব্যবহৃত তাহা, অপরাধের অপসহায়তাকে বা উহা সংঘটনের প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্ত করে।]

দৃষ্টান্ত

(ক) গ-এর হত্যার জন্য ক ও খ-এর একযোগে বিচার হইতেছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক বলিয়াছিল – "খ ও আমি গ-কে হত্যা করিয়াছিলাম।" আদালত এই স্বীকারোক্তির ফল খ-এর বিরুদ্ধে বিবেচনা করিতে পারেন।

(খ) গ-এর হত্যার জন্য ক-এর বিচার চলিতেছে।

ক ও খ যে গ-কে হত্যা করিয়াছিল, এবং খ যে বলিয়াছিল – "ক ও আমি গ-কে হত্যা করিয়াছিলাম", ইহা দর্শাইবার সাক্ষ্য আছে।

এই বিবৃতি আদালত কর্তৃক ক-এর বিরুদ্ধে বিবেচনার জন্য গৃহীত হইতে পারিবে না, যেহেতু খ-এর বিচার একযোগে হইতেছে না।

৩১। স্বীকৃতি নিশ্চায়ক প্রমাণ নহে কিন্তু বাদ-বন্ধ করিতে পারে – স্বীকৃতিসমূহ স্বীকৃত বিষয়সমূহের নিশ্চায়ক প্রমাণ নহে, কিন্তু উহারা অতঃপর অত্র অন্তর্ভূত বিধানসমূহের অধীন বাদ-বন্ধরূপে ক্রিয়া করিতে পারে।

এরূপ ব্যক্তিগণের বিবৃতি যাহাদিগকে সাক্ষিরূপে তলব করা যায় না

৩২। যে মারা গিয়াছে বা যাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইত্যাদি, এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক কৃত প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিবৃতি যে সকল ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক – প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহের লিখিত বা বাচনিক বিবৃতিসমূহ, যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত যে মারা গিয়াছে, বা যাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বা যে সাক্ষ্যদানে অসমর্থ হইয়াছে, অথবা যাহাকে এরূপ পরিমাণ বিলম্ব বা ব্যয় না করিয়া হাজির করান যায় না যাহা, অবস্থাধীন ক্ষেত্রে, আদালতের নিকট অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই সকল বিবৃতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে নিজেরাই প্রাসঙ্গিক তথ্য :–

১। ১৮৯১-এর ৩ আইন, ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।
২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, "অথবা বর্মায়" শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে।
৩। দ্রষ্টব্যঃ বর্তমানে ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮-এর ৫)।
৪। ১৮৯১-এর ৩ আইন, ৪ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(১) যখন উহা মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত হয় যখন বিবৃতিটি কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাহার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে অথবা যে সংব্যবহারের পরিণতি স্বরূপ তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল সেই সংব্যবহারের অবস্থাসমূহের কোনটি সম্পর্কে কৃত হয়, সে সকল ক্ষেত্রে যেখানে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ লইয়া প্রশ্ন ওঠে।

ঐরূপ বিবৃতিসমূহ, যখন উহারা কৃত হইয়াছিল তখন, যে ব্যক্তি কর্তৃক উহারা কৃত হইয়াছিল সেই ব্যক্তি, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকুক বা না থাকুক, এবং যে কার্যবাহে তাহার মৃত্যুর কারণ লইয়া প্রশ্ন ওঠে সেই কার্যবাহের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, প্রাসঙ্গিক।

(২) অথবা কার্যপরম্পরায় কৃত হয় – যখন বিবৃতিটি ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক, সাধারণ কার্যপরম্পরায় কৃত হইয়াছিল, এবং বিশেষতঃ যখন উহা সাধারণ কার্যপরম্পরায় বা বৃত্তিগত কর্তব্য নির্বাহে, রক্ষিত বহিসমূহে তৎকর্তৃক কৃত কোন প্রবিষ্টি বা স্মারকলিপি, অথবা অর্থ, দ্রব্যসমূহ, প্রতিভূতিসমূহ বা কোন প্রকারের সম্পত্তি প্রাপ্তির তৎকর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত কোন অভিস্বীকৃতি, অথবা বাণিজ্যে ব্যবহৃত তৎকর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত কোন দস্তাবেজ অথবা সাধারণতঃ তৎকর্তৃক দিনাঙ্কিত, লিখিত বা স্বাক্ষরিত কোন পত্রের বা অন্য দস্তাবেজের তারিখ সংবলিত হয়।

(৩) অথবা কৃতকারীর স্বার্থের বিরোধী হয় – যখন বিবৃতিটি কৃতকারী ব্যক্তির আর্থিক বা স্বত্বগত স্বার্থের বিরোধী, অথবা যখন, বিবৃতিটি সত্য হইলে, তাহাকে কোন ফৌজদারী অভিযুক্তির বা কোন খেসারতের মোকদ্দমার সম্মুখীন করিত বা করিতে পারিত।

(৪) অথবা সার্বজনিক অধিকার বা রীতি অথবা সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অভিমত দেয় – যখন বিবৃতিটি এরূপ কোন ব্যক্তির অভিমত, এরূপ কোন সার্বজনিক অধিকার বা রীতির, অথবা সার্বজনিক বা সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের, অস্তিত্ব সম্পর্কে, প্রদান করে, যাহার অস্তিত্ব থাকিলে, তাহার পক্ষে উহা অবগত হওয়া সম্ভাব্য ছিল, এবং যখন বিবৃতিটি ঐরূপ অধিকার, রীতি বা বিষয় সম্বন্ধে কোন বিতর্ক উত্থিত হইবার পূর্বে কৃত হইয়াছিল।

(৫) অথবা সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয় – যখন বিবৃতিটি এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে [১][রক্তের সম্পর্ক সূত্রে, বিবাহসূত্রে বা দত্তক গ্রহণ সূত্রে] কোন সম্বন্ধের অস্তিত্বের সহিত সম্পর্কিত হয়, যাহাদের [১][রক্তের সম্পর্ক সূত্রে, বিবাহসূত্রে বা দত্তক গ্রহণ সূত্রে] সম্বন্ধের বিষয়ে বিবৃতিকারী ব্যক্তির জ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় ছিল, এবং যখন বিবৃতিটি বিবাদিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার পূর্বে কৃত হইয়াছিল।

(৬) অথবা পারিবারিক কার্যাবলী সম্পর্কিত উইলে বা দলিলে কৃত হয় – যখন বিবৃতিটি মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে [১][রক্তের সম্পর্ক সূত্রে, বিবাহসূত্রে বা দত্তক গ্রহণ সূত্রে] কোন সম্বন্ধের অস্তিত্বের সহিত সম্পর্কিত হয়, এবং উহা এরূপ কোন মৃত ব্যক্তি যে - পরিবারভুক্ত ছিল সেই পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কিত কোন উইলে বা দলিলে, অথবা কোন পারিবারিক বংশ-তালিকায়, অথবা কোন সমাধিপ্রস্তর, পারিবারিক আলেখ্য বা অন্য যে বস্তুর উপর ঐরূপ বিবৃতিসমূহ সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে তাহার উপর কৃত হয়, এবং যখন বিবৃতিটি বিবাদিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার পূর্বে কৃত হইয়া থাকে।

(৭) অথবা ১৩ ধারার (ক) প্রকরণে উল্লিখিত সংব্যবহার সম্পর্কিত দস্তাবেজে থাকে – যখন বিবৃতিটি এরূপ কোন দলিল, উইল বা অন্য দস্তাবেজের অন্তর্ভুত থাকে, যাহা ১৩ ধারার (ক) প্রকরণে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ কোন সংব্যবহারের সহিত সম্পর্কিত হয়।

(৮) অথবা কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক কৃত এবং প্রশ্নগত বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক অনুভূতিসকল অভিব্যক্ত করে – যখন বিবৃতিটি কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হইয়াছিল, এবং তাহাদের অনুভূতি বা মনোভাব যাহা প্রশ্নগত বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছিল।

দৃষ্টান্ত

(ক) প্রশ্ন এই যে, খ ক-কে হত্যা করিয়াছিল কিনা, অথবা

যে সংব্যবহারের পর্যায়ক্রমে ক-এর উপর বলাৎকার করা হইয়াছিল সেই সংব্যবহারে প্রাপ্ত আঘাতের ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রশ্ন এই যে, খ তাহার উপর বলাৎকার করিয়াছিল কিনা, অথবা

প্রশ্ন এই যে, এরূপ অবস্থাধীনে খ কর্তৃক ক নিহত হইয়াছিল কিনা যাহাতে ক-এর বিধবা কর্তৃক খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতে পারে;

ক কর্তৃক তাহার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কৃত বিবৃতিসমূহ যাহা যথাক্রমে বিবেচনাধীন হত্যা, ধর্ষণ ও অভিযোগ্য দোষের উল্লেখ করে, তাহা প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১। ১৮৭২-এর ১৮ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) প্রশ্নটি ক-এর জন্মতারিখ সম্পর্কে।

কোন মৃত শল্য চিকিৎসকের, কার্যপরম্পরায় নিয়মিতভাবে রক্ষিত, দিনপঞ্জিতে কোন প্রবিষ্টি যাহা বিবৃত করে যে, কোন নির্দিষ্ট দিনে, তিনি ক-এর মাতাকে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার একটি পুত্রসন্তান প্রসব করাইয়াছিলেন, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(গ) প্রশ্ন এই যে, কোন নির্দিষ্ট দিনে ক কলিকাতায় ছিল কিনা।

কোন মৃত সলিসিটরের, কার্যপরম্পরায় নিয়মিতভাবে রক্ষিত, দিনপঞ্জীতে কোন বিবৃতি যে, কোন নির্দিষ্ট দিনে, ঐ সলিসিটর কলিকাতায়, উল্লিখিত কোন স্থানে, বিনির্দিষ্ট কার্য সম্পর্কে ক-এর সহিত পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঘ) প্রশ্ন এই যে, কোন জাহাজ বোম্বাই পোতাশ্রয় হইতে কোন নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করিয়াছিল কিনা।

যে বণিকের ফার্ম কর্তৃক ঐ জাহাজ ভাড়া করা হইয়াছিল সেই ফার্মের মৃত কোন সদস্য কর্তৃক লন্ডনস্থিত তাহাদের পত্রব্যবহারকারিগণের, যাহাদের নিকট মাল প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের নিকট লিখিত কোন পত্র যাহাতে বিবৃত ছিল যে কোন নির্দিষ্ট দিনে বোম্বাই পোতাশ্রয় হইতে ঐ জাহাজ যাত্রা করিয়াছিল, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঙ) প্রশ্ন এই যে, কোন ভূমির জন্য ক-কে খাজনা প্রদত্ত হইয়াছিল কিনা।

ক-এর মৃত এজেন্টের নিকট হইতে ক-এর নিকট কোন পত্র, যাহাতে কথিত আছে যে সে ক-এর বাবত খাজনা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ক-এর আদেশে তাহা রাখিয়াছিল, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(চ) প্রশ্ন এই যে, ক ও খ বৈধভাবে বিবাহিত হইয়াছিল কিনা।

কোন মৃত যাজকের বিবৃতি যে তিনি এরূপ অবস্থাধীনে উহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন যে অনুষ্ঠানটি একটি অপরাধ হইত, তাহা প্রাসঙ্গিক।

(ছ) প্রশ্ন এই যে, ক এরূপ এক ব্যক্তি যাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে কোন এক নির্দিষ্ট দিনে একটি পত্র লিখিয়াছিল কিনা। তাহার দ্বারা লিখিত একটি পত্র যে ঐ দিনে দিনাঙ্কিত আছে, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

(জ) প্রশ্ন এই যে, কোন জাহাজের ধ্বংসের কারণ কী ছিল।

ক্যাপ্টেন, যাহাকে হাজির করানো যায় না, তাঁহার দ্বারা কৃত কোন প্রতিবাদ একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঝ) প্রশ্ন এই যে, নির্দিষ্ট কোন সড়ক সার্বজনিক পথ কিনা।

মৃত গ্রাম প্রধান ক-এর কোন বিবৃতি যে সড়কটি সার্বজনিক ছিল, একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঞ) প্রশ্ন এই যে, বিশেষ কোন বাজারে কোন এক দিন শস্যের দর কী ছিল। কোন মৃত বেনিয়া কর্তৃক তাহার সাধারণ কার্যপরম্পরায় কৃত দরের বিবৃতি একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ট) প্রশ্ন এই যে, ক, যে মৃত সে, খ-এর পিতা ছিল কিনা।

ক-এর বিবৃতি যে খ তাহার পুত্র, ইহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঠ) প্রশ্ন এই যে, ক-এর জন্মের তারিখ কী ছিল। ক-এর মৃত পিতার নিকট হইতে কোন বন্ধুকে লিখিত কোন পত্র, যাহাতে কোন নির্দিষ্ট দিনে ক-এর জন্ম জ্ঞাপিত আছে, একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ড) প্রশ্ন এই যে, ক ও খ বিবাহিত হইয়াছিল কিনা, এবং কখন হইয়াছিল।

খ-এর মৃত পিতা গ কর্তৃক কোন স্মারক বহিতে, ক-এর সহিত তাহার কন্যার কোন নির্দিষ্ট তারিখে বিবাহের কোন প্রবিষ্টি, একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

(ঢ) কোন দোকানের জানালায় প্রদর্শিত কোন অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রে অভিব্যক্ত কোন অপবাদলিখনের জন্য ক খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে।

প্রশ্ন হইল, ঐ ব্যঙ্গচিত্রের সাদৃশ্য ও তাহার অপবাদকর প্রকৃতি সম্পর্কে। এই বিষয়গুলির উপর দর্শকজনসমষ্টির মন্তব্য প্রমাণ করা যাইতে পারে।

৩৩। কোন সাক্ষ্যের বিবৃত তথ্যের সত্যতা, পরবর্তী কার্যবাহে, প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা – কোন সাক্ষী কর্তৃক কোন বিচারিক কার্যবাহে, অথবা সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তির সমক্ষে, প্রদত্ত সাক্ষ্য কোন পরবর্তী বিচারিক কার্যবাহে, অথবা ঐ একই বিচারিক কার্যবাহে পরবর্তী কোন পর্যায়ে, যে তথ্যসমূহ উহা বিবৃত করে তাহাদের সত্যতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক, যখন ঐ সাক্ষী মারা গিয়াছে বা তাহাকে খুজিয়া পাওয়া যায় না, অথবা সে সাক্ষ্যদানে অসমর্থ হইয়াছে, অথবা বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক তাহাকে নাগালের বাহিরে রাখা হইয়াছে, অথবা যাহাকে এরূপ পরিমাণ বিলম্ব বা ব্যয় না করিয়া উপস্থিত করান যায় না যাহা, অবস্থাধীন ক্ষেত্রে, আদালত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন ঃ

তবে সেক্ষেত্রেই –

যেক্ষেত্রে ঐ কার্যবাহ একই পক্ষগণের বা তাহাদের স্বার্থপ্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিল;

যেক্ষেত্রে প্রথম কার্যবাহে বিরুদ্ধ পক্ষের জেরা করিবার অধিকার ও সুযোগ ছিল;

যেক্ষেত্রে বিবাদ্যক প্রশ্নসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় কার্যবাহে সারতঃ একই ছিল ।

ব্যাখ্যা । – কোন ফৌজদারী বিচার বা অনুসন্ধান এই ধারার অর্থের মধ্যে অভিযোক্তা ও অভিযুক্তের মধ্যে কার্যবাহ বলিয়া গণ্য হইবে ।

বিশেষ অবস্থার অধীনে কৃত বিবৃতি

৩৪। হিসাব - বহির প্রবিষ্টি কখন প্রাসঙ্গিক – কার্যপরম্পরায় নিয়মিতভাবে রক্ষিত হিসাব - বহির প্রবিষ্টিসমূহ প্রাসঙ্গিক, যখনই উহারা এরূপ বিষয়ের উল্লেখ করে যাহার সম্পর্কে আদালতকে অনুসন্ধান করিতে হয়, কিন্তু এককভাবে এরূপ বিবৃতিসমূহ কোন ব্যক্তিকে দায়িতাবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সাক্ষ্য হইবে না ।

দৃষ্টান্ত

ক খ-এর বিরুদ্ধে ১০০০ টাকার জন্য মোকদ্দমা করিয়াছে এবং তাহার হিসাব - বহির এরূপ প্রবিষ্টিসমূহ দর্শায় যাহা খ-কে তাহার নিকট ঐ পরিমাণ অর্থে ঋণী দেখায় । ঐ প্রবিষ্টিসমূহ প্রাসঙ্গিক, কিন্তু অন্য সাক্ষ্য ব্যতীত, ঐ ঋণ প্রমাণ করিতে যথেষ্ট নহে ।

৩৫। সরকারী অভিলেখে কর্তব্য সম্পাদনক্রমে কৃত প্রবিষ্টির প্রাসঙ্গিকতা – কোন সরকারী বা অন্য শাসকীয় বহি, রেজিস্টার বা অভিলেখে কোন প্রবিষ্টি, যাহা কোন বিবাদ্যক তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য বিবৃত করে, এবং যাহা কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক তাহার শাসকীয় কর্তব্য নির্বাহে কৃত, অথবা যে দেশে ঐ বহি, রেজিস্টার বা অভিলেখ রক্ষিত হয় সেই দেশের বিধি দ্বারা বিশেষভাবে ব্যবস্থিত কোন কর্তব্য সম্পাদনক্রমে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত, তাহা নিজেই প্রাসঙ্গিক তথ্য ।

৩৬। মানচিত্র, রেখাচিত্র ও নক্শায় বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা – প্রকাশিত মানচিত্র বা রেখাচিত্র, যাহা সাধারণতঃ সার্বজনিক বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত, তাহাতে, অথবা [১][কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের] প্রাধিকারাধীনে প্রস্তুত মানচিত্র বা নক্শায় কৃত, ঐরূপ মানচিত্র, রেখাচিত্র বা নক্শায় সাধারণতঃ যে সকল বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত হয় তৎসম্পর্কিত, বিবাদ্যক তথ্য সমূহের বা প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহের বিবৃতি নিজেরাই প্রাসঙ্গিক তথ্য ।

৩৭। কোন কোন আইনের বা প্রজ্ঞাপনের অন্তর্ভূত সার্বজনিক প্রকৃতির তথ্য সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা – যখন আদালতকে একটি সার্বজনিক প্রকৃতির কোন তথ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন অভিমত গঠন করিতে হয়, তখন উহার কোন বিবৃতি, যাহা [২][যুক্তরাজ্যের] পার্লামেন্টের কোন আইনের অন্তর্ভূত কোন পরিবর্ণনায় অথবা কোন [৩][কেন্দ্রীয় আইন, প্রাদেশিক আইন বা [৪][রাজ্য আইনে,] অথবা সরকারী গেজেটে, লন্ডন গেজেটরূপে অথবা সম্রাটের কোন ডোমিনিয়ন, উপনিবেশ বা অধিকৃত স্থানের গভর্নমেন্ট গেজেটরূপে তাৎপর্যিত হয় এরূপ কোন মুদ্রিত কাগজে প্রকাশিত সরকারী প্রজ্ঞাপনে বা ক্রাউন রিপ্রেজেন্টেটিভ দ্বারা কৃত প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত হয়, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য ।]

[৫]* * *

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮ দ্বারা," ব্রিটিশ ভারতের কোন সরকার" – এর স্থলে প্রতিস্থাপিত ।

২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা সন্নিবেশিত ।

৩। "ভারতের স-পরিষদ গভর্নর জেনারেলের অথবা মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের স-পরিষদ গভর্নরের, অথবা বাংলার স-পরিষদ লেফটেন্যান্ট গভর্নরের আইন অথবা যাহা ভারতের গেজেটে, কোন স্থানীয় সরকারের গেজেটে অথবা লন্ডন গেজেটরূপে বা রাণীর কোন উপনিবেশ বা অধিকৃত স্থানের গভর্নমেন্ট গেজেটরূপে তাৎপর্যিত হয় এরূপ কোন মুদ্রিত কাগজে প্রকাশিত তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য" এই মূল শব্দসমূহ ক্রমান্বয়ে ১৯১৪-র ১০ আইন, অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭, অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮ ও অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা সংশোধিত হইয়া উপরি-উক্ত পাঠরূপ পাইয়াছে ।

৪। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, " কোন ভাগ ক রাজ্যের বা কোন ভাগ গ রাজ্যের বিধানমন্ডলের কোন আইন" – এর স্থলে প্রতিস্থাপিত ।

৫। ১৮৯৯ -এর ৫ আইন, ২ ধারা দ্বারা সংযোজিত শেষ প্যারাগ্রাফটি, ১৯১৪-র ১০ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল ২ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

৩৮। বিধির বহিসমূহের অন্তর্ভূত কোন বিধি সম্পর্কে বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা – যখন আদালতকে কোন দেশের কোন বিধি সম্পর্কে কোন অভিমত গঠন করিতে হয়, তখন ঐরূপ বিধির কোন বিবৃতি, যাহা এরূপ কোন বহির অন্তর্ভূত যাহা ঐ দেশের সরকারের প্রাধিকারাধীনে মুদ্রিত বা প্রকাশিত বলিয়া এবং ঐরূপ কোন বিধিকে অন্তর্ভূত করে বলিয়া তাৎপর্যিত, এবং ঐ দেশের আদালতসমূহের কোন বিনির্দেশের কোন প্রতিবেদন যাহা ঐরূপ বিনির্দেশসমূহের প্রতিবেদন বলিয়া তাৎপর্যিত কোন বহির অন্তর্ভূত, তাহা প্রাসঙ্গিক।

বিবৃতির কতখানি প্রমাণ করিতে হইবে

৩৯। যখন বিবৃতি কোন কথোপকথন, দস্তাবেজ, বহি অথবা পত্রাবলী বা কাগজপত্রের অংশীভূত হয়, তখন কী সাক্ষ্য দিতে হইবে – যখন কোন বিবৃতি, যাহার সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহা, কোন দীর্ঘতর বিবৃতির বা কোন কথোপকথনের বা কোন পৃথক দস্তাবেজের অংশীভূত হয়, অথবা এরূপ কোন দস্তাবেজের অন্তর্ভূত হয় যাহা কোন বহির অথবা কোন সুসংবদ্ধ পত্রাবলী বা কাগজপত্রের অংশীভূত হয়, তখন ঐ বিবৃতি, কথোপকথন, দস্তাবেজ, বহি অথবা পত্রাবলী বা কাগজপত্রের ততখানি সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে ও তাহার অধিক যাইবে না, যতখানি আদালত ঐ বিশেষ মামলায় বিবৃতিটির প্রকৃতি ও কার্যকারিতা, এবং যে অবস্থাধীনে উহা কৃত হইয়াছিল তাহা, সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করেন।

ন্যায় - আদালতের রায় কখন প্রাসঙ্গিক

৪০। দ্বিতীয় মোকদ্দমা বা বিচার বারিত করিতে পূর্ববর্তী রায় প্রাসঙ্গিক – কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রীর অস্তিত্ব, যাহা কোন আদালতকে কোন মোকদ্দমা গ্রহণ বা কোন বিচার অনুষ্ঠান করা হইতে বিধি দ্বারা নিবারিত করে, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য, যখন প্রশ্ন এই যে, ঐরূপ আদালতের ঐরূপ মোকদ্দমা গ্রহণ বা ঐরূপ বিচার অনুষ্ঠান করা উচিত কিনা।

৪১। প্রোবেট - বিষয়ক, ইত্যাদি, ক্ষেত্রাধিকারে প্রদত্ত কোন কোন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা – কোন ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রোবেট - বিষয়ক, বিবাহ- বিষয়ক, নৌ- বিষয়ক বা দেউলিয়াত্ব - বিষয়ক ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগে প্রদত্ত কোন চূড়ান্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রী, যাহা কোন ব্যক্তিকে কোন বৈধিক সত্তা অর্পণ করে বা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন বৈধিক সত্তা হরণ করে, অথবা যাহা কোন ব্যক্তিকে, বিনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নহে কিন্তু অবারিতভাবে, ঐরূপ কোন সত্তার অধিকারী বা কোন বিনির্দিষ্ট বস্তু পাইতে অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা প্রাসঙ্গিক হয়, যখন ঐরূপ কোন বৈধিক সত্তার অস্তিত্ব, অথবা ঐরূপ কোন বস্তুতে ঐরূপ কোন ব্যক্তির স্বত্ব প্রাসঙ্গিক হয়।

ঐরূপ রায়, আদেশ বা ডিক্রী ইহার নিশ্চায়ক প্রমাণ হইবে যে –

কোন বৈধিক সত্তা, যাহা উহার দ্বারা অর্পিত হয় তাহা, যখন ঐরূপ রায়, আদেশ বা ডিক্রী সক্রিয় হইয়াছিল সেই সময়ে উপচিত হইয়াছিল;

কোন বৈধিক সত্তা, যাহাতে ঐরূপ কোনও ব্যক্তির অধিকার আছে বলিয়া উহা ঘোষণা করে তাহা, যখন ঐরূপ রায়, আদেশ বা ডিক্রী ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তাহা উপচিত হইয়াছিল বলিয়া ঘোষণা করে সেই সময়ে সেই ব্যক্তির সম্পর্কে উপচিত হইয়াছিল;

কোন বৈধিক সত্তা, যাহা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উহা হরণ করে তাহা, যে সময় হইতে উহা অবসিত হইয়াছিল বা অবসিত হইবে বলিয়া ঐরূপ রায়, আদেশ বা ডিক্রী ঘোষণা করিয়াছিল সেই সময়ে অবসিত হইয়াছিল,

এবং কোন কিছু যাহাতে কোন ব্যক্তির ঐরূপ অধিকার আছে বলিয়া উহা ঘোষণা করে তাহা, যে সময় হইতে ঐরূপ রায় [১][আদেশ বা ডিক্রী] উহা তাহার সম্পত্তি ছিল বা তাহার সম্পত্তি হইবে বলিয়া ঘোষণা করে সেই সময়ে সেই ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল।

৪২। ৪১ ধারায় যেগুলি উল্লিখিত তদ্ভিন্ন অন্যান্য রায়, আদেশ বা ডিক্রীর প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা – ৪১ ধারায় যেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্যান্য রায়, আদেশ বা ডিক্রী প্রাসঙ্গিক, যদি সেগুলি অনুসন্ধান সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কোন সার্বজনিক প্রকৃতির বিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়; কিন্তু ঐরূপ রায়, আদেশ বা ডিক্রী, ঐগুলি যাহা বিবৃত করে, তাহার নিশ্চায়ক প্রমাণ নহে।

দৃষ্টান্ত

ক তাহার ভূমির উপর অনধিকার প্রবেশের জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে। খ-এর অভিকথন এই যে ভূমির উপর দিয়া সার্বজনিক পথাধিকারের অস্তিত্ব আছে, যাহা ক অস্বীকার করে।

ক কর্তৃক গ - এর বিরুদ্ধে ঐ একই ভূমির উপর অনধিকার প্রবেশের জন্য কৃত যে মোকদ্দমায় গ-এর অভিকথন এই যে ঐ একই পথাধিকারের অস্তিত্ব আছে তাহাতে প্রতিবাদীর অনুকূলে কোন ডিক্রীর অস্তিত্ব প্রাসঙ্গিক, কিন্তু উহা ঐ পথাধিকারের অস্তিত্ব যে আছে তদ্বিষয়ে নিশ্চায়ক প্রমাণ নহে।

১। ১৮৭২ -এর ১৮ আইন, ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

৪৩ । ৪০ হইতে ৪২ ধারায় যেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্যান্য রায়, ইত্যাদি, কখন প্রাসঙ্গিক – ৪০, ৪১ ও ৪২ ধারায় যেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্যান্য রায়, আদেশ বা ডিক্রী অপ্রাসঙ্গিক, যদি না ঐরূপ রায়, আদেশ বা ডিক্রীর অস্তিত্ব বিবাদ্যক তথ্য হয়, অথবা এই আইনের অন্য কোন বিধান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক হয় ।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ও খ তাহাদের প্রত্যেককে অপপ্রতিভাসিত করে এরূপ কোন অপবাদলিখনের জন্য গ-এর বিরুদ্ধে পৃথকভাবে মোকদ্দমা করিয়াছে । গ প্রত্যেক মামলায় বলিয়াছে যে অপবাদকর বলিয়া অভিকথিত বিষয়টি সত্য এবং অবস্থাসমূহ এরূপ যে উহা সম্ভবতঃ প্রত্যেক মামলায় সত্য, অথবা কোনটিতেই নহে ।

গ-এর বিরুদ্ধে ক খেসারতের ডিক্রী লাভ করিয়াছে এই হেতুতে যে গ স্বপক্ষে ন্যায্যতা প্রতিপাদনে অপারগ হইয়াছে । খ ও গ- এর মধ্যে এই তথ্য অপ্রাসঙ্গিক ।

(খ) ক, তাহার স্ত্রী গ-এর সহিত ব্যভিচারের জন্য, খ-কে অভিযুক্ত করিয়াছে ।
খ অস্বীকার করিয়াছে যে গ ক -এর স্ত্রী, কিন্তু আদালত ব্যভিচারের জন্য খ-কে দোষসিদ্ধ করিয়াছেন ।

পরবর্তিকালে, ক-এর জীবদ্দশায় খ-কে বিবাহ করায় দ্বিবিবাহের জন্য গ অভিযুক্ত হইয়াছে । গ বলিয়াছে যে সে কখনও ক-এর স্ত্রী ছিল না ।

খ-এর বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায় গ-এর বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক ।

(গ) ক তাহার নিকট হইতে একটি গরু চুরি করিবার জন্য খ-কে অভিযুক্ত করিয়াছে । খ দোষসিদ্ধ হইয়াছে ।

ক, পরে, গরুটির জন্য গ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে, যে গরুটি খ তাহার দোষসিদ্ধ হইবার পূর্বে তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল । খ-এর বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়, ক ও গ-এর মধ্যে, অপ্রাসঙ্গিক ।

(ঘ) ক খ-এর বিরুদ্ধে ভূমির দখলের জন্য ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছে । পরিণামে, খ-এর পুত্র গ ক-কে হত্যা করিয়াছে । রায়ের অস্তিত্ব প্রাসঙ্গিক যেহেতু তাহা অপরাধের প্রবর্তনা দর্শায় ।

[১][(ঙ) চুরির জন্য, এবং পূর্বে চুরির অপরাধে দোষসিদ্ধ হইয়াছিল সেইজন্য, ক-এর প্রতি আরোপ হইয়াছে । পূর্বের দোষসিদ্ধি বিবাদ্যক তথ্য বলিয়া প্রাসঙ্গিক ।

(চ) খ-এর খুনের জন্য ক-এর বিচার হইতেছে । খ যে ক-কে অপবাদলিখনের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছিল এবং ক-যে দোষসিদ্ধ ও দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এই তথ্য বিবাদ্যক তথ্যটির জন্য প্রবর্তনা দর্শায় বলিয়া ৮ ধারা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ।]

৪৪। রায় প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রতারণা বা যোগসাজশ অথবা আদালতের ক্ষমতাপন্নতার অভাব প্রমাণিত হইতে পারে – মোকদ্দমা বা অন্য কার্যবাহের যে কোন পক্ষ দর্শাইতে পারে যে কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রী, যাহা ৪০, ৪১ বা ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক, এবং যাহা বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এরূপ কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল যাহা উহা প্রদান করিতে ক্ষমতাপন্ন ছিল না, অথবা উহা প্রতারণা বা যোগসাজশ দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল ।

তৃতীয় ব্যক্তিগণের অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক

৪৫ । বিশেষজ্ঞগণের অভিমত – যখন আদালতকে কোন বৈদেশিক বিধি সম্পর্কিত অথবা বিজ্ঞান বা কলা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে, অথবা হস্তলিপি [২][বা অঙ্গুলি - চিহ্নের] স্বরূপ সম্পর্কে কোন অভিমত গঠন করিতে হয়, তখন ঐরূপ বৈদেশিক বিধি, বিজ্ঞান বা কলা বিষয়ে, [৩][অথবা হস্তলিপি [২][বা অঙ্গুলি - চিহ্নের] স্বরূপ সম্পর্কিত প্রশ্নে,] বিশেষরূপে দক্ষ ব্যক্তিগণের অভিমতসমূহ প্রাসঙ্গিক তথ্য ।

ঐরূপ ব্যক্তিগণকে বিশেষজ্ঞ বলা হয় ।

১। ১৮৯১-এর ৩ আইন, ৫ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত ।
২। ১৮৯৯ -এর ৫ আইন, ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত ।
৩। ১৮৭২-এর ১৮ আইন, ৪ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত ।

দৃষ্টান্ত

(ক) প্রশ্ন এই যে, বিষ দ্বারা ক-এর মৃত্যু ঘটান হইয়াছিল কিনা।

যে বিষে ক-এর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয় সেই বিষ দ্বারা উৎপন্ন লক্ষণসমূহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিমতসমূহ প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, কোন একটি কার্য করিবার সময়ে ক, মানসিক অসুস্থতার কারণে, কার্যটির প্রকৃতি জানিতে, অথবা সে যাহা করিতেছে তাহা যে দোষাবহ বা বিধির বিপরীত তাহা জানিতে, অসমর্থ ছিল কিনা।

ক কর্তৃক প্রদর্শিত লক্ষণসমূহ প্রায়শঃ মানসিক অসুস্থতা দর্শায় কি না, এবং ঐরূপ মানসিক অসুস্থতা, ব্যক্তিগণ যে কার্যসমূহ করে তাহার প্রকৃতি জানিতে, অথবা তাহারা যাহা করে তাহা যে দোষাবহ বা বিধির বিপরীত তাহা জানিতে, তাহাদিগকে সাধারণতঃ অসমর্থ করে কিনা, এই প্রশ্ন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

(গ) প্রশ্ন এই যে, কোন একটি দস্তাবেজ ক কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল কিনা। অন্য একটি দস্তাবেজ উপস্থাপিত করা হইয়াছে যাহা ক কর্তৃক লিখিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত বা স্বীকৃত।

ঐ দুইটি দস্তাবেজ একই ব্যক্তি কর্তৃক বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞগণের অভিমতসমূহ প্রাসঙ্গিক।

৪৬। বিশেষজ্ঞগণের অভিমতের সহিত সংস্রবযুক্ত তথ্য – অন্যথা প্রাসঙ্গিক নহে এরূপ তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিক হয় যদি সেগুলি বিশেষজ্ঞগণের অভিমতসমূহ সমর্থন করে, বা উহাদের সহিত অসমঞ্জস হয়, যেক্ষেত্রে ঐরূপ অভিমতসমূহ প্রাসঙ্গিক।

দৃষ্টান্ত

(ক) প্রশ্ন এই যে, ক-এর উপর বিশেষ কোন বিষ প্রযুক্ত হইয়াছিল কিনা।

অপর ব্যক্তিগণ, যাহাদের উপর সেই বিষ প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা যে এরূপ কোন কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিল যাহা বিশেষজ্ঞগণ ঐ বিষের লক্ষণ বলিয়া প্রতিজ্ঞাত করে, বা অস্বীকার করে, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, কোন বিশেষ সাগর-প্রাচীরের দ্বারা কোন পোতাশ্রয়ে বাধা ঘটানো হইয়াছে কিনা।

অন্যান্য পোতাশ্রয়, যেগুলি অন্যান্য দিক দিয়া অনুরূপভাবে অবস্থিত, কিন্তু যেখানে ঐরূপ কোন সাগর-প্রাচীর ছিল না, সেগুলি যে প্রায় একই সময়ে বাধা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

৪৭। হস্তলিপি সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক – যখন আদালতকে কোন দস্তাবেজ কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে কোন অভিমত গঠন করিতে হয়, তখন যে ব্যক্তি কর্তৃক উহা লিখিত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা হয় তাহার হস্তলিপির সহিত পরিচিত কোন ব্যক্তির অভিমত যে, উহা সেই ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বা হয় নাই, তাহা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

ব্যাখ্যা। – কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির হস্তলিপির সহিত পরিচিত তখন বলা হয়, যখন সে সেই ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিয়াছে, অথবা যখন তাহার নিজের দ্বারা বা তাহার প্রাধিকারাধীনে লিখিত এবং সেই ব্যক্তিকে উদ্দিষ্ট দস্তাবেজের উত্তরে সেই ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বলিয়া তাৎপর্যিত দস্তাবেজ সে প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা যখন সাধারণ কার্যপরম্পরায় সেই ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত বলিয়া তাৎপর্যিত দস্তাবেজ সমূহ স্বভাবতঃ তাহার নিকট উপস্থাপিত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন এই যে, নির্দিষ্ট কোন পত্র লন্ডনের কোন বণিক ক-এর হস্তলিপিতে কিনা।

খ কলিকাতার এক বণিক, যে ক-কে উদ্দিষ্ট করিয়া পত্রসমূহ লিখিয়াছে এবং তৎকর্তৃক লিখিত বলিয়া তাৎপর্যিত পত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে। গ খ-এর করণিক, যাহার কর্তব্য ছিল খ-এর পত্রব্যবহার পরীক্ষা করা ও নথিভুক্ত করা। ঘ খ-এর দালাল, যাহার নিকট খ, ক কর্তৃক লিখিত বলিয়া তাৎপর্যিত পত্রসমূহ, তাহার সহিত তৎসম্পর্কে পরামর্শ করিবার উদ্দেশ্যে, স্বভাবতঃ উপস্থাপিত করিত।

ঐ পত্র ক-এর হস্তলিপিতে কিনা সেই প্রশ্ন সম্পর্কে খ, গ ও ঘ-এর অভিমতসমূহ প্রাসঙ্গিক, যদিও খ, গ বা ঘ কেহই ক-কে কখনও লিখিতে দেখে নাই।

৪৮। অধিকার বা রীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক – যখন আদালতকে কোন সাধারণ রীতি বা অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত গঠন করিতে হয়, তখন ঐরূপ রীতি বা অধিকারের অস্তিত্ব থাকিলে, যাহাদের উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সম্ভাব্য ছিল, এরূপ ব্যক্তিগণের অভিমতসমূহ প্রাসঙ্গিক।

ব্যাখ্যা। – "সাধারণ রীতি বা অধিকার" কথাটি অন্তর্ভুক্ত করে, সেই সকল রীতি বা অধিকারকে যেগুলি বেশ কিছু শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বজনীন।

দৃষ্টান্ত

কোন এক বিশেষ গ্রামের অধিবাসিগণের কোন এক বিশেষ কূপের জল ব্যবহার করিবার অধিকার এই ধারার অর্থের মধ্যে একটি সাধারণ অধিকার।

৪৯। প্রথা, মতবাদ, ইত্যাদি, সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক – যখন আদালতকে –

কোন মনুষ্যবর্গ বা পরিবারের প্রথা বা মতবাদসমূহ সম্পর্কে,

কোন ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও প্রশাসন সম্পর্কে, অথবা

বিশেষ বিশেষ জেলায়, বা বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীর দ্বারা, ব্যবহৃত শব্দ ও পদসমূহের অর্থ সম্পর্কে,

অভিমত গঠন করিতে হয়, তখন যে ব্যক্তিগণের তৎসম্পর্কে জ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় আছে, তাহাদের অভিমতসমূহ প্রাসঙ্গিক তথ্য।

৫০। সম্বন্ধ সম্পর্কে অভিমত কখন প্রাসঙ্গিক – যখন আদালতকে এক ব্যক্তির সহিত অন্য কোন ব্যক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কে অভিমত গঠন করিতে হয়, তখন এরূপ কোন ব্যক্তি, যাহার, পরিবারের সদস্যরূপে বা অন্যথা, সে বিষয় জ্ঞাত হইবার বিশেষ উপায় আছে, তাহার ঐরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কে, আচরণ দ্বারা অভিব্যক্ত, অভিমত একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য ঃ

তবে, ঐরূপ অভিমত ভারতীয় বিবাহবিচ্ছেদ আইনের অধীন কার্যবাহে, অথবা ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৭ ১৮৬৯-এর ৪। বা ৪৯৮ ধারার অধীন অভিযুক্তিসমূহে, কোন বিবাহ প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। ১৮৬০-এর ৪৫।

দৃষ্টান্ত

(ক) প্রশ্ন এই যে, ক ও খ বিবাহিত হইয়াছিল কিনা। তাহারা তাহাদের বন্ধুগণ কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীরূপে সাধারণতঃ অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হইয়াছিল, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

(খ) প্রশ্ন এই যে, ক খ-এর বৈধ পুত্র ছিল কিনা। পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক ক যে ঐরূপে সর্বদা আপ্যায়িত হইত, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

৫১। অভিমতের হেতু কখন প্রাসঙ্গিক – যখনই কোন জীবিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক, তখনই যে হেতুসমূহের উপর ঐরূপ অভিমত প্রতিষ্ঠিত, সেগুলিও প্রাসঙ্গিক।

দৃষ্টান্ত

কোন বিশেষজ্ঞ স্বীয় অভিমত গঠনের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক সম্পাদিত পরীক্ষাসমূহের বিবরণ দিতে পারে।

চরিত্র কখন প্রাসঙ্গিক

৫২। দেওয়ানী মামলায় আরোপিত আচরণ প্রমাণিত করিতে চরিত্র অপ্রাসঙ্গিক – দেওয়ানী মামলায়, সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির চরিত্র এরূপ যে তাহার প্রতি আরোপিত কোন নিন্দনীয় আচরণ সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য হইয়া যায়, এই তথ্য, যতদূর পর্যন্ত ঐরূপ চরিত্র অন্যথা প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয় ততদূর পর্যন্ত ভিন্ন, অপ্রাসঙ্গিক।

৫৩। ফৌজদারী মামলায় পূর্বের সৎ চরিত্র প্রাসঙ্গিক – ফৌজদারী কার্যবাহে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সৎ চরিত্রের, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক।

[১][৫৪। **পূর্ববর্তী অসৎ চরিত্র, উত্তরে ভিন্ন, প্রাসঙ্গিক নহে –** ফৌজদারী কার্যবাহে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অসৎ চরিত্রসম্পন্ন, এই তথ্য অপ্রাসঙ্গিক, যদি না সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়া থাকে যে তাহার চরিত্র সৎ, যেক্ষেত্রে উহা প্রাসঙ্গিক হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা ১। – এই ধারা এরূপ মামলাসমূহে প্রযোজ্য নহে, যাহাতে কোন ব্যক্তির অসৎ চরিত্র, নিজেই একটি বিবাদ্যক তথ্য।

ব্যাখ্যা ২। – কোন পূর্বের দোষ-সিদ্ধি, অসৎ চরিত্রের সাক্ষ্যরূপে প্রাসঙ্গিক।]

১। ১৮৯১ - এর ৩ আইন, ৬ ধারা দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৫৫। খেসারত প্রভাবিত করিতে পারে এরূপ চরিত্র – দেওয়ানী মামলাসমূহে, এই তথ্য প্রাসঙ্গিক যে, কোন ব্যক্তির চরিত্র এরূপ যে, তদ্দ্বারা খেসারতের যে পরিমাণ তাহার পাওয়া উচিত, তাহা প্রভাবিত হয়।

ব্যাখ্যা। – ৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ ধারায় 'চরিত্র' শব্দ খ্যাতি ও প্রবৃত্তি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে ; কিন্তু [১][৫৪ ধারায় যেরূপ বিহিত আছে সেরূপে ভিন্ন,] কেবল সাধারণ খ্যাতি বা সাধারণ প্রবৃত্তির সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যার দ্বারা খ্যাতি বা প্রবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল এরূপ বিশেষ কার্যসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না।

ভাগ – ২

প্রমাণ সম্পর্কে

অধ্যায় ৩। – তথ্য যাহা প্রমাণিত হইবার প্রয়োজন নাই

৫৬। বিচারিকভাবে লক্ষণীয় তথ্য প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই – কোনও তথ্যই, যাহা আদালত বিচারিকভাবে লক্ষ্য করিবেন তাহা, প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

৫৭। যে সকল তথ্য আদালতকে বিচারিকভাবে লক্ষ্য করিতেই হইবে – আদালত নিম্নলিখিত তথ্যসকল বিচারিকভাবে লক্ষ্য করিবেন ঃ –

[২][(১) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে বলবৎ সকল বিধি ঃ]

(২) [৩][যুক্তরাজ্যের] পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বা অতঃপর গৃহীত হইবে এরূপ সকল সার্বজনিক আইন, এবং সকল স্থানীয় বা ব্যক্তিগত আইন, যেগুলি বিচারিকভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে বলিয়া [৩][যুক্তরাজ্যের] পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্দেশিত ঃ

(৩) [৪][ভারতীয়] সেনাবাহিনী, [৫][নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর] জন্য যুদ্ধের প্রশাসনিক নিয়মাবলী ঃ

[৬][(৪) যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের, ভারতের সংবিধান সভার, সংসদের এবং কোন প্রদেশ বা রাজ্যে তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী স্থাপিত বিধানমন্ডলসমূহের কার্যবাহের ক্রম ঃ]

(৫) গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্যের তৎকালীন সার্বভৌমের সিংহাসনারোহণ ও রাজস্বাক্ষরঃ

(৬) সকল সীলমোহর, ইংল্যান্ডের আদালতসমূহ যেগুলি বিচারিকভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন ঃ [৭][ভারতের] [৮][সকল আদালতের] এবং [৯][কেন্দ্রীয় সরকার বা ক্রাউন রিপ্রেজেন্টেটিভের] প্রাধিকার দ্বারা [৮][ভারতের] বাহিরে স্থাপিত সকল আদালতের সীলমোহর ঃ নৌ ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন আদালতসমূহের এবং নোটারী পাব্লিকের সীলমোহর এবং সকল সীলমোহর যেগুলি কোন ব্যক্তি [১০][সংবিধান অথবা যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের কোন আইন অথবা] [৮][ভারতে] বিধির বলসম্পন্ন কোন আইন বা প্রনিয়ম দ্বারা ব্যবহার করিতে প্রাধিকৃত ঃ

১। ১৮৯১-এর ৩ আইন, ৭ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।
২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, পূর্ববর্তী প্যারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৩। ঐ, সন্নিবেশিত।
৪। ঐ, "সম্রাজ্ঞীর" –এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৫। ১৯২৭-এর ১০ আইন, ২ ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা, "বা নৌ বাহিনী" –এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৬। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, পূর্ববর্তী প্যারার (৪) -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৭। অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮ দ্বারা, "ব্রিটিশ ভারতের × × × আদালতসমূহের"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৮। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, " রাজ্যসমূহের" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
৯। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, "স পরিষদ গর্ভণর জেনারেল বা কোন স্থানীয় সরকারের" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।
১০। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "পার্লামেন্টের কোন আইন বা অন্য " -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

(৭) কোন রাজ্যে কোন সরকারী পদে তৎসময়ে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের পদারোহণ, নাম, উপাধি, কার্য ও স্বাক্ষর, যদি ঐরূপ পদে তাহাদের নিয়োগের তথ্য [1][কোন সরকারী গেজেটে] প্রজ্ঞাপিত হয় ঃ

(৮) [2][ভারত সরকার] হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের বা সার্বভৌমের অস্তিত্ব, উপাধি ও রাষ্ট্রীয় পতাকা ঃ

(৯) সময়ের বিভাগ, পৃথিবীর ভৌগোলিক বিভাগ এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত সার্বজনিক উৎসব, উপবাস ও ছুটির দিন ঃ

(১০) [2][ভারত সরকারের] আধিপত্যাধীন রাজ্যক্ষেত্রসমূহ ঃ

(১১) [ভারত সরকার] ও অন্য কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বৈরিতার প্রারম্ভ, স্থিতিকাল ও অবসান ঃ

(১২) আদালতের সদস্যগণের ও আধিকারিকগণের এবং তাঁহাদের প্রতিনিয়োগিগণের ও অধীন আধিকারিকগণের ও সহায়কগণের, এবং উহার পরোয়ানাসমূহ জারিকরণে কর্মরত সকল আধিকারিকেরও, এবং সকল অ্যাডভোকেট, অ্যাটর্নী, প্রোক্টর, ভকীল, প্লীডর ও অন্য ব্যক্তিগণ যাঁহারা উহার সমক্ষে উপস্থিত হইতে বা কার্য করিতে বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত, তাঁহাদের নাম ঃ

(১৩) [3][স্থলে বা সমুদ্রে] পথনিয়ম ।

এরূপ সকল ক্ষেত্রে, এবং সার্বজনিক ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা কলা সংক্রান্ত সকল বিষয়েও, আদালত তদীয় সাহায্যের জন্য প্রসঙ্গ বিষয়ক যথাযোগ্য বহি বা দস্তাবেজের উপর নির্ভর করিতে পারেন ।

আদালত যদি কোন তথ্য বিচারিকভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক আহূত হন, তাহা হইলে আদালত ঐরূপ করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন, যদি না ও যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি এরূপ কোন বহি বা দস্তাবেজ উপস্থাপিত করে যাহা আদালত ঐরূপ করিতে নিজেকে সমর্থ করিবার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করেন ।

৫৮। স্বীকৃত তথ্যসমূহ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই –কোন কার্যবাহে এরূপ কোন তথ্যই প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই যাহা ঐ কার্যবাহের পক্ষসমূহ বা তাহাদের এজেন্টগণ শুনানির সময়ে স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হয়, অথবা যাহা, শুনানির পূর্বে, তাহারা নিজ হস্তে লিখিত কোন লিখন দ্বারা স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হয়, অথবা যাহা তৎসময়ে বলবৎ কোন অভিবচন- নিয়ম অনুযায়ী তাহারা তাহাদের অভিবচন দ্বারা স্বীকার করিয়া লইয়াছে গণ্য হয় ঃ

তবে, আদালত, স্ববিবেচনায়, স্বীকৃত তথ্যসমূহ, ঐরূপ স্বীকৃতির দ্বারা ভিন্ন অন্যথা প্রমাণিত করিবার জন্য অনুজ্ঞাত করিতে পারেন ।

অধ্যায় ৪ ।–মৌখিক সাক্ষ্য বিষয়ে

৫৯। মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা তথ্যের প্রমাণ – দস্তাবেজসমূহের অন্তর্বস্তু ভিন্ন সকল তথ্য মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইবে ।

৬০। মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে – মৌখিক সাক্ষ্য, সকল ক্ষেত্রেই, অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে; অর্থাৎ –

যদি উহা এরূপ কোন তথ্যের উল্লেখ করে যাহা দেখা যাইতে পারিত, তাহা হইলে, উহা অবশ্যই এরূপ কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য হইবে যে বলে যে সে উহা দেখিয়াছিল ;

যদি উহা এরূপ কোন তথ্যের উল্লেখ করে যাহা শুনা যাইতে পারিত, তাহা হইলে, উহা অবশ্যই এরূপ কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য হইবে যে বলে যে সে উহা শুনিয়াছিল ;

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, "ভারতের গেজেট অথবা কোন স্থানীয় সরকারের শাসকীয় গেজেটে" – এর স্থলে প্রতিস্থাপিত ।
২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা," ব্রিটিশ ক্রাউন " – এর স্থলে প্রতিস্থাপিত ।
৩। ১৮৭২ - এর ১৮ আইন, ৫ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত ।

যদি উহা এরূপ কোন তথ্যের উল্লেখ করে যাহা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বা অন্য কোন প্রণালীতে উপলব্ধি করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে, উহা অবশ্যই এরূপ কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য হইবে যে বলে যে সে ঐ ইন্দ্রিয় দ্বারা বা ঐ প্রণালীতে উহা উপলব্ধি করিয়াছিল ;

যদি উহা কোন অভিমত উল্লেখ করে, অথবা ঐ অভিমত যে যে হেতুতে পোষণ করা হয় সেই হেতুসমূহ উল্লেখ করে, তাহা হইলে, উহা অবশ্যই সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য হইবে যে সেই সকল হেতুতে ঐ অভিমত পোষণ করে ঃ

তবে, সাধারণতঃ বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত কোন নিবন্ধগ্রন্থে বিশেষজ্ঞগণের অভিব্যক্ত অভিমতসমূহ, এবং যে সকল হেতুতে ঐ অভিমতসমূহ পোষণ করা হয় সেই সকল হেতু, ঐরূপ নিবন্ধগ্রন্থসমূহের উপস্থাপন দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, যদি গ্রন্থকার মারা গিয়া থাকে বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় বা সে সাক্ষ্যদানে অসমর্থ হইয়া গিয়া থাকে অথবা আদালত যাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন এরূপ পরিমাণ বিলম্ব বা ব্যয় না করিয়া তাহাকে সাক্ষিরূপে তলব করা না যায় ঃ

পরন্তু, যদি মৌখিক সাক্ষ্য দস্তাবেজ ভিন্ন অন্য কোন জড় বস্তুর অস্তিত্ব বা অবস্থার উল্লেখ করে, তাহা হইলে, আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, স্বীয় পরিদর্শনার্থ ঐরূপ জড় বস্তুর উপস্থাপন অনুজ্ঞাত করিতে পারেন।

অধ্যায় ৫। – দস্তাবেজী সাক্ষ্য বিষয়ে

৬১। দস্তাবেজের অন্তর্বস্তুর প্রমাণ – দস্তাবেজ সমূহের অন্তর্বস্তু প্রাথমিক বা দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

৬২। প্রাথমিক সাক্ষ্য – প্রাথমিক সাক্ষ্য বলিতে আদালতের পরিদর্শনার্থ উপস্থাপিত স্বয়ং দস্তাবেজটিকেই বুঝায়।

ব্যাখ্যা ১। – যেক্ষেত্রে কোন দস্তাবেজ কয়েকটি ভাগে নিষ্পাদিত সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ভাগ ঐ দস্তাবেজের প্রাথমিক সাক্ষ্য ঃ

যেক্ষেত্রে কোন দস্তাবেজ প্রতিরূপে নিষ্পাদিত এবং প্রত্যেকটি প্রতিরূপ পক্ষসমূহের মধ্যে মাত্র একটি বা কয়েকটি পক্ষ কর্তৃক নিষ্পাদিত, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রতিরূপ উহার নিষ্পাদনকারী পক্ষসমূহেরই বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাক্ষ্য

ব্যাখ্যা ২। – যেক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক দস্তাবেজ কোন একরূপী প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়, যেমন মুদ্রণ, লিথোমুদ্রণ বা আলোকচিত্রণের ক্ষেত্রে হয়, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দস্তাবেজ অবশিষ্টগুলির অন্তর্বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য, কিন্তু যেক্ষেত্রে এগুলি একটি অভিন্ন মূলের প্রতিলিপি, সেক্ষেত্রে উহারা মূলের অন্তর্বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য নহে।

দৃষ্টান্ত

কোন ব্যক্তির দখলে, একটি মূল হইতে একই সময়ে মুদ্রিত, কিছু সংখ্যক ইশতাহার আছে বলিয়া দর্শান হয়। ঐ ইশতাহারগুলির যেকোন একটি অন্য যেকোনটির অন্তর্বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য, কিন্তু উহাদের একটিও মূলের অন্তর্বস্তুর প্রাথমিক সাক্ষ্য নহে।

৬৩। দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য – দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য বলিতে বুঝায় ও উহা অন্তর্ভুক্ত করে –

(১) অতঃপর অত্র অন্তর্ভূত বিধানসমূহ অনুযায়ী প্রদত্ত শংসিত প্রতিলিপিসমূহ ;

(২) মূল হইতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াসমূহ দ্বারা প্রস্তুত প্রতিলিপিসমূহ, যে সকল যান্ত্রিক প্রক্রিয়া স্বয়ং প্রতিলিপির শুদ্ধতা সুনিশ্চিত করে, এবং ঐরূপ প্রতিলিপির সহিত মিলানো প্রতিলিপি;

(৩) মূল হইতে প্রস্তুত বা মূলের সহিত মিলানো প্রতিলিপিসমূহ ;

(৪) দস্তাবেজ নিষ্পাদিত করে নাই এরূপ পক্ষসমূহেরই বিরুদ্ধে দস্তাবেজসমূহের প্রতিরূপ ;

(৫) যে স্বয়ং দস্তাবেজটি দেখিয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সেই দস্তাবেজের অন্তর্বস্তুর মৌখিক বিবরণ।

দৃষ্টান্ত

(ক) কোন মূলের আলোকচিত্র উহার অন্তর্বস্তুর দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য হয়, যদি, ঐ দুইটি মিলানো না হইয়া থাকিলেও, ইহা প্রমাণিত হয় যে আলোকচিত্রিত বস্তুটি মূল ছিল।

(খ) কোন প্রতিলিপি-যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত কোন পত্রের প্রতিলিপির সহিত মিলানো কোন প্রতিলিপি সেই পত্রটির অন্তর্বস্তুর দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য হয়, যদি ইহা দর্শান হয় যে প্রতিলিপি-যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত প্রতিলিপিটি মূল হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

(গ) কোন প্রতিলিপি হইতে নকল করা, কিন্তু পরে মূলের সহিত মিলানো, কোন প্রতিলিপি দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য হয়; কিন্তু যে প্রতিলিপি ঐরূপে মিলানো হয় নাই তাহা মূলের দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য নহে, যদিও যে প্রতিলিপি হইতে উহা নকল করা হইয়াছিল তাহা মূলের সহিত মিলানো হইয়াছিল।

(ঘ) মূলের সহিত মিলানো কোন প্রতিলিপি সম্পর্কে মৌখিক বিবরণ, অথবা মূলের কোন আলোকচিত্র বা যান্ত্রিক-প্রতিলিপি সম্পর্কে মৌখিক বিবরণ, এতদুভয়ের কোনটিই মূলের দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য নহে।

৬৪। প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা দস্তাবেজের প্রমাণ – অতঃপর অত্র উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে ভিন্ন, দস্তাবেজসমূহ প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

৬৫। যেক্ষেত্রে দস্তাবেজ সম্পর্কে দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে – নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে, কোন দস্তাবেজের অস্তিত্ব, অবস্থা বা অন্তর্বস্তুর দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে ঃ–

(ক) যখন ইহা দর্শিত হয় বা প্রতীয়মান হয় যে মূলটি দখলে বা ক্ষমতাধীনে আছে –

এরূপ ব্যক্তির, যাহার বিরুদ্ধে ঐ দস্তাবেজ প্রমাণিত করা ঈপ্সিত, অথবা

এরূপ কোন ব্যক্তির, যে আদালতের পরোয়ানার নাগালের বাহিরে আছে অথবা আদালতের পরোয়ানার অধীন নহে, অথবা

এরূপ কোন ব্যক্তির, যে উহা উপস্থাপন করিতে বৈধভাবে বাধ্য, এবং যখন, ৬৬ ধারায় উল্লিখিত নোটিসের পর, ঐরূপ ব্যক্তি উহা উপস্থাপন না করে;

(খ) যখন মূলটির অস্তিত্ব, অবস্থা বা অন্তর্বস্তু, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে উহা প্রমাণ করা হয় তৎকর্তৃক, অথবা তাহার স্বার্থ-প্রতিনিধি কর্তৃক, লিখিতভাবে স্বীকৃত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে;

(গ) যখন মূলটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে, অথবা যে পক্ষ উহার অন্তর্বস্তুর সাক্ষ্য দিবার প্রস্থাপনা করে সেই পক্ষ, যাহা তাহার নিজের ব্যত্যয় বা অবহেলা হইতে উদ্ভূত নহে এরূপ অন্য কোন কারণে, যুক্তিসঙ্গত সময়ে উহা উত্থাপন করিতে না পারে;

(ঘ) যখন মূলটি এরূপ প্রকৃতির হয় যে উহা সহজে স্থানান্তরযোগ্য নহে;

(ঙ) যখন মূলটি ৭৪ ধারার অর্থের মধ্যে কোন সরকারী দস্তাবেজ হয়;

(চ) যখন মূলটি এরূপ একটি দস্তাবেজ যাহার শংসিত প্রতিলিপি সাক্ষ্যরূপে দেওয়া এই আইন দ্বারা, বা [1][ভারতে] বলবৎ অন্য কোন বিধি দ্বারা অনুমত;

(ছ) যখন মূলসমূহ এরূপ বহুসংখ্যক বিবরণ বা অন্য দস্তাবেজ লইয়া গঠিত, যেগুলি সুবিধাজনকভাবে আদালতে পরীক্ষা করা যায় না, ও যে তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে তাহা সমগ্র সংগ্রহের সাধারণ ফলস্বরূপ হয়।

(ক), (গ) ও (ঘ) বর্ণিত ক্ষেত্রে, দস্তাবেজটির অন্তর্বস্তুর যেকোন দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য গ্রহণীয়।

(খ) বর্ণিত ক্ষেত্রে, লিখিত স্বীকৃতিটি গ্রহণীয়।

(ঙ) বা (চ) বর্ণিত ক্ষেত্রে, দস্তাবেজটির একটি শংসিত প্রতিলিপি গ্রহণীয়, কিন্তু অন্য কোন প্রকারের দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য গ্রহণীয় নহে।

(ছ) বর্ণিত ক্ষেত্রে, দস্তাবেজসমূহের সাধারণ ফল সম্পর্কে এরূপ যেকোন ব্যক্তি কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদত্ত হইতে পারে যে ঐগুলি পরীক্ষা করিয়াছে, এবং যে ঐরূপ দস্তাবেজসমূহের পরীক্ষায় দক্ষ।

১। ১৯৫১ -র ৩ আইনের, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "রাজ্যসমূহে" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৬৬। উপস্থাপন করিবার নোটিস সম্পর্কে নিয়মাবলী – ৬৫ ধারার (ক) প্রকরণে উল্লিখিত দস্তাবেজসমূহের অন্তর্বস্তুর দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য দেওয়া চলিবে না, যদি না ঐরূপ দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য দিবার প্রস্থাপক পক্ষ, যে পক্ষের দখলে বা ক্ষমতাধীনে ঐ দস্তাবেজ আছে সেই পক্ষকে [১][অথবা তাহার অ্যাটর্নী বা প্লীডরকে] বিধি দ্বারা যেরূপ উপস্থাপনার্থ বিহিত আছে সেরূপ নোটিস, এবং কোনও নোটিস বিধি দ্বারা বিহিত না হইয়া থাকিলে, অবস্থাধীন ক্ষেত্রে, আদালত যেরূপ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন সেরূপ নোটিস, পূর্বেই দিয়া থাকে;

তবে, ঐরূপ নোটিস নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের কোনটিতেই, অথবা আদালত যেক্ষেত্রে উহা রেহাই দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন এরূপ অন্য কোন ক্ষেত্রেই, দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য গ্রহণীয় করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যক হইবে না ঃ–

(১) যখন প্রমাণকরণীয় দস্তাবেজটি স্বয়ং একটি নোটিস ;

(২) যখন, মামলাটির প্রকৃতি হইতে, বিরুদ্ধ পক্ষকে অবশ্যই জ্ঞাত হইতে হইবে যে উহা উপস্থাপন করিতে সে অনুজ্ঞাত হইবে ;

(৩) যখন ইহা প্রতীয়মান হয় বা প্রমাণিত হয় যে বিরুদ্ধ পক্ষ প্রতারণাপূর্বক বা বলপূর্বক মূলটির দখল পাইয়াছে ;

(৪) যখন বিরুদ্ধ পক্ষ বা তাহার এজেন্ট আদালতে মূলটি রাখিয়াছে ;

(৫) যখন বিরুদ্ধ পক্ষ বা তাহার এজেন্ট দস্তাবেজটির হারাইয়া যাওয়া স্বীকার করিয়াছে ;

(৬) যখন দস্তাবেজটির দখলকারী ব্যক্তি আদালতের পরোয়ানার নাগালের বাহিরে থাকে অথবা আদালতের পরোয়ানার অধীন না হয় ।

৬৭। উপস্থাপিত দস্তাবেজ যে ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে বা লিখিয়াছে বলিয়া অভিকথিত তাহার স্বাক্ষর ও হস্তলিপির প্রমাণ – যদি কোন দস্তাবেজ কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত, অথবা পূর্ণতঃ বা অংশতঃ লিখিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয়, তাহা হইলে, ঐ স্বাক্ষর, অথবা ঐ দস্তাবেজের যতখানি ঐ ব্যক্তির হস্তলিপিতে বলিয়া অভিকথিত হয় ততখানি তাহার হস্তলিপিতে বলিয়া অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে ।

৬৮। প্রত্যায়িত হওয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত এরূপ দস্তাবেজের নিষ্পাদনের প্রমাণ – যদি কোন দস্তাবেজ প্রত্যায়িত হওয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে, উহা সাক্ষ্যরূপে ব্যবহার করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার নিষ্পাদন প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ একজন প্রত্যায়ক সাক্ষীকে তলব করা হয়, যদি কোন প্রত্যায়ক সাক্ষী জীবিত থাকে এবং আদালতের পরোয়ানার অধীন হয় ও সাক্ষ্যদানে সমর্থ থাকে ঃ

[২][তবে, উইল নহে এরূপ কোন দস্তাবেজ যাহা ভারতীয় রেজিস্ট্রিকরণ আইন, ১৯০৮-এর বিধানসমূহ অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে তাহার নিষ্পাদন প্রমাণ করিবার জন্য কোন প্রত্যায়ক সাক্ষীকে তলব করা প্রয়োজন হইবে না, যদি না, যে ১৯০৮ - এর ১৬
ব্যক্তি কর্তৃক উহা নিষ্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, তৎকর্তৃক উহার নিষ্পাদন বিনির্দিষ্টভাবে অস্বীকৃত হয় ।]

৬৯। যেক্ষেত্রে কোনও প্রত্যায়ক সাক্ষী খুঁজিয়া পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে প্রমাণ – যদি ঐরূপ কোন প্রত্যায়ক সাক্ষী খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, অথবা যদি দস্তাবেজটি যুক্তরাজ্যে নিষ্পাদিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, তাহা হইলে, ইহা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে অন্ততঃ একজন প্রত্যায়ক সাক্ষীর প্রত্যায়ন তাহার হস্তলিপিতে হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি দস্তাবেজটি নিষ্পাদন করিয়াছে তাহার স্বাক্ষর তাহার হস্তলিপিতে হইয়াছে ।

৭০। প্রত্যায়িত দস্তাবেজে পক্ষ কর্তৃক নিষ্পাদনের স্বীকৃতি – কোন প্রত্যায়িত দস্তাবেজে কোন পক্ষ কর্তৃক তাহার নিজের দ্বারা উহার নিষ্পাদনের স্বীকৃতি দস্তাবেজটি নিষ্পাদিত হইবার সেই পক্ষেরই বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ হইবে, যদিও উহা প্রত্যায়িত হওয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত হইবার মত দস্তাবেজ হয় ।

৭১। প্রত্যায়ক সাক্ষী নিষ্পাদন অস্বীকার করিলে প্রমাণ – প্রত্যায়ক সাক্ষী যদি দস্তাবেজটির নিষ্পাদন অস্বীকার করে বা স্মরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে, উহার নিষ্পাদন অন্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে ।

১। ১৮৭২-এর ১৮ আইন, ৬ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত ।

২। ১৯২৬-এর ৩১ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত ।

৭২। প্রত্যায়িত হওয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত নহে এরূপ দস্তাবেজের প্রমাণ – কোন প্রত্যায়িত দস্তাবেজ, যাহা প্রত্যায়িত হওয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত নহে তাহা, যেন প্রত্যায়িত হয় নাই এরূপে, প্রমাণিত হইতে পারে।

৭৩। স্বাক্ষর, লিখন বা সীলমোহর অন্য স্বীকৃত বা প্রমাণিত স্বাক্ষর, লিখন বা সীলমোহরের সহিত মিলানো – কোন স্বাক্ষর, লিখন বা সীলমোহর সেই ব্যক্তির কি না যাহার দ্বারা উহা লিখিত বা কৃত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় তাহা বিনিশ্চিত করিবার জন্য, যেকোন স্বাক্ষর, লিখন বা সীলমোহর যাহা ঐ ব্যক্তির দ্বারা লিখিত বা কৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত বা আদালতের প্রতীতিমতে প্রমাণিত, তাহা যেটি প্রমাণিত করিতে হইবে তাহার সহিত মিলানো যাইতে পারে, যদিও ঐ স্বাক্ষর, লিখন বা সীলমোহর অন্য কোন উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত বা প্রমাণিত না হইয়া থাকে।

আদালতে উপস্থিত যেকোন ব্যক্তিকে আদালত যেকোন শব্দাবলী বা সংখ্যাসমূহ এই উদ্দেশ্যে লিখিতে নির্দেশ দিতে পারেন, যাহাতে আদালত ঐরূপে লিখিত শব্দাবলী বা সংখ্যাসমূহ ঐ ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত শব্দাবলী বা সংখ্যাসমূহের সহিত মিলাইতে সমর্থ হইতে পারেন।

[১][এই ধারা, যেকোন প্রয়োজনীয় সংপরিবর্তন সহ, অঙ্গুলী- চিহ্নের প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।]

সরকারী দস্তাবেজ

৭৪। সরকারী দস্তাবেজ – নিম্নলিখিত দস্তাবেজসমূহ সরকারী দস্তাবেজ ঃ–

(১) দস্তাবেজসমূহ যাহা –

(i) সার্বভৌম প্রাধিকারীর,

(ii) শাসকীয় সংস্থা ও ট্রাইবুনালসমূহের, এবং

(iii) [২][ভারতের কোন ভাগের বা কমনওয়েলথের] অথবা কোন বিদেশের বিধানিক, বিচারিক ও নির্বাহিক লোক অধিকারিকগণের,

কার্যস্বরূপ বা কার্যসমূহের অভিলেখ স্বরূপ হয়।

(২) [৩][কোনও রাজ্যে] রক্ষিত বেসরকারী দস্তাবেজসমূহের সরকারী অভিলেখসমূহ।

৭৫। বেসরকারী দস্তাবেজ – অপর সকল দস্তাবেজ বেসরকারী।

৭৬। সরকারী দস্তাবেজের শংসিত প্রতিলিপি – প্রত্যেক লোক আধিকারিক যাহার অভিরক্ষায় এরূপ কোন সরকারী দস্তাবেজ থাকে যাহা পরিদর্শন করিবার অধিকার যেকোন ব্যক্তির আছে, সেই আধিকারিক ঐ ব্যক্তিকে, সে চাহিবামাত্র, উহার একটি প্রতিলিপি, তজ্জন্য বৈধ ফীসমূহ প্রদান করিলে, ঐ প্রতিলিপির পাদদেশে উহা যে ঐ দস্তাবেজের বা, স্থলবিশেষে, ঐ দস্তাবেজের কোন ভাগের, যথার্থ প্রতিলিপি এইভাবে লিখিত একটি শংসাপত্র সহ প্রদান করিবে, এবং ঐরূপ শংসাপত্র, ঐ আধিকারিক কর্তৃক দিনাঙ্কিত ও তাহার নাম ও শাসকীয় উপাধিসহ স্বাক্ষরিত হইবে এবং, যখনই ঐ আধিকারিক বিধি দ্বারা কোন সীলমোহর ব্যবহার করিতে প্রাধিকৃত তখনই, সীলমোহরাঙ্কিত হইবে; এবং ঐরূপে শংসিত সেই প্রতিলিপি শংসিত প্রতিলিপি বলিয়া অভিহিত হইবে।

ব্যাখ্যা ।– কোনও আধিকারিক, যিনি শাসকীয় কর্তব্যের সাধারণ কার্যপরম্পরায় ঐরূপ প্রতিলিপিসমূহ প্রদান করিতে প্রাধিকৃত তিনি, এই ধারার অর্থের মধ্যে ঐরূপ দস্তাবেজসমূহের অভিরক্ষাকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৭। শংসিত প্রতিলিপির উপস্থাপন দ্বারা দস্তাবেজের প্রমাণ – ঐরূপ শংসিত প্রতিলিপিসমূহ এরূপ সরকারী দস্তাবেজসমূহের অথবা সরকারী দস্তাবেজসমূহের ভাগসমূহের অন্তর্বস্তুর প্রমাণে উপস্থাপিত হইতে পারে, যাহাদের প্রতিলিপি বলিয়া উহারা তাৎপর্যিত হয়।

১। ১৮৯৯ -এর ৫ আইন, ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২। "ব্রিটিশ ভারতেরই হউক অথবা সম্রাজ্ঞীর ডোমিনিয়নসমূহের অন্য যে কোন ভাগেরই হউক" – এই মূল শব্দসমূহ ক্রমান্বয়ে অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮ ও অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা সংশোধিত হইয়া উপরি-উক্ত পাঠরূপ পাইয়াছে।

৩। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা,"কোন প্রদেশে"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৭৮। অন্যান্য শাসকীয় দস্তাবেজের প্রমাণ নিম্নলিখিত সরকারী দস্তাবেজসমূহ নিম্নোক্তরূপে প্রমাণিত হইতে পারে ঃ–

(১) [১][কেন্দ্রীয় সরকারের] যেকোন বিভাগের [২][অথবা ক্রাউন রিপ্রেজেন্টেটিভের] অথবা কোনও রাজ্য সরকারের অথবা কোনও রাজ্য সরকারের যেকোন বিভাগের আইন, আদেশ বা প্রজ্ঞাপন,–

যথাক্রমে ঐ বিভাগসমূহের প্রধানগণ কর্তৃক শংসিত, ঐ বিভাগসমূহের অভিলেখ দ্বারা, অথবা ঐরূপ কোন সরকারের [৩][বা, স্থলবিশেষে, ক্রাউন রিপ্রেজেন্টেটিভের,] আদেশানুসারে মুদ্রিত বলিয়া তাৎপর্যিত কোন দস্তাবেজ দ্বারা ঃ

(২) বিধানমন্ডলসমূহের কার্যবাহ,

যথাক্রমে ঐ সংস্থাসমূহের দিনপত্রিকা দ্বারা অথবা প্রকাশিত আইন বা সংক্ষিপ্তসার দ্বারা অথবা [৩][সংশ্লিষ্ট সরকারের আদেশানুসারে] মুদ্রিত বলিয়া তাৎপর্যিত প্রতিলিপি দ্বারা ঃ

(৩) [৪]সম্রাজ্ঞী কর্তৃক অথবা প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক অথবা [৪]সম্রাজ্ঞীর সরকারের যেকোন বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত উদ্‌ঘোষণা, আদেশ বা প্রনিয়ম, –

লন্ডন গেজেটের অন্তর্ভুত, অথবা মহারানীর মুদ্রাকর কর্তৃক মুদ্রিত বলিয়া তাৎপর্যিত, প্রতিলিপি বা উদ্ধৃতি দ্বারা ঃ

(৪) কোন বিদেশের নির্বাহিকবর্গের কার্যসমূহ অথবা বিধানমন্ডলের কার্যবাহসমূহ, –

তাহাদের প্রাধিকার দ্বারা প্রকাশিত, বা সেই দেশে ঐরূপে প্রকাশিত বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত, দিনপত্রিকাসমূহ দ্বারা, অথবা ঐ দেশ বা সার্বভৌমের সীলমোহর দিয়া শংসিত কোন প্রতিলিপি দ্বারা, অথবা কোন [৫][কেন্দ্রীয় আইনে] উহার স্বীকৃতি দ্বারা ঃ

(৫) [৬][কোন রাজ্যের] কোন পৌরসংস্থার কার্যবাহসমূহ,–

ঐরূপ কার্যবাহসমূহের একটি প্রতিলিপি দ্বারা, যাহা উহাদের বৈধ রক্ষক কর্তৃক শংসিত, অথবা ঐরূপ কোন সংস্থার প্রাধিকার বলে প্রকাশিত বলিয়া তাৎপর্যিত কোন মুদ্রিত বহি দ্বারা ঃ

(৬) কোন বিদেশস্থ অন্য যেকোন শ্রেণীর সরকারী দস্তাবেজ,–

মূল দ্বারা, অথবা উহার বৈধ রক্ষক কর্তৃক শংসিত এরূপ কোন প্রতিলিপি দ্বারা, যাহার সহিত কোন নোটারী পাব্‌লিকের, অথবা কোন [৭][ভারতীয় কন্সালের,] অথবা কূটনৈতিক এজেন্টের একটি শংসাপত্র থাকিবে যে, মূলটি যে আধিকারিকের বৈধ অভিরক্ষায় আছে তৎকর্তৃক প্রতিলিপিটি যথাযথভাবে শংসিত হইয়াছে, এবং ঐ বিদেশের বিধি অনুসারে ঐ দস্তাবেজের প্রকৃতি প্রমাণিত হইয়াছে।

দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা

৭৯। শংসিত প্রতিলিপির অকৃত্রিমতা সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত শংসাপত্র, শংসিত প্রতিলিপি বা অন্য কোন দস্তাবেজ বলিয়া তাৎপর্যিত প্রত্যেক দস্তাবেজ [৮][অকৃত্রিম বলিয়া] প্রাগ্‌ধারণা করিবেন, যাহা কোন বিশেষ তথ্যের সাক্ষ্যরূপে গ্রহণীয় বলিয়া বিধি দ্বারা ঘোষিত এবং যাহা [৯][কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের কোন আধিকারিক কর্তৃক, অথবা [১০][জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের] কোন আধিকারিক যে তৎপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত তৎকর্তৃক যথাযথভাবে শংসিত বলিয়া তাৎপর্যিত ঃ]

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, " ব্রিটিশ ভারতের নির্বাহী সরকারের " – এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, সন্নিবেশিত।

৩। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, "সরকারের আদেশানুসারে" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৪। "সম্রাজ্ঞী" শব্দটি অসংপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্যঃ অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০।

৫। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, "ভারতের সপরিষদ গভর্ণর - জেনারেলের লোক আইন" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৬। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "কোন প্রদেশ" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৭। ঐ, " কোন ব্রিটিশ কন্সালের" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৮। অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৯। "ব্রিটিশ ভারতের" হইতে শুরু করিয়া "অকৃত্রিম বলিয়া" পর্যন্ত মূল শব্দ সমষ্টি ক্রমান্বয়ে অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭, অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮ ও অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা সংশোধিত হইয়া উপরিউক্ত পাঠরূপ পাইয়াছে।

১০। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "কোন ভাগ খ রাজ্যের"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

তবে, ঐরূপ দস্তাবেজ এতৎপক্ষে বিধি দ্বারা যেরূপ নির্দেশিত সারতঃ সেই আকারে হইতে হইবে এবং সেই প্রণালীতে নিষ্পাদিত বলিয়া তাৎপর্যিত হইতে হইবে।

আদালত ইহাও প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে কোন আধিকারিক, যাহার দ্বারা ঐরূপ কোন দস্তাবেজ স্বাক্ষরিত বা শংসিত বলিয়া তাৎপর্যিত সে, যখন উহা স্বাক্ষর করিয়াছিল তখন ঐরূপ কাগজে সে যে শাসকীয় সত্তা দাবি করে তাহা তাহার ছিল।

৮০। সাক্ষ্যের অভিলেখরূপে উপস্থাপিত দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – যখনই এরূপ কোন দস্তাবেজ আদালতের সমক্ষে উপস্থাপিত হয় যাহা কোন বিচারিক কার্যবাহে, অথবা ঐরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে বিধিদ্বারা প্রাধিকৃত কোন আধিকারিকের সমক্ষে, কোন সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্যের, বা ঐ সাক্ষ্যের কোন ভাগের, অভিলেখ বা স্মারকলিপি বলিয়া, অথবা কোন কয়েদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত, বিধি অনুসারে গৃহীত, কোন বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি বলিয়া তাৎপর্যিত হয় এবং যাহা কোন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট বা পূর্বোক্তরূপ কোন আধিকারিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, তখন আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে –

ঐ দস্তাবেজ অকৃত্রিম, স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক কৃত বলিয়া তাৎপর্যিত যেকোন বিবৃতি যে অবস্থাধীনে উহা গৃহীত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে সত্য, এবং ঐরূপ সাক্ষ্য, বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি যথাযথভাবে গৃহীত হইয়াছিল।

৮১। গেজেট, সংবাদপত্র, পার্লামেন্টের বেসরকারী আইন ও অন্যান্য দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত, প্রত্যেক দস্তাবেজ যাহা লন্ডন গেজেট বা [১][কোন শাসকীয় গেজেট] বলিয়া অথবা ব্রিটিশ ক্রাউনের কোন উপনিবেশ, আশ্রিত দেশ বা অধিকৃত স্থানের [১][সরকারী গেজেট] বলিয়া অথবা কোন সংবাদপত্র বা দিনপত্রিকা বলিয়া অথবা [২][যুক্তরাজ্যের] পার্লামেন্টের কোন বেসরকারী আইনের মহারানীর মুদ্রাকর কর্তৃক মুদ্রিত প্রতিলিপি বলিয়া তাৎপর্যিত হয় তাহার এবং প্রত্যেক দস্তাবেজ যাহা কোন ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষণীয় দস্তাবেজ বলিয়া বিধি দ্বারা নির্দেশিত তাহা সারতঃ বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত আকারে রক্ষিত হইলে এবং উপযুক্ত অভিরক্ষা হইতে উপস্থাপিত হইলে, তাহার অকৃত্রিমতার প্রাগ্‌ধারণা করিবেন।

৮২। সীলমোহর বা স্বাক্ষরের প্রমাণ ব্যতিরেকে ইংল্যান্ডে গ্রহণীয় দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – যখন এরূপ দস্তাবেজ বলিয়া প্রাধিকৃত কোন দস্তাবেজ কোন আদালতের সমক্ষে উপস্থাপিত হয় যাহা, ইংল্যান্ডে বা আয়ারল্যান্ডে তৎসময়ে বলবৎ বিধি দ্বারা, ইংল্যান্ডের বা আয়ারল্যান্ডের কোন ন্যায় আদালতে কোনও বিষয় বিশেষের প্রমাণে, উহা প্রমাণীকৃত করিবার সীলমোহরের বা মুদ্রাঙ্কের প্রমাণ ব্যতিরেকেই, অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা উহা স্বাক্ষরিত বলিয়া তাৎপর্যিত তাহার দ্বারা দাবিকৃত ন্যায়িক বা শাসকীয় সত্তার প্রমাণ ব্যতিরেকেই গ্রহণীয় হইতে পারিত, তখন আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে, এরূপ সীলমোহর, মুদ্রাঙ্ক বা স্বাক্ষর অকৃত্রিম এবং উহাতে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি উহা স্বাক্ষর করিবার সময়ে যে বিচারিক বা শাসকীয় সত্তা দাবি করে তাহা তাহার ছিল,

এবং ঐ দস্তাবেজ যে উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে বা আয়ারল্যান্ডে গ্রহণীয় হইতে পারিত সেই একই উদ্দেশ্যে গ্রহণীয় হইবে।

৮৩। সরকারের প্রাধিকার দ্বারা প্রস্তুত মানচিত্র বা নকশা সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে, [৩][কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের] প্রাধিকার দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া তাৎপর্যিত মানচিত্র বা নকশা সেইরূপেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং সেগুলি সঠিক, কিন্তু কোন বাদের প্রয়োজনার্থে প্রস্তুত মানচিত্র বা নকশা সঠিক বলিয়া অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

৮৪। বিধিসমূহের সংগ্রহ ও সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিবেদন সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত, প্রত্যেক বহি, যাহা কোন দেশের সরকারের প্রাধিকারাধীনে মুদ্রিত বা প্রকাশিত বলিয়া ও ঐ দেশের বিধিসমূহের যেকোনটি অন্তর্ভূত করে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় ঐরূপ প্রত্যেক বহির,

এবং যাহা ঐ দেশের আদালতসমূহের সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিবেদন অন্তর্ভূত করে বলিয়া তাৎপর্যিত হয় এরূপ প্রত্যেক বহির অকৃত্রিমতার প্রাগ্‌ধারণা করিবেন।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, "ভারতের গেজেট অথবা কোন স্থানীয় সরকারের সরকারী গেজেট অথবা" – এই শব্দসমষ্টির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩। মূল "সরকার" শব্দটি অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭; অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮; ১৯৪৯-এর ৪০ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল ২; এবং অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা ক্রমান্বয়ে সংশোধিত হইয়া উক্ত পাঠরূপ পাইয়াছে।

৮৫। আমমোক্তারনামা সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে, প্রত্যেক দস্তাবেজ যাহা কোন আমমোক্তারনামা বলিয়া, এবং কোন নোটারী পাবলিকের সমক্ষে, অথবা কোন আদালত, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, [১][ভারতীয়] কন্সাল বা ভাইস কন্সালের সমক্ষে, অথবা [২][***] [৩][কেন্দ্রীয় সরকারের] প্রতিনিধির সমক্ষে নিষ্পাদিত বলিয়া এবং তৎকর্তৃক প্রমাণীকৃত বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, তাহা সেই রূপেই নিষ্পাদিত ও প্রমাণীকৃত হইয়াছিল।

[৪] **[৮৬। বিদেশীয় বিচারিক অভিলেখের শংসিত প্রতিলিপি সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা** – আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন যে, [ভারতের বা সম্রাজ্ঞীর ডোমিনিয়নসমূহের কোন ভাগ নহে এরূপ কোনও দেশের কোন বিচারিক অভিলেখের শংসিত প্রতিলিপি বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, এরূপ কোন দস্তাবেজ অকৃত্রিম ও শুদ্ধ যদি সেই দস্তাবেজ এরূপ কোনও প্রণালীতে শংসিত বলিয়া তাৎপর্যিত হয় যাহা ঐ দেশের বিচারিক অভিলেখের প্রতিলিপি শংসিতকরণের জন্য সাধারণতঃ প্রচলিত প্রণালী বলিয়া ঐ দেশে বা ঐ দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধির দ্বারা শংসিত হয়।

কোন আধিকারিক, যিনি ভারতের বা সম্রাজ্ঞীর ডোমিনিয়নসমূহের ভাগ নহে এরূপ কোন রাজ্যক্ষেত্রের বা স্থানের জন্য সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭-এর ৩ ধারার (৪৩) প্রকরণে যথা পরিভাষিত রাজনৈতিক এজেন্ট তিনি, এই ধারার প্রয়োজনার্থে, ঐ রাজ্যক্ষেত্র বা স্থান যে দেশের অন্তর্গত সেই দেশে ও সেই দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।] ১৮৯৭-এর ১০।

৮৭। বহি, মানচিত্র ও রেখাচিত্র সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন যে কোনও বহি, সার্বজনিক বা সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যের জন্য যাহার উল্লেখ করিতে পারেন তাহা, এবং কোনও প্রকাশিত মানচিত্র বা রেখাচিত্র, যাহার বিবৃতিসমূহ প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং যাহা আদালতের পরিদর্শনার্থ উপস্থাপিত হয় তাহা, সেই ব্যক্তির দ্বারা এবং সেই সময়ে ও স্থানে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল যে ব্যক্তির দ্বারা এবং যে সময়ে ও স্থানে উহা লিখিত বা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয়।

৮৮। তারবার্তা সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন যে, কোন বার্তা, যাহা কোন তার-কার্যালয় হইতে সেই ব্যক্তির নিকট অগ্রেষিত যাহার প্রতি বার্তাটি উদ্দিষ্ট ছিল বলিয়া তাৎপর্যিত হয় তাহা, যে কার্যালয় হইতে উহা প্রেরিত বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, সেই কার্যালয়ে সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত কোন বার্তার অনুরূপ; কিন্তু আদালত, কোন্ ব্যক্তির দ্বারা ঐ বার্তা সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে কোনও প্রাগ্‌ধারণা করিবেন না।

৮৯। অনুপস্থাপিত দস্তাবেজের যথাযথ নিষ্পাদন, ইত্যাদি, সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে, প্রত্যেক দস্তাবেজ, যাহা তলব করা হইয়াছিল এবং উপস্থাপন করিবার নোটিসের পর উপস্থাপিত হয় নাই তাহা, বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত প্রণালীতে প্রত্যায়িত, মুদ্রাঙ্কিত ও নিষ্পাদিত হইয়াছিল।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "ব্রিটিশ" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, "সম্রাজ্ঞীর অথবা" শব্দগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৩। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা, "ভারত সরকারের" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৪। মূল ধারাটি অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭; অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০; ১৯৫১-র ৩ আইন; ১৮৯১-এর ৩ আইন এবং ১৮৯৯ -এর ৫ আইন দ্বারা ক্রমান্বয়ে সংশোধিত হইয়া উপরি-উক্ত পাঠরূপ পাইয়াছে।

৯০। ত্রিশ বৎসরের পুরাতন দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা – যেক্ষেত্রে ত্রিশ বৎসরের পুরাতন বলিয়া তাৎপর্যিত বা প্রমাণিত কোন দস্তাবেজ এরূপ কোন অভিরক্ষা হইতে উপস্থাপিত হয় যাহা আদালত ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেক্ষেত্রে আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন যে, ঐরূপ দস্তাবেজের স্বাক্ষর এবং অন্য প্রত্যেক ভাগ, যাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির হস্তলিপিতে বলিয়া তাৎপর্যিত তাহা সেই ব্যক্তির হস্তলিপিতে হইয়াছে এবং, নিষ্পাদিত বা প্রত্যায়িত কোন দস্তাবেজের পক্ষেত্রে, যে ব্যক্তিগণ কর্তৃক উহা নিষ্পাদিত ও প্রত্যায়িত বলিয়া তাৎপর্যিত, সেই ব্যক্তিগণ কর্তৃক উহা যথাযথভাবে নিষ্পাদিত ও প্রত্যায়িত হইয়ছিল।

ব্যাখা। – দস্তাবেজসমূহ উপযুক্ত অভিরক্ষায় আছে বলিয়া বলা হয়, যদি সেগুলি এরূপ স্থানে থাকে যেখানে, এবং এরূপ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকে যাহার কাছে, উহারা স্বভাবতঃ থাকিবে; কিন্তু কোন অভিরক্ষাই অনুপযুক্ত নহে, যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে সেই অভিরক্ষার বৈধ উৎপত্তি ছিল, অথবা ঐ বিশেষ ক্ষেত্রগত অবস্থা এরূপ হয়, যাহাতে ঐরূপ উৎপত্তি সম্ভাব্য হইয়া যায়।

এই ব্যাখ্যা ৮১ ধারার প্রতিও প্রযুক্ত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক-এর দখলে দীর্ঘকাল কোন ভূ-সম্পত্তি আছে। সে নিজ অভিরক্ষা হইতে ঐ ভূমি সম্পর্কিত দলিলসমূহ উপস্থাপন করিল, যাহা ঐ ভূমিতে তাহার স্বত্ব দর্শায়। ঐ অভিরক্ষা উপযুক্ত।

(খ) ক, যে ভূ-সম্পত্তির সে বন্ধকগ্রহীতা, সেই ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল উপস্থাপন করিল। বন্ধকদাতা দখলে আছে। এই অভিরক্ষা উপযুক্ত।

(গ) ক, যে খ-এর কোন সম্পর্কী, খ-এর দখলাধীন ভূমি সম্পর্কিত দলিলসমূহ উপস্থাপন করিল, যাহা নিরাপদ অভিরক্ষার জন্য খ-কর্তৃক তাহার নিকট গচ্ছিত ছিল। এই অভিরক্ষা উপযুক্ত।

অধ্যায় ৬। – দস্তাবেজী সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্যের পরিবর্জন বিষয়ে

৯১। দস্তাবেজের আকারে পরিণত সংবিদা, মঞ্জুরি ও সম্পত্তির অন্য বিলিব্যবস্থার কড়ারের সাক্ষ্য – যখন কোন সংবিদা বা মঞ্জুরির অথবা সম্পত্তির অন্য কোন বিলিব্যবস্থার কড়ারসমূহ কোন দস্তাবেজের আকারে পরিণত হইয়াছে তখন, এবং যে সকল ক্ষেত্রে, কোন বিষয় দস্তাবেজের আকারে পরিণত করা বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত সেই সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ সংবিদা, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির অন্য বিলিব্যবস্থার প্রমাণে অথবা ঐরূপ বিষয়ের কড়ারসমূহের প্রমাণে স্বয়ং ঐ দস্তাবেজ অথবা ইতঃপূর্বে অত্র অন্তভূত বিধানাবলী অনুযায়ী যে ক্ষেত্রসমূহে দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য গ্রহণীয় সেই ক্ষেত্রসমূহে উহার অন্তর্বস্তুর দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য ব্যতীত, কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না।

ব্যতিক্রম ১। – যখন কোন সরকারী আধিকারিককে লিখিতভাবে নিযুক্ত করা বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত হয় এবং যখন ইহা দর্শান হয় যে কোন বিশেষ ব্যক্তি ঐরূপ আধিকারিকরূপে কার্য করিয়াছে, তখন যে লিখন দ্বারা সে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করা প্রয়োজন হইবে না।

ব্যতিক্রম ২। – যে সকল উইল [1][[ভারতে][2] প্রোবেট প্রাপ্ত হইয়াছে] সেই সকল উইল প্রোবেট দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ১। – এই ধারা, উল্লিখিত সংবিদা, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা যে ক্ষেত্রসমূহে একটি দস্তাবেজের অন্তর্ভূত থাকে সেই ক্ষেত্রসমূহে এবং যে ক্ষেত্রসমূহে ঐগুলি একাধিক দস্তাবেজের অন্তর্ভূত থাকে সেই ক্ষেত্রসমূহে, সমভাবে প্রযুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ২। – যেক্ষেত্রে একাধিক মূল থাকে সেক্ষেত্রে কেবল একটি মূল প্রমাণিত করা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা ৩। – কোনও দস্তাবেজে, এই ধারায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ ভিন্ন অন্য কোন তথ্যের বিবৃতি ঐ একই তথ্য সম্পর্কে মৌখিক স্বাক্ষের গ্রহণ বারিত করিবে না।

১। ১৮৭২ -এর ১৮ আইন, ৭ ধারা দ্বারা, "ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের অধীন" –এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ধারা ও তফসিল দ্বারা, "রাজ্যসমূহে"– র স্থলে প্রতিস্থাপিত।

দৃষ্টান্ত

(ক) যদি কোন সংবিদা কতিপয় পত্রের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, উহা যে সকল পত্রের অন্তর্ভূত, সেগুলি অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) যদি কোন সংবিদা কোন বিনিময়-পত্রের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ বিনিময়-পত্র অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

(গ) যদি কোন বিনিময়-পত্র তিন প্রস্থে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কেবল একটি প্রমাণ করা প্রয়োজন হইবে।

(ঘ) ক, লিখিতভাবে কতকগুলি কড়ারে নীল অর্পণ করিবার জন্য, খ-এর সহিত সংবিদা করে। ঐ সংবিদা এই তথ্য উল্লেখ করে যে, খ ক-কে অন্য এক উপলক্ষ্যে বাচনিকভাবে সংবিদাকৃত অন্য নীলের দাম দিয়াছিল।

মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে ঐ অন্য নীলের জন্য কোন অর্থ প্রদান করা হয় নাই। এই সাক্ষ্য গ্রহণীয়।

(ঙ) ক, খ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের জন্য, খ-কে রসিদ দেয়।

ঐ অর্থপ্রদানের মৌখিক সাক্ষ্য প্রস্থাপিত করা হয়। এই সাক্ষ্য গ্রহণীয়।

৯২। **মৌখিক চুক্তির সাক্ষ্য পরিবর্জন** – যখন ঐরূপ কোন সংবিদা, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির অন্য বিলিব্যবস্থার কড়ারসমূহ, অথবা ঐরূপ কোন বিষয় যাহা দস্তাবেজের আকারে পরিণত করা বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত হয় তাহা, শেষ ধারা অনুসারে প্রমাণিত হইয়াছে, তখন ঐরূপ কোন সাধনপত্রের পক্ষগণের বা তাহাদের স্বার্থ-প্রতিনিধিগণের মধ্যে কোন মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতির কোন সাক্ষ্য উহার কড়ারসমূহের খন্ডন বা পরিবর্তন অথবা ঐ কড়ারসমূহের সহিত সংযোজন বা ঐ কড়ারসমূহ হইতে বিয়োজন করিবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যাইবে না:

অনুবিধি ১। – এরূপ যেকোন তথ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে যাহা কোন দস্তাবেজকে অসিদ্ধ করিয়া দিবে বা যাহা কোন ব্যক্তিকে তৎসম্পর্কে কোন ডিক্রী বা আদেশ পাইবার অধিকারী করিতে পারিবে; যথা প্রতারণা, উৎত্রাসন, অবৈধতা, যথাযথ নিষ্পাদনের অভাব, সংবিদাকারী কোন পক্ষে সামর্থ্যের অভাব, প্রতিদানের [১][অভাব বা ব্যর্থতা,] অথবা তথ্যগত বা বিধিগত ভুল।

অনুবিধি ২। – এরূপ কোন বিষয় যাহার প্রসঙ্গে কোন দস্তাবেজ নীরব, এবং যাহা উহার কড়ারসমূহের সহিত অসমঞ্জস নহে, তৎসম্পর্কে কোন পৃথক মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। এই অনুবিধি প্রযুক্ত হইবে কিনা ইহা বিবেচনা করিতে আদালত ঐ দস্তাবেজের আনুষ্ঠানিকতার মাত্রা অবধান করিবেন।

অনুবিধি ৩।–কোন পৃথক মৌখিক চুক্তি যাহা ঐরূপ কোন সংবিদা, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা অনুযায়ী দায়িত্ব সংযোগ করিবার পক্ষে প্রাক্ - শর্ত, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে।

অনুবিধি ৪। – ঐরূপ কোন সংবিদা, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা প্রত্যাহরণ বা সংপরিবর্তন করিবার কোন স্বতন্ত্র পরবর্তী মৌখিক চুক্তির অস্তিত্ব, যে ক্ষেত্রসমূহে সেরূপ কোন সংবিদা, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা লিখিতভাবে হওয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত আছে অথবা উহা দস্তাবেজ রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত তৎসময়ে বলবৎ বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রসমূহে ভিন্ন, প্রমাণ করা যাইতে পারে।

অনুবিধি ৫।– যেকোন প্রথা বা রীতি, যদ্দারা কোন সংবিদায় স্পষ্টরূপে বর্ণিত নহে এরূপ আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ প্রায়শঃ ঐ প্রকারের সংবিদাসমূহে সংযোজিত থাকে তাহা, প্রমাণ করা যাইতে পারে:

তবে, ঐরূপ বিষয়ের সংযোজন সংবিদার স্পষ্ট শর্তসমূহের বিরুদ্ধার্থক বা উহাদের সহিত অসমঞ্জস হইবে না।

অনুবিধি ৬। – যেকোন তথ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে যাহা কোন দস্তাবেজের ভাষা বিদ্যমান তথ্যসমূহের সহিত কী প্রণালীতে সম্বন্ধযুক্ত তাহা দর্শায়।

১। ১৮৭২ -এর ১৮ আইন, ৮ ধারা দ্বারা, "ব্যর্থতার অভাবের জন্য" – এই শব্দসমষ্টির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

দৃষ্টান্ত

(ক) "কলিকাতা হইতে লন্ডনগামী জাহাজসমূহে" স্থিত মালের উপর একটি বীমা পলিসি করা হয়। যে বিশেষ জাহাজে মাল প্রেরিত হয় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ঐ বিশেষ জাহাজটি যে ঐ পলিসি হইতে মৌখিকভাবে বাদ দেওয়া ছিল, এই তথ্য প্রমাণ করা যাইবে না।

(খ) ক খ-কে ১৮৭৩ সালের পয়লা মার্চ ১০০০ টাকা দিবে বলিয়া লিখিতভাবে নিঃশর্তে চুক্তি করে। সেই একই সময়ে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত ঐ অর্থ প্রদান করা হইবে না বলিয়া যে একটি মৌখিক চুক্তি করা হইয়াছিল, এই তথ্য প্রমাণ করা যাইবে না।

(গ) "রামপুর চা এস্টেট" নামে অভিহিত একটি এস্টেট কোন দলিল দ্বারা বিক্রীত হয়, যে দলিলে বিক্রীত সম্পত্তির একটি মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত আছে। মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে এরূপ ভূমি যে সর্বদাই ঐ এস্টেটের ভাগ বলিয়া মনে করা হইত এবং ঐ দলিল দ্বারা হস্তান্তরিত হইবে বলিয়া উদ্দিষ্ট ছিল, এই তথ্য প্রমাণ করা যাইবে না।

(ঘ) খ-এর সম্পত্তি, কতকগুলি খনি, সক্রিয় করিবার জন্য ক খ-এর সহিত কতকগুলি কড়ারে এক লিখিত সংবিদা করে। উহাদের মূল্য সম্পর্কে খ-এর কোন মিথ্যা-প্রতিরূপণের দ্বারা ক ঐরূপ করিতে প্ররোচিত হইয়াছিল। এই তথ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(ঙ) ক কোন সংবিদার যথানির্দিষ্ট পালনের জন্য খ-এর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে, এবং ইহাও প্রার্থনা করে যে সংবিদাটি, উহার বিধানসমূহের মধ্যে কোন একটি বিধান সম্পর্কে, সংস্কার করা হউক,যেহেতু ঐ বিধান উহাতে ভুলবশতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ক প্রমাণ করিতে পারে যে এরূপ একটি ভুল করা হইয়াছিল যাহা সংবিদাটি সংস্কার করিয়া লইতে তা-হাকে বিধিমতে অধিকারী করিত।

(চ) ক একটি পত্র দ্বারা খ-এর নিকট মালের ফরমাশ দেয়, যাহাতে অর্থপ্রদানের সময় সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই, এবং ঐ মাল, অর্পিত হইলে পর, গ্রহণ করে। খ দামের জন্য ক-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। ক দর্শাইতে পারে যে ঐ মাল এরূপ একটি মেয়াদের জন্য ধারে সরবরাহ করা হইয়াছিল যাহা তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই।

(ছ) ক খ- এর নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করে এবং উহা সুস্থ বলিয়া বাচনিক অধ্যাভূতি দেয়। ক খ-কে "ক এর নিকট হইতে ৫০০ টাকায় একটি ঘোড়া ক্রয় করিলাম"- এই কথায় লিখিত একটি কাগজ দেয়। খ ঐ বাচনিক অধ্যাভূতি প্রমাণ করিতে পারে।

(জ) ক খ-এর নিকট হইতে বাসা ভাড়া নেয় এবং খ-কে একটি কার্ড দেয় যাহাতে লিখিত আছে " কক্ষসমূহ,-মাসিক ২০০ টাকা।" ক আংশিক আহার্যও এই কড়ারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই বাচনিক চুক্তি প্রমাণ করিতে পারে।

ক, খ-এর নিকট হইতে এক বৎসরের জন্য বাসা ভাড়া নেয়, এবং তাহাদের মধ্যে কোন অ্যাটর্নী কর্তৃক প্রস্তুত, নিয়মানুযায়ী মুদ্রাঙ্কিত একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি আহার্যের বিষয়ে নীরব। আহার্য বাচনিকভাবে এই কড়ারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহা ক প্রমাণ করিতে পারে না।

(ঝ) ক-কে প্রদেয় ঋণের জন্য ক ঐ অর্থের রসিদ পাঠাইয়া খ-এর নিকট আবেদন করে। খ রসিদটি রাখিয়া দেয় কিন্তু অর্থ প্রেরণ করে না। ঐ পরিমাণ অর্থের জন্য মোকদ্দমায় ক ইহা প্রমাণ করিতে পারে।

(ঞ) ক ও খ লিখিতভাবে একটি সংবিদা করে যাহা কোন একটি অনিশ্চিত ঘটনা ঘটিলে কার্যকর হইবে। এই লিখন খ-এর নিকট থাকে, এবং খ উহার ভিত্তিতে ক-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। যে অবস্থাধীনে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল ক তাহা দর্শাইতে পারে।

৯৩। দ্ব্যর্থক দস্তাবেজ ব্যাখ্যা বা সংশোধন করিবার সাক্ষ্যের পরিবর্জন – যখন কোন দস্তাবেজে ব্যবহৃত ভাষা দৃষ্টতঃ দ্ব্যর্থক বা ত্রুটিযুক্ত হয়, তখন এরূপ তথ্যসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না যেগুলি উহার অর্থ দর্শাইবে বা ত্রুটিসমূহ পরিপূরণ করিবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক খ-কে "১০০০ টাকায় বা ১৫০০ টাকায়" একটি ঘোড়া বিক্রয় করিবার জন্য লিখিতভাবে চুক্তি করে।

কোন্ দামটি প্রদেয় ছিল তাহা দর্শাইতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় না।

(খ) একটি দলিলে শূন্যস্থানসমূহ আছে। এরূপ তথ্যসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া যায় না যাহারা দর্শাইবে ঐগুলি কিভাবে পূরণ করা উদ্দিষ্ট ছিল।

৯৪। বিদ্যমান তথ্যসমূহের প্রতি দস্তাবেজের প্রয়োগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পরিবর্জন – যখন কোন দস্তাবেজে ব্যবহৃত ভাষা স্বয়ং স্পষ্ট এবং যখন তাহা বিদ্যমান তথ্যসমূহের প্রতি শুদ্ধভাবে প্রযুক্ত, তখন ইহা দর্শাইতে সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না যে ঐরূপ তথ্যসমূহে উহা প্রযুক্ত হইবার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল না।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে, দলিল দ্বারা, "আমার রামপুরস্থিত ১০০ বিঘা সংবলিত এস্টেট" বিক্রয় করে। রামপুরে ক-এর ১০০ বিঘা সংবলিত একটি এস্টেট আছে। এই তথ্যের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে না যে বিক্রীত হইবার জন্য উদ্দিষ্ট এস্টেট কোন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ও কোন ভিন্ন আয়তনের ছিল।

৯৫। বিদ্যমান তথ্যের উল্লেখে অর্থহীন দস্তাবেজ সম্পর্কে সাক্ষ্য – যখন কোন দস্তাবেজে ব্যবহৃত ভাষা স্বয়ং স্পষ্ট, কিন্তু বিদ্যমান তথ্যসমূহের উল্লেখে অর্থহীন, তখন ইহা দর্শাইতে সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে যে উহা কোন বিশেষ ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে, দলিল দ্বারা, " আমার কলিকাতার বাড়ি" বিক্রয় করে। কলিকাতায় ক-এর কোন বাড়ি ছিল না, কিন্তু ইহা প্রতীয়মান হয় যে হাওড়ায় তাহার একটি বাড়ি ছিল, যাহা দলিলটির নিষ্পাদন কাল হইতেই খ-এর দখলে ছিল।

এই তথ্যসমূহ ইহা দর্শাইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে দলিলটি হাওড়ার বাড়ি সম্পর্কে ছিল।

৯৬। কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে এরূপ ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে সাক্ষ্য –যখন তথ্যসমূহ এরূপ যে ব্যবহৃত ভাষা কতিপয় ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যেকোন একটি সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবার জন্য উদ্দিষ্ট হইতে পারিত, এবং একাধিক সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবার জন্য উদ্দিষ্ট হইতে পারিত না, তখন এরূপ তথ্যসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে যাহা দর্শায় যে ঐ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে কাহার প্রতি উহা প্রযুক্ত হইবার জন্য অভিপ্রেত ছিল।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক খ-কে ১০০০ টাকায় "আমার সাদা ঘোড়া" বিক্রয় করিবার চুক্তি করে। ক-এর দুইটি সাদা ঘোড়া আছে। এরূপ তথ্যসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে যেগুলি দর্শায় যে উহাদের মধ্যে কোন্‌টি উদ্দিষ্ট ছিল।

(খ) ক খ-এর সহিত হায়দরাবাদে যাইবার চুক্তি করে। এরূপ তথ্যসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে যেগুলি দর্শায় দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ না সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ উদ্দিষ্ট ছিল।

৯৭। দুই প্রস্ত তথ্যের এক প্রস্তের প্রতি ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কে সাক্ষ্য, যে দুই প্রস্তের একটিরও প্রতি ঐ সমগ্র ভাষা নির্ভুলভাবে প্রযুক্ত হয় না – যখন ব্যবহৃত ভাষা অংশতঃ এক প্রস্ত বিদ্যমান তথ্যসমূহের প্রতি, এবং অংশতঃ অপর এক প্রস্ত বিদ্যমান তথ্যসমূহের প্রতি প্রযুক্ত হয়, কিন্তু সমগ্র ভাষা উহাদের একটির প্রতি নির্ভুলভাবে প্রযুক্ত হয় না, তখন ঐ দুই প্রস্তের কোন্‌টির প্রতি উহা প্রযুক্ত হইবার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল তাহা দর্শাইতে সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে "আমার ভ-তে স্থিত ম-এর দখলভুক্ত ভূমি" বিক্রয় করিবার চুক্তি করে। ক-এর ভ-তে ভূমি আছে, কিন্তু তাহা ম-এর দখলভুক্ত নহে, এবং ম-এর দখলে তাহার ভূমি আছে, কিন্তু তাহা ভ-তে স্থিত নহে। কোন্‌টি বিক্রয় করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা দর্শাইবার তথ্যসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে।

৯৮। দুষ্পাঠ্য লিপি, ইত্যাদির অর্থ সম্পর্কে সাক্ষ্য – দুষ্পাঠ্য বা সাধারণতঃ বোধ্য নহে এরূপ লিপির, বিদেশী, অপ্রচলিত, প্রায়োগিক, স্থানিক ও প্রাদেশিক কথাগুলির, শব্দসংক্ষেপসমূহের এবং বিশেষ ভাবার্থে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ দর্শাইতে সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

জনৈক ভাস্কর ক "আমার প্রতিকৃতির সকলই" খ-কে বিক্রয় করিবার চুক্তি করে। ক-এর নিকট প্রতিকৃতি ও প্রতিকৃতি নির্মাণের সাধনী উভয়ই আছে। কোন্‌টি সে বিক্রয় করিতে উদ্দেশ্য করিয়াছিল তাহা দর্শাইতে সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে।

৯৯। দস্তবেজের কড়ার পরিবর্তন করিবার চুক্তির সাক্ষ্য কাহারা দিতে পারে – যে ব্যক্তিগণ কোন দস্তাবেজের পক্ষসমূহ, বা তাহাদের স্বার্থ প্রতিনিধি নহে, তাহারা এরূপ যেকোন তথ্যের সাক্ষ্য দিতে পারে, যাহা ঐ দস্তাবেজের কড়ার পরিবর্তন করিবার কোন সমকালীন চুক্তি দর্শাইতে সহায়ক হয়।

দৃষ্টান্ত

ক ও খ লিখিতভাবে একটি সংবিদা করে যে খ ক-কে কিছু তুলা বিক্রয় করিবে যাহা অর্পিত হইলে পর মূল্য প্রদান করিতে হইবে। একই সময়ে তাহারা একটি মৌখিক চুক্তি করে যে ক-কে তিন মাসের জন্য ধার দেওয়া হইবে। ক ও খ-এর মধ্যে ইহা দর্শান যাইবে না, কিন্তু ইহা গ-এর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিলে গ-কর্তৃক দর্শান যাইবে।

১০০। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের উইল সম্পর্কিত বিধানসমূহের ব্যাবৃত্তি – এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুত কোন কিছুই উইলের অর্থান্বয়ন সম্পর্কে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন [১](১৮৬৫-র ১০)-এর বিধানসমূহের কোনটি ক্ষুণ্ণ করে বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলিবে না।

ভাগ ৩
সাক্ষ্যের উপস্থাপন ও প্রভাব
অধ্যায় ৭। প্রমাণের ভার বিষয়ে

১০১। প্রমাণের ভার –যেকেহ কোন আদালতের নিকট যাচ্ঞা করে যে, সে যে তথ্যসমূহ খ্যাপন করে তাহার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল কোন বৈধিক অধিকার বা দায়িতা সম্পর্কে রায় দান করা হউক, তাহাকে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে ঐ তথ্যসমূহের অস্তিত্ব আছে।

যখন কোন ব্যক্তি কোন তথ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে বাধ্য, তখন ইহা বলা হয় যে, প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক কোন আদালতের নিকট যাচ্ঞা করে যে এরূপ এক অপরাধের জন্য খ-কে দণ্ডিত করিবার রায় দান করা হউক যে অপরাধ খ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া ক বলে।

ক-কে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে খ ঐ অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক কোন আদালতের নিকট যাচ্ঞা করে যে সে খ-এর দখলাধীন কোন ভূমি এরূপ তথ্যসমূহের কারণে পাইবার অধিকারী বলিয়া রায় দান করা হউক, যাহা সত্য বলিয়া সে খ্যাপন করে ও খ অস্বীকার করে।

ক-কে ঐ তথ্যসমূহের অস্তিত্ব অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

১০২। কাহার উপর প্রমাণের ভার থাকে – কোন মোকদ্দমায় বা কার্যবাহে প্রমাণের ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে যে, কোন তরফেই আদৌ কোন সাক্ষ্য প্রদত্ত না হইলে, অকৃতকার্য হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক সেই ভূমির জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে যাহা খ-এর দখলে, এবং যাহা খ - এর পিতা গ ক-কে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিল বলিয়া ক খ্যাপন করে।

যদি কোন তরফেই কোন সাক্ষ্য না দেওয়া হয়, তাহা হইলে, খ তাহার দখল বজায় রাখিবার অধিকারী হইবে।

অতএব প্রমাণের ভার ক-এর উপর থাকে।

(খ) ক কোন বন্ধপত্রের উপর প্রাপ্য অর্থের জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে।

১। এখন ভারতের উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ (১৯২৫-এর ৩৯), ভাগ ৬, অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য।

ঐ বন্ধপত্রের নিষ্পাদন স্বীকার করা হয়, কিন্তু খ বলে যে ক উহা প্রতারণাপূর্বক প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা ক অস্বীকার করে।

যদি কোন তরফেই কোন সাক্ষ্য না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক কৃতকার্য হইবে, যেহেতু বন্ধপত্রটি বিবাদিত নহে এবং প্রতারণা প্রমাণিত হয় নাই।

অতএব প্রমাণের ভার খ-এর উপর থাকে।

১০৩। বিশেষ তথ্য সম্পর্কে প্রমাণের ভার – কোন বিশেষ তথ্য সম্পর্কে প্রমাণের ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে যে কামনা করে যে আদালত উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করুন, যদি না কোন বিধি দ্বারা বিহিত থাকে যে ঐ তথ্যের প্রমাণের ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর থাকিবে।

দৃষ্টান্ত

[১] [(ক)] ক খ-কে চুরির জন্য অভিযুক্ত করিয়াছে এবং কামনা করে আদালত বিশ্বাস করুন যে খ গ-এর নিকট ঐ চুরি স্বীকার করিয়াছিল। ক-কে এই স্বীকৃতি অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

খ কামনা করে, আদালত বিশ্বাস করুন যে প্রশ্নগত সময়ে সে অন্যত্র ছিল। তাহাকে ইহা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

১০৪। সাক্ষ্য গ্রহণীয় করিবার জন্য যে তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে তাহা প্রমাণ করিবার ভার – কোন তথ্য, যাহা কোন ব্যক্তিকে অন্য কোনও তথ্যের সাক্ষ্য দিতে সমর্থ করিবার জন্য প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন তাহা প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে যে ঐরূপ সাক্ষ্য দিতে কামনা করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক খ কর্তৃক কৃত কোন মৃত্যুকালীন ঘোষণা প্রমাণ করিতে কামনা করে। ক-কে খ-এর মৃত্যু অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে।

(খ) ক কোন হারানো দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু, দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য দ্বারা, প্রমাণ করিতে কামনা করে।

ক- কে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে দস্তাবেজটি হারাইয়া গিয়াছে।

১০৫। অভিযুক্তের মামলা ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে, ইহা প্রমাণ করিবার ভার – যখন কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তখন মামলাটিকে ভারতীয় দন্ড সংহিতার সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহের যেকোনটির মধ্যে অথবা ঐ একই সংহিতার অন্য কোন ভাগের অথবা ঐ অপরাধ পরিভাষিত করে এরূপ কোন বিধির অন্তর্ভুত বিশেষ ব্যতিক্রম বা অনুবিধির মধ্যে আনয়ন করিবার মত অবস্থাসমূহের অস্তিত্ব প্রমাণের ভার সেই ব্যক্তিরই উপর থাকে, এবং আদালত ঐরূপ অবস্থাসমূহের অবিদ্যমানতা প্রাগধারণা করিবেন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইয়া, অভিকথন করে যে, মানসিক অসুস্থতার কারণে সে ঐ কার্যের প্রকৃতি জানিত না।

প্রমাণের ভার ক-এর উপর থাকে।

(খ) ক, হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইয়া, অভিকথন করে যে, গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভন দ্বারা সে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি বিরহিত হইয়াছিল।

প্রমাণের ভার ক-এর উপর থাকে।

(গ) ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩২৫ ধারা ব্যবস্থা করে যে, যেকেহ, ৩৩৫ ধারা দ্বারা ব্যবস্থিত ক্ষেত্রে ভিন্ন, স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়, সে কোন কোন শাস্তির অধীন হইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করিবার দায়ে ক-এর উপর ৩২৫ ধারা অনুযায়ী আরোপ হইয়াছে।

যে অবস্থাসমূহ ঐ মামলাটিকে ৩৩৫ ধারার অধীনে আনে তাহা প্রমাণ করিবার ভার ক-এর উপর থাকে।

১। এতৎসম্পর্কে।–ভারতের গেজেট, ১৮৭২, ভাগ ৪, পৃষ্ঠা ১-এ যথা প্রকাশিত আইনটিতে দৃষ্টান্ত (খ) নাই।

১০৬। বিশেষরূপে জ্ঞাত তথ্য প্রমাণ করিবার ভার – যখন কোন তথ্য বিশেষরূপে কোন ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন ঐ তথ্য প্রমাণ করিবার ভার তাহার উপর থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) যখন কোন ব্যক্তি এরূপ কোন অভিপ্রায়ে কোন কার্য করে যাহা ঐ কার্যের প্রকৃতি ও অবস্থাসমূহ যে অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত দেয় তাহা হইতে ভিন্ন, তখন সেই অভিপ্রায় প্রমাণ করিবার ভার তাহার উপর থাকে।

(খ) ক রেলপথে বিনা টিকিটে ভ্রমণের দায়ে আরোপযুক্ত হইয়াছে। তাহার নিকটে টিকিট ছিল, ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাহার উপর থাকে।

১০৭। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জীবিত ছিল বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু প্রমাণ করিবার ভার – যখন প্রশ্ন এই যে কোন লোক জীবিত না মৃত, এবং ইহা দর্শান হয় যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে জীবিত ছিল, তখন সে যে মৃত ইহা প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে যে উহা প্রতিজ্ঞাত করে।

১০৮। সাত বৎসর ধরিয়া যাহার সমাচার পাওয়া যায় নাই, সেই ব্যক্তি যে জীবিত তাহা প্রমাণ করিবার ভার – [১][তবে, যখন] প্রশ্ন এই যে কোন লোক জীবিত না মৃত এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে সে জীবিত থাকিলে যাহারা স্বভাবতঃই তাহার সমাচার পাইত তাহারা সাত বৎসর ধরিয়া তাহার সমাচার পায় নাই, তখন সে যে জীবিত আছে ইহা প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির [২][উপর চলিয়া যায়] যে উহা প্রতিজ্ঞাত করে।

১০৯। অংশীদারগণের, ভূস্বামী ও প্রজার, প্রধান ও এজেন্টের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ সম্পর্কে প্রমাণের ভার – যখন প্রশ্ন এই যে, ব্যক্তিগণ পরস্পর অংশীদার, ভূস্বামী ও প্রজা, অথবা প্রধান ও এজেন্ট কিনা, এবং ইহা দর্শান হইয়াছে যে তাহারা ঐরূপে কার্য করিয়া আসিতেছে, তখন তাহারা যে পরস্পরের প্রতি যথাক্রমে ঐ সকল সম্বন্ধে স্থিত নহে, বা স্থিত থাকিতে বিরত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে যে উহা প্রতিজ্ঞাত করে।

১১০। মালিকানা সম্পর্কে প্রমাণের ভার – যখন প্রশ্ন এই যে, কোন ব্যক্তি এরূপ কোন বস্তুর মালিক কিনা যাহা তাহার দখলে আছে বলিয়া দর্শান হইয়াছে, তখন সে যে মালিক নহে ইহা প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির উপর থাকে যে প্রতিজ্ঞাত করে যে সে মালিক নহে।

১১১। যে সংব্যবহারে এক পক্ষ সক্রিয় আস্থাভাজনতার সম্বন্ধে থাকে, সেরূপ সংব্যবহারে সরল বিশ্বাসের প্রমাণ – যেক্ষেত্রে এরূপ পক্ষগণের মধ্যে কোন সংব্যবহারের সরল বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন হয়, যে পক্ষগণের একটি অপরটির সম্পর্কে কোন সক্রিয় আস্থাভাজনতার অবস্থায় স্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ সংব্যবহারের সরল বিশ্বাস প্রমাণ করিবার ভার সেই পক্ষের উপর থাকে যে পক্ষ সক্রিয় আস্থাভাজনতার অবস্থায় থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) কোন অ্যাটর্নীর নিকট কোন মক্কেল কর্তৃক কোন বিক্রয়ের সরল বিশ্বাস সেই মক্কেল কর্তৃক আনীত মোকদ্দমায় প্রশ্নগত হয়। এই সংব্যবহারের সরল বিশ্বাস প্রমাণ করিবার ভার ঐ অ্যাটর্নীর উপর থাকে।

(খ) কোন সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কর্তৃক পিতার নিকট কোন বিক্রয়ের সরল বিশ্বাস পুত্র কর্তৃক আনীত মোকদ্দমায় প্রশ্নগত হয়। ঐ সংব্যবহারের সরল বিশ্বাস প্রমাণ করিবার ভার পিতার উপর থাকে।

[৩][**১১১ক। কতিপয় অপরাধ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা** – (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি –

(ক) বিশৃঙ্খলা দমন করিবার এবং জন-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার ও বজায় রাখিবার জন্য বিধান সংবলিত তৎসময়ে বলবৎ কোন আইন অনুযায়ী উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত কোন অঞ্চলে, অথবা

১। ১৮৭২-এর ১৮ আইন, ৯ ধারা দ্বারা, "যখন" এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ঐ, ৯ ধারা দ্বারা, "উপর" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। ১৯৮৪ -র ৬১ আইন, ২০ ধারা দ্বারা ১৪.৭.১৯৮৪ হইতে সন্নিবেশিত।

(খ) যেখানে একমাসের অধিক কাল ধরিয়া ব্যাপকভাবে জন-শান্তি বিঘ্নিত রহিয়াছে সেই অঞ্চলে,

(২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয় এবং ইহা দর্শান হয় যে সশস্ত্রবাহিনীর অথবা জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে ভারপ্রাপ্ত কর্তব্যনির্বাহে রত বাহিনীসমূহের সদস্যগণকে আক্রমণ বা প্রতিহত করিবার জন্য যে সময়ে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক ঐরূপ কোন অঞ্চলের কোন স্থানে বা স্থান হইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই সময়ে সেরূপ কোন স্থানে ঐ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, সেক্ষেত্রে তদ্বিপরীত দর্শান না হইলে প্রাগ্‌ধারণা হইবে যে, উক্ত ব্যক্তি ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত অপরাধসমূহ নিম্নরূপ হইবে, যথা :- ১৮৬০ - এর ৪৫

(ক) ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১২১, ১২১ক, ১২২ বা ১২৩ ধারার অধীন কোন অপরাধ ;

(খ) আপরাধিক ষড়যন্ত্র অথবা ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১২২ বা ১২৩ ধারার অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার চেষ্টা বা উহার সংঘটনে অপসহায়তা।

১১২। বিবাহের স্থায়িত্বকালে জন্ম, জন্মের বৈধতার নিশ্চায়ক প্রমাণ – এই তথ্য যে, কোন ব্যক্তি যে তাহার মাতা ও কোন পুরুষের মধ্যে সিদ্ধ বিবাহের স্থায়িত্বকালে, অথবা বিবাহ ভঙ্গের পর দুই শত আশী দিনের মধ্যে, মাতা অবিবাহিতা থাকাকালে, জন্মিয়াছিল, তাহা, সে যে ঐ পুরুষের বৈধ পুত্র, ইহার নিশ্চায়ক প্রমাণ হইবে, যদি না ইহা দর্শান যায় যে, বিবাহের পক্ষগণের পরস্পরের মধ্যে এরূপ কোন সময়ে অভিগম্যতা ছিল না যখন সে গর্ভে আসিতে পারিত।

১১৩। রাজ্যক্ষেত্রের অধ্যর্পণের প্রমাণ – সরকারী গেজেটে কোন প্রজ্ঞাপন যে ব্রিটিশ রাজ্যক্ষেত্রের কোন খন্ড [1][ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ভাগ ৩-এর প্রারম্ভের পূর্বে] কোন দেশীয় রাজ্য, রাজা বা শাসককে অধ্যর্পণ করা হইয়াছে, উহা ঐ প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখে যে ঐ রাজ্যক্ষেত্রের সিদ্ধ অধ্যর্পণ ঘটিয়াছিল তাহার নিশ্চায়ক প্রমাণ হইবে। ২৬ জর্জ ৫, অধ্যায় ২।

[2][**১১৩ক। কোন বিবাহিতা মহিলা কর্তৃক আত্মহত্যার ক্ষেত্রে অপসহায়তা সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা** – যখন প্রশ্ন এই যে, কোন মহিলার আত্মহত্যায় তাহার স্বামী বা তাহার স্বামীর কোন আত্মীয়ের অপসহায়তা ছিল কিনা এবং ইহা দর্শান হয় যে, তাহার বিবাহের তারিখ হইতে সাত বৎসর সময়সীমার মধ্যে সে আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহার প্রতি তাহার স্বামী বা তাহার স্বামীর সেরূপ আত্মীয় নিষ্ঠুরতা করিয়াছে, তখন আদালত, ক্ষেত্রগত অন্য সকল অবস্থা অবধান করিয়া, প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারিবেন যে ঐরূপ আত্মহত্যায় তাহার স্বামী বা তাহার স্বামীর সেরূপ আত্মীয়ের অপসহায়তা ছিল।

ব্যাখ্যা। – এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "নিষ্ঠুরতা"-র সেই অর্থই থাকিবে যে অর্থ ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৪৯৮ক ধারায় আছে।]

[3][**১১৩ খ। যৌতুকী মৃত্যু সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা** – যখন প্রশ্ন এই যে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার যৌতুকী মৃত্যু সংঘটিত করিয়াছে কিনা, এবং ইহা দর্শান হয় যে ঐ ব্যক্তির দ্বারা ঐ মহিলার প্রতি তাহার মৃত্যুর সন্নিকট পূর্বে যৌতুকের জন্য কোন দাবিতে বা তৎসম্পর্কে নিষ্ঠুরতা বা হয়রানি করা হইয়াছিল, তখন আদালত এই প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে, ঐ ব্যক্তি সেই যৌতুকী মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

ব্যাখ্যা। – এই ধারার প্রয়োজনার্থে, "যৌতুকী মৃত্যু"-র সেই অর্থই থাকিবে যে অর্থ ভারতীয় দন্ড সংহিতার ৩০৪খ ধারায় আছে।]

১১৪। আদালত কোন কোন তথ্যের অস্তিত্ব প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারিবেন – আদালত এরূপ কোন তথ্যের অস্তিত্ব প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন, যাহা বিশেষ ক্ষেত্রগত তথ্যসমূহ সম্বন্ধে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, মানবীয় আচরণ এবং সরকারী ও বেসরকারী সাধারণ কার্যপরম্পরায় অবধান করিয়া, আদালত সম্ভবতঃ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করেন।

দৃষ্টান্ত

আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিতে পারেন যে –

(ক) অপহৃত দ্রব্যসমূহ চুরির স্বল্পকাল পরেই যে লোকের দখলে থাকে সে হয় চোর অথবা সে ঐ দ্রব্যসমূহ অপহৃত জানিয়া ঐগুলি গ্রহণ করিয়াছে, যদি না সে তাহার দখলের কৈফিয়ত দিতে পারে ;

(খ) কোন দুষ্কৃতি-সঙ্গী বিশ্বাসের অযোগ্য, যদি না সে সারবান বিবরণসমূহে সম্পোষিত হয় ;

(গ) প্রতিগৃহীত বা পৃষ্ঠাঙ্কিত কোন বিনিময়-পত্র উপযুক্ত প্রতিদানের পরিবর্তে প্রতিগৃহীত বা পৃষ্ঠাঙ্কিত হইয়াছিল ;

(ঘ) কোন বস্তু বা বস্তুসমূহের অবস্থা এখনও অস্তিত্ববান যাহা, যে সময়সীমার মধ্যে ঐরূপ বস্তু বা বস্তুসমূহের অবস্থা প্রায়শঃ অস্তিত্বরহিত হয়, তদপেক্ষা হ্রস্বতর সময়সীমার মধ্যে অস্তিত্ববান বলিয়া দর্শান হইয়াছে ;

(ঙ) বিচারিক ও শাসকীয় কার্যসমূহ নিয়মিতভাবে সম্পাদিত হইয়াছে ;

(চ) বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে কার্যের সাধারণ পরম্পরা অনুসৃত হইয়াছে ;

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা সন্নিবেশিত। ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ভাগ ৩ ১লা এপ্রিল, ১৯৩৭ তারিখে বলবৎ হইয়াছিল।

২। ১৯৮৩-র ৪৬ আইন, ৭ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩। ১৯৮৬-র ৪৩ আইন, ১২ ধারা দ্বারা ১৯. ১১. ১৯৮৬ হইতে সন্নিবেশিত।

(ছ) যে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা যাইত কিন্তু করা হয় নাই তাহা, উপস্থাপিত হইলে, যে ব্যক্তি তাহা ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার পক্ষে অননুকূল হইত;

(জ) কোন ব্যক্তি যদি এরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে যাহার উত্তর দিতে সে বিধি দ্বারা বাধ্য নহে, তাহা হইলে, সেই প্রশ্নের উত্তর, যদি দেওয়া হইত, তাহার পক্ষে অননুকূল হইত;

(ঝ) যখন কোন দায়িত্বসৃজনকারী দস্তাবেজ দায়িত্ববদ্ধ ব্যক্তির হাতে যায় তখন দায়িত্ব বিমোচিত হইয়া যায়।

কিন্তু আদালত তৎসমক্ষে কোন বিশেষ মামলায় ঐরূপ সূত্রসমূহ প্রযুক্ত হয় কি হয় না তাহা বিবেচনা করিতে নিম্নলিখিতরূপ তথ্যসমূহও অবধান করিবেন, যথা ঃ-

দৃষ্টান্ত (ক) সম্পর্কে – কোন দোকানীর দেরাজে একটি চিহ্নিত টাকা, উহা অপহৃত হইবার স্বল্পকাল পরেই, পাওয়া যায়, এবং সে উহার দখলের কৈফিয়ত বিনির্দিষ্টভাবে দিতে পারে না, কিন্তু সে তাহার কার্যপরম্পরায় অনবরত টাকা পাইতেছে ঃ

দৃষ্টান্ত (খ) সম্পর্কে – জনৈক মহত্তম চরিত্রের ব্যক্তি ক কোন যন্ত্রপাতি বিন্যস্ত করিতে যাইয়া কোন অবহেলার কার্য দ্বারা কোন মানুষের মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া, তাহার বিচার হইতেছে। খ, যে একজন সমতুল্য সৎ চরিত্রের ব্যক্তি এবং যে ঐ বিন্যাসে অংশগ্রহণ করিয়াছিল সে, সঠিকভাবে বর্ণনা করে কী করা হইয়াছিল এবং ক-এর ও তাহার অভিন্ন অসাবধানতা স্বীকার ও ব্যাখ্যা করে ঃ

দৃষ্টান্ত (খ) সম্পর্কে – একটি অপরাধ কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হয়। অপরাধীগণের মধ্যে তিনজন, ক,খ ও গ, অকুস্থলে ততক্ষণাৎ ধৃত হয় ও তাহাদের পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেকেই ঘ- কে জড়াইয়া অপরাধের বিবরণ দেয় এবং ঐ বিবরণসমূহ এরূপভাবে পরস্পরকে সম্পোষিত করে যে কোন প্রাক্-ঐকমত্য অতিশয় অসম্ভাব্য হইয়া পড়েঃ

দৃষ্টান্ত (গ) সম্পর্কে – ক, কোন বিনিময় – পত্রের লেখক, একজন ব্যবসায়ী ছিল। খ, উহার প্রতিগ্রহীতা, সম্পূর্ণতঃ ক-এর প্রভাবাধীন, এক অল্পবয়স্ক অজ্ঞ ব্যক্তি ছিল ঃ

দৃষ্টান্ত (ঘ) সম্পর্কে – ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে কোন নদী পাঁচ বৎসর পূর্বে একটি বিশেষ খাতে বহিত, কিন্তু ইহা জানা যাইতেছে যে সেই সময়ের পর একাধিক বন্যা হইয়াছে যাহাতে উহার খাত পরিবর্তিত হইতে পারে ঃ

দৃষ্টান্ত (ঙ) সম্পর্কে – কোন বিচারিক কার্য, যাহার নিয়মিততা প্রশ্নগত তাহা, অস্বাভাবিক অবস্থাসমূহের অধীনে সম্পাদিত হইয়াছিল ঃ

দৃষ্টান্ত (চ) সম্পর্কে – কোন একটি পত্র পাওয়া গিয়াছিল কিনা ইহাই প্রশ্ন। ইহা ডাকে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া দর্শান হয়, কিন্তু ডাকের সাধারণ ক্রম গোলযোগের জন্য ব্যাহত হইয়াছিল ঃ

দৃষ্টান্ত (ছ) সম্পর্কে – কোন লোক এরূপ একটি দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করে যাহা, যে সামান্য গুরুত্বসম্পন্ন সংবিদার উপর তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হইতে পারিত, কিন্তু যাহা তাহার পরিবারের অনুভূতি ও খ্যাতির ক্ষতিও করিতে পারিতঃ

দৃষ্টান্ত (জ) সম্পর্কে – কোন লোক এরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃত হয় যাহার উত্তর দিতে সে বিধি দ্বারা বাধ্য নহে, কিন্তু উহার উত্তর, যে বিষয় সম্পর্কে ঐ প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার সহিত অসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে তাহার ক্ষতি ঘটাইতে পারিত ঃ

দৃষ্টান্ত (ঝ) সম্পর্কে – কোন বন্ধপত্র দায়িত্ববদ্ধ ব্যক্তির দখলে আছে, কিন্তু ক্ষেত্রগত অবস্থা এরূপ যে সে তাহা অপহরণ করিয়া থাকিতে পারে।

[1][**১১৪ক। ধর্ষণের কোন কোন অভিযুক্তির ক্ষেত্রে সম্মতির অবিদ্যমানতা সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা** – ভারতীয় ১৮৬০-এর ৪৫
দন্ড সংহিতার ৩৭৬ ধারার (২) উপধারার (ক) বা (খ) বা (গ) বা (ঘ) বা (ঙ) বা (ছ) প্রকরণের অধীন ধর্ষণের কোন অভিযুক্তিতে যেস্থলে অভিযুক্ত যৌন সঙ্গম করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং যে স্ত্রীলোকটি ধর্ষিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকেই তাহা হইয়াছিল কিনা ইহাই প্রশ্ন হয় এবং সেই স্ত্রীলোক আদালতের সমক্ষে তাহার সাক্ষ্যে বলে যে উহাতে তাহার সম্মতি ছিল না, সেস্থলে আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে তাহার উহাতে সম্মতি ছিল না।]

১। ১৯৮৩-র ৪৩ আইন, ৬ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

অধ্যায় ৮। বাদ বন্ধ

১১৫। বাদ - বন্ধ – যখন কোন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষণা, কার্য বা অকৃতি দ্বারা সাভিপ্রায়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছে বা করিতে দিয়াছে এবং ঐরূপ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য করাইয়াছে বা করিতে দিয়াছে, তখন তাহাকে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে, তাহার এবং ঐরূপ ব্যক্তির বা তদীয় প্রতিনিধির মধ্যে, কোন মোকদ্দমায় বা কার্যবাহে, ঐ বস্তুর সত্যতা অস্বীকার করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

দৃষ্টান্ত

ক সাভিপ্রায়ে ও মিথ্যাভাবে কোন নির্দিষ্ট ভূমি ক-এর বলিয়া খ-কে বিশ্বাস করিতে পরিচালিত করে এবং তদ্দ্বারা খ-কে উহা ক্রয় করিতে ও উহার জন্য মূল্য প্রদান করিতে প্ররোচিত করে।

পরে ঐ ভূমি ক-এর সম্পত্তি হইয়া যায়, এবং ক ঐ বিক্রয় এই হেতুতে বাতিল করিতে চাহে যে ঐ বিক্রয়ের সময়ে তাহার কোন স্বত্ব ছিল না। তাহাকে তাহার স্বত্বের অভাব প্রমাণ করিবার অনুমতি অবশ্যই দেওয়া হইবে না।

১১৬। প্রজাকেই এবং দখলকারী ব্যক্তির লাইসেন্সধারীর, বাদ - বন্ধ – কোন স্থাবর সম্পত্তির প্রজাকে বা ঐরূপ প্রজার মাধ্যমে দাবিদার কোন ব্যক্তিকেই, প্রজাস্বত্বের স্থায়িত্বকালে, ইহা অস্বীকার করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না যে ঐ প্রজার ভূস্বামীর, ঐ প্রজাস্বত্বের প্রারম্ভে ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব ছিল; এবং কোন স্থাবর সম্পত্তির দখলকারী ব্যক্তির লাইসেন্স দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পাইয়াছে তাহাকে ইহা অস্বীকার করিতে দেওয়া হইবে না যে, যে সময়ে ঐ লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছিল সেই সময়ে ঐরূপ ব্যক্তির ঐরূপ দখলের স্বত্ব ছিল।

১১৭। বিনিময়-পত্রের প্রতিগ্রহীতা, উপনিহিতী বা লাইসেন্সধারীর, বাদ-বন্ধ – কোন বিনিময়-পত্রের প্রতিগ্রহীতাকেই ইহা অস্বীকার করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না যে উহার লেখকের ঐরূপ পত্র লিখিবার বা উহা পৃষ্ঠাঙ্কিত করিবার প্রাধিকার ছিল; কোন উপনিহিতী বা লাইসেন্সধারীকেও ইহা অস্বীকার করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না যে, ঐ উপনিধান বা লাইসেন্স যে সময়ে প্রারম্ভ হইয়াছিল তখন তাহার উপনিধাতা বা লাইসেন্সদাতার ঐরূপ উপনিধান করিবার বা ঐরূপ লাইসেন্স প্রদান করিবার প্রাধিকার ছিল।

ব্যাখ্যা ১। – কোন বিনিময় – পত্রের প্রতিগ্রহীতা ইহা অস্বীকার করিতে পারে যে, ঐ পত্র বাস্তবিকই সেই ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল যাহার দ্বারা উহা লিখিত হইয়াছে বলিয়া তাৎপর্যিত হয়।

ব্যাখ্যা ২। – যদি কোন উপনিহিতী উপনিধাতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে উপনিহিত দ্রব্যসমূহ অর্পণ করে, তাহা হইলে, সে প্রমাণ করিতে পারে যে, ঐগুলিতে সেই ব্যক্তির উপনিধাতারই বিরুদ্ধে অধিকার ছিল।

অধ্যায় ৯। সাক্ষী বিষয়ে

১১৮। কে সাক্ষ্য দিতে পারে – সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইবে, যদি না আদালত বিবেচনা করেন যে অপরিণত বয়স, অতিবার্ধক্য, ব্যাধি, তাহা শরীরের হউক বা মনের হউক অথবা ঐ একই প্রকারের অন্য কোন কারণ দ্বারা তাহারা, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ বুঝিতে অথবা ঐ প্রশ্নসমূহের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে নিবারিত হয়।

ব্যাখ্যা। – কোন উন্মাদ সাক্ষ্য দিতে অক্ষম নহে, যদি না সে, তাহাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ বুঝিতে ও উহাদের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে, তাহার উন্মত্ততার দ্বারা নিবারিত হয়।

১১৯। মূক সাক্ষী – যে সাক্ষী কথা বলিতে অসমর্থ সে তাহার সাক্ষ্য এরূপ অন্য কোন প্রণালীতে দিতে পারে যাহাতে সে উহা বোধগম্য করিতে পারে, যথা, লিখন দ্বারা বা সঙ্কেত দ্বারা, কিন্তু অবশ্যই প্রকাশ্য আদালতে ঐরূপ লিখন লিখিতে হইবে বা সঙ্কেত করিতে হইবে। ঐরূপে প্রদত্ত সাক্ষ্য মৌখিক সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

১২০। দেওয়ানী মোকদ্দমার পক্ষগণ, এবং তাহাদের স্ত্রী বা স্বামী। ফৌজদারী বিচারাধীন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী – সকল দেওয়ানী কার্যবাহে মোকদ্দমার পক্ষগণ, এবং মোকদ্দমার যেকোন পক্ষের স্বামী বা স্ত্রী সক্ষম সাক্ষী হইবে। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবাহে ঐরূপ ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, যথাক্রমে, সক্ষম সাক্ষী হইবে।

১২১। জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট – কোন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটকেই, তিনি যে যে আদালতের অধীন সেই সেই আদালতের বিশেষ আদেশে ভিন্ন, ঐরূপ জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট রূপে আদালতে তাঁহার নিজের আচরণ সম্পর্কে,অথবা ঐরূপ জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট রূপে আদালতে যাহা কিছু তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে তৎসম্পর্কে, কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা যাইবে না ; কিন্তু তিনি যখন ঐরূপে কার্য করিতেছিলেন তখন অন্য যে বিষয়সমূহ তাঁহার সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল সেগুলি সম্পর্কে তাঁহাকে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, দায়রা আদালতের সমক্ষে তাহার বিচারে, বলে যে, ম্যাজিস্ট্রেট খ কর্তৃক কোন এজাহার অনুপযুক্তভাবে গৃহীত হইয়াছিল। খ-কে, কোন উর্ধ্বতন আদালতের বিশেষ আদেশে ভিন্ন, এতৎসম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(খ) ক ম্যাজিস্ট্রেট খ-এর সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া দায়রা আদলতের সমক্ষে অভিযুক্ত হয়। উর্ধ্বতন আদালতের বিশেষ আদেশে ভিন্ন, খ-কে জিজ্ঞাসা করা যাইবে না ক কী বলিয়াছিল।

(গ) ক কোন দায়রা জজ খ-এর সমক্ষে তাহার বিচার চলিবার কালে, একজন পুলিস আধিকারিককে হত্যা করিতে প্রচেষ্টা করিয়াছে বলিয়া দায়রা আদালতের সমক্ষে অভিযুক্ত হয়। কী ঘটিয়াছিল তৎসম্পর্কে খ-কে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

১২২। বিবাহের স্থায়িত্বকালে সংজ্ঞাপন – বিবাহিত আছে বা হইয়াছিল, এরূপ কোন ব্যক্তিকেই এরূপ কোন সংজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না যাহা, যে ব্যক্তির সহিত সে বিবাহিত আছে বা হইয়াছিল তৎকর্তৃক, বিবাহের স্থায়িত্বকালে তাহার নিকট কৃত হইয়াছিল ; এবং বিবাহিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে মোকদ্দমায়, অথবা যে কার্যবাহে বিবাহিত এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটন করিবার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে ভিন্ন, তাহাকে ঐরূপ কোন সংজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার অনুমতিও দেওয়া যাইবে না, যদি না যে ব্যক্তি ঐ সংজ্ঞাপন করিয়াছিল সে, অথবা তাহার স্বার্থ- প্রতিনিধি, সম্মতি দেয়।

১২৩। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সাক্ষ্য – সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষস্থ আধিকারিকের অনুমতি ব্যতিরেকে, যে অনুমতি তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপে দিবেন অথবা দেওয়া বন্ধ রাখিবেন, কাহাকেও রাষ্ট্রের কোন কার্যাবলী সম্পর্কিত অপ্রকাশিত শাসকীয় অভিলেখ হইতে আহৃত কোন সাক্ষ্য দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

১২৪। শাসকীয় সংজ্ঞাপন – কোন সরকারী আধিকারিককেই তাহার নিকট শাসকীয় আস্থাভাজনতায় কৃত কোন সংজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না, যখন তিনি বিবেচনা করেন যে, ঐ প্রকাশের দ্বারা জনস্বার্থের হানি হইবে।

[১][**১২৫। অপরাধের সংঘটন সম্পর্কে তথ্য** – কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিস আধিকারিককেই বলিতে বাধ্য করা যাইবে না যে, কোন অপরাধের সংঘটন সম্পর্কে কোন তথ্য তিনি কোথা হইতে পাইলেন, এবং কোন রাজস্ব আধিকারিককে বলিতে বাধ্য করা যাইবে না যে, সরকারী রাজস্বের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের সংঘটন সম্পর্কে কোন তথ্য তিনি কোথা হইতে পাইলেন।

ব্যাখ্যা। – এই ধারায় "রাজস্ব আধিকারিক" বলিতে সরকারী রাজস্বের যেকোন শাখার কার্যে বা কার্য সম্পর্কে নিয়োজিত যেকোন আধিকারিককে বুঝায়।]

১২৬। বৃত্তিগত সংজ্ঞাপন – কোন ব্যারিস্টার, অ্যাটর্নী, প্লীডর বা ভকীলকেই এরূপ কোন সংজ্ঞাপন যাহা তাঁহাকে ঐরূপ ব্যারিস্টার, প্লীডর, অ্যাটর্নী বা ভকীলরূপে তাঁহার নিয়োজনের অনুক্রমে ও উদ্দেশ্যে তদীয় মক্কেল দ্বারা বা মক্কেলের পক্ষে কৃত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে, অথবা এরূপ কোন দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু বা অবস্থা যাহা তিনি তাঁহার বৃত্তিগত নিয়োজনের অনুক্রমে ও উদ্দেশ্যে অবগত হইয়াছেন, তাহা বিবৃত করিতে, অথবা ঐরূপ নিয়োজনের অনুক্রমে ও উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বারা তাঁহার মক্কেলকে প্রদত্ত কোন উপদেশ প্রকাশ করিতে, কোনও সময়েই অনুমতি দেওয়া হইবে না, যদি না তাঁহার মক্কেলের স্পষ্ট সম্মতি থাকে ঃ

তবে, এই ধারার কোন কিছুই –

(১) কোন [২][অবৈধ] উদ্দেশ্যের অগ্রনয়নে কৃত ঐরূপ কোন সংজ্ঞাপনকে ;

(২) কোন ব্যারিস্টার, প্লীডর, অ্যাটর্নী বা ভকীল কর্তৃক তাঁহার ঐরূপ নিয়োজনের অনুক্রমে লক্ষিত তথ্য যাহা তাঁহার নিয়োজনের প্রারম্ভের পরে কোন অপরাধ বা প্রতারণা কৃত হইয়াছে বলিয়া দর্শায় এরূপ কোন তথ্যকে প্রকাশিত হওয়া হইতে সংরক্ষা করিবে না।

১। ১৮৮৭-র ৩ আইন, ১ ধারা দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।
২। ১৮৭২-এর ১৮ আইন, ১০ ধারা দ্বারা, "আপরাধিক" -এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

এরূপ ব্যারিস্টার, প্লীডর, অ্যাটর্নী বা ভকীলের মনোযোগ ঐরূপ তথ্যের প্রতি তাঁহার মক্কেল কর্তৃক বা তৎপক্ষে নির্দেশিত হইয়াছিল কি হয় নাই, তাহাতে কিছু যায় আসে না।

ব্যাখ্যা। – এই ধারায় বিবৃত দায়িত্ব ঐ নিয়োজন অবসিত হইবার পরও থাকিয়া যায়।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক মক্কেল ক কোন অ্যাটর্নী খ-কে বলে – "আমি জালিয়াতি করিয়াছি এবং আমি কামনা করি যে আপনি আমাকে প্রতিরক্ষা করুন।"

যেহেতু দোষী বলিয়া জ্ঞাত কোন লোকের প্রতিরক্ষা কোন আপরাধিক উদ্দেশ্য নহে, অতএব এই সংজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়া হইতে সংরক্ষিত।

(খ) জনৈক মক্কেল ক কোন অ্যাটর্নী খ-কে বলে – "আমি একটি জাল দলিল ব্যবহার দ্বারা সম্পত্তির দখল লাভ করিতে কামনা করি, যাহার উপর মোকদ্দমা করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

এই সংজ্ঞাপন, একটি আপরাধিক উদ্দেশ্যের অগ্রনয়নে কৃত হওয়ায়, প্রকাশিত হওয়া হইতে সংরক্ষিত নহে।

(গ) ক, তছরূপের জন্য আরোপযুক্ত হইয়া, তাহাকে প্রতিরক্ষা করিবার জন্য কোন অ্যাটর্নী খ-কে নিযুক্ত করিয়া রাখে। কার্যবাহের অনুক্রমে খ লক্ষ্য করে যে ক-এর হিসাব-বহিতে, তছরূপ করা হইয়াছে বলিয়া কথিত পরিমাণ অর্থের জন্য ক-কে আরোপযুক্ত করিয়া, একটি প্রবিষ্টি করা হইয়াছে, যে প্রবিষ্টি তাহার নিয়োজনের প্রারম্ভে ঐ বহিতে ছিল না।

যেহেতু ইহা খ কর্তৃক, তাহার নিয়োজনের অনুক্রমে, লক্ষিত এরূপ একটি তথ্য, যাহা দর্শায় যে কার্যবাহের প্রারম্ভের পরে একটি প্রতারণা সংঘটিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা প্রকাশিত হওয়া হইতে সংরক্ষিত নহে।

১২৭। **দোভাষী, ইত্যাদির প্রতি ১২৬ ধারা প্রযুক্ত হইবে** – ১২৬ ধারার বিধানসমূহ দোভাষীর প্রতি এবং ব্যারিস্টার, প্লীডর, অ্যাটর্নী ও ভকীলগণের করণিক বা কৃত্যকারীর প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

১২৮। **স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য প্রদান করিতে উদ্যত হওয়ায় বিশেষাধিকার অধিত্যক্ত হয় না** – যদি কোন মোকদ্দমার কোন পক্ষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা অন্যথা উহাতে সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে, তদ্দারা সে ১২৬ ধারায় যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ প্রকাশে সম্মতি দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ; এবং যদি কোন মোকদ্দমার বা কার্যবাহের কোন পক্ষ ঐরূপ কোন ব্যারিস্টার, [১][প্লীডর,] অ্যাটর্নী বা ভকীলকে সাক্ষিরূপে তলব করে, তাহা হইলে সে কেবল তখনই ঐরূপ প্রকাশে সম্মতি দিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সে ঐরূপ ব্যারিস্টার, অ্যাটর্নী বা ভকীলকে এরূপ বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে যাহা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা, ঐরূপ প্রশ্ন করা না হইলে, তাহার থাকিত না।

১২৯। **বিধি উপদেষ্টার সহিত গোপনীয় সংজ্ঞাপন** – কাহাকেও আদালতের নিকট এরূপ কোন গোপনীয় সংজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না যাহা তাহার ও তদীয় বিধিবৃত্তিক উপদেষ্টার মধ্যে ঘটিয়াছে, যদি না সে নিজে সাক্ষী হইবার প্রস্তাপনা করে, এবং সেক্ষেত্রে, সে যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ যেকোন সংজ্ঞাপন, যাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহা, প্রকাশ করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্যগুলি নহে।

১৩০। **পক্ষ নহে এরূপ সাক্ষীর স্বত্ব-দলিল উপস্থাপন** – কোনও সাক্ষী যে মোকদ্দমার কোন পক্ষ নহে, তাহাকে তাহার কোন সম্পত্তির স্বত্ব-দলিল, অথবা এরূপ কোন দস্তাবেজ যাহার বলে আধিগ্রাহী বা বন্ধকগ্রহীতা রূপে সে কোন সম্পত্তির ধারক অথবা এরূপ কোন দস্তাবেজ যাহার উপস্থাপন তাহাকে অপরাধের সহিত সংসক্ত করিবার প্রবণতা রাখে, তাহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না, যদি না সে ঐগুলি উপস্থাপন করিতে, যে ব্যক্তি ঐ সকল দলিলের উপস্থাপন চাহে তাহার অথবা যে ব্যক্তির মাধ্যমে সে দাবি করে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত লিখিতভাবে চুক্তি করিয়া থাকে।

১৩১। **এরূপ দস্তাবেজের উপস্থাপন যেগুলি অন্য কোন ব্যক্তি, যাহার দখলে সেগুলি আছে উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিতে পারিত** – কোন ব্যক্তিকেই তাহার দখলাধীন এরূপ দস্তাবেজসমূহ উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা যাইবে না যেগুলি অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকিলে সে ঐগুলি উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারী হইত, যদি না ঐরূপ শেষোক্ত ব্যক্তি ঐগুলি উপস্থাপনে সম্মত হয়।

১৩২। **সাক্ষীর উত্তর তাহাকে অপরাধের সহিত সংসক্ত করিবে এই হেতুতে তাহাকে উত্তর দেওয়া হইতে রেহাই দেওয়া হয় না** – কোন সাক্ষীকে কোন মোকদ্দমায় অথবা কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্যবাহে কোন বিবাদ্যক বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক কোন বিষয় সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতে এই হেতুতে রেহাই দেওয়া হইবে না যে, ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর ঐ সাক্ষীকে অপরাধের সহিত সংসক্ত করিতে অথবা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অপরাধের সহিত সংসক্ত করিতে প্রবণ হইতে পারে অথবা উহা ঐরূপ সাক্ষীকে কোন প্রকার দন্ড বা বাজেয়াপ্তির সম্মুখীন করিবে অথবা, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সম্মুখীন করিতে প্রবণ হইবে ঃ

১। ১৮৭২ – এর ১৮ আইন, ১০ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

অনুবিধি – তবে, ঐরূপ কোন উত্তরই, যাহা দিতে সাক্ষীকে বাধ্য করা যাইবে তাহা, তাহাকে কোনরূপ গ্রেপ্তার বা অভিযুক্তির অধীন করিবে না অথবা, ঐরূপ উত্তর দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন অভিযুক্তি ভিন্ন, কোনও ফৌজদারী কার্যবাহে তাহার বিরুদ্ধে উহা প্রমাণিত হইবে না।

১৩৩। **দুষ্কৃতি - সঙ্গী** – কোন দুষ্কৃতি - সঙ্গী অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সক্ষম সাক্ষী হইবে ; এবং কোন দোষ- সিদ্ধি কেবল এই কারণে অবৈধ নহে যে তাহা কোন দুষ্কৃতি -সঙ্গীর অসম্পোষিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হইয়াছিল।

১৩৪। **সাক্ষিগণের সংখ্যা** – কোন মামলায় কোন তথ্যের প্রমাণের জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী আবশ্যক হইবে না।

অধ্যায় ১০। – সাক্ষিগণের পরীক্ষণ বিষয়ে

১৩৫। **সাক্ষিগণের উপস্থাপন ও পরীক্ষণের অনুক্রম** – যে অনুক্রমে সাক্ষিগণকে উপস্থাপন ও পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা, যথাক্রমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রক্রিয়ার সহিত তৎসময়ে সম্পর্কিত বিধি ও পদ্ধতি দ্বারা, এবং ঐরূপ কোন বিধি না থাকিলে আদালতের স্ববিবেচনা দ্বারা, প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৩৬। **জজ সাক্ষ্যের গ্রহণীয়তা সম্পর্কে মীমাংসা করিবেন** – যখন দুইয়ের মধ্যে কোন এক পক্ষ কোন তথ্যের সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব করে, তখন জজ যে পক্ষ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব করে, তাহাকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে অভিকথিত তথ্য, প্রমাণিত হইলে, কী প্রকারে প্রাসঙ্গিক হইবে ; এবং জজ যদি মনে করেন যে তথ্যটি, প্রমাণিত হইলে, প্রাসঙ্গিক হইবে, তাহা হইলে, ঐ সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন, অন্যথা নহে।

যদি প্রমাণিত করিবার জন্য প্রস্তাবিত তথ্য এরূপ একটি তথ্য হয় যাহার সাক্ষ্য কেবল অন্য কোন তথ্যের প্রমাণের পর গ্রহনীয়, তাহা হইলে, ঐ শেষোক্ত তথ্য অবশ্যই ঐ প্রথমোক্ত তথ্যের সাক্ষ্য প্রদত্ত হইবার পূর্বে প্রমাণিত করিতে হইবে, যদি না পক্ষটি ঐরূপ তথ্যের প্রমাণ দিতে অঙ্গীকার করে ও আদালত ঐরূপ অঙ্গীকারে প্রতীতি বোধ করেন।

যদি একটি অভিকথিত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা অন্য একটি অভিকথিত তথ্য প্রথমে প্রমাণিত হইবার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে জজ, স্ববিবেচনায়, দ্বিতীয় তথ্য প্রমাণিত হইবার পূর্বে প্রথম তথ্যের সাক্ষ্য প্রদত্ত হইবার অনুমতি দিতে পারেন, অথবা প্রথম তথ্যের সাক্ষ্য প্রদত্ত হইবার পূর্বে দ্বিতীয় তথ্যের সাক্ষ্য প্রদত্ত হইবার জন্য অনুজ্ঞা করিতে পারেন।

দৃষ্টান্ত

(ক) মৃত বলিয়া অভিকথিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে কৃত কোন বিবৃতি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে বিবৃতি ৩২ ধারা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক।

বিবৃতিটির সাক্ষ্য প্রমাণ হইবার পূর্বে যে ব্যক্তি বিবৃতিটি প্রদান করিবার প্রস্তাব করে তৎকর্তৃক অবশ্যই, ঐ ব্যক্তি যে মৃত, এই তথ্য প্রমাণিত হইতে হইবে।

(খ) হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া কথিত একটি দস্তাবেজের, একটি প্রতিলিপি দ্বারা, অন্তর্বস্তু প্রমাণিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মূলটি যে হারাইয়া গিয়াছে এই তথ্য, প্রতিলিপিটি উপস্থাপন করিতে যে পক্ষ প্রস্তাব করিয়াছে তৎকর্তৃক, প্রতিলিপিটি উপস্থাপিত হইবার পূর্বে, অবশ্যই প্রমাণিত হইতে হইবে।

(গ) ক অপহৃত সম্পত্তি, উহা যে অপহৃত তাহা জানিয়া, গ্রহণ করিবার দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ইহা প্রমাণিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সে সম্পত্তিটির দখল অস্বীকার করিয়াছিল।

এই অস্বীকৃতির প্রাসঙ্গিকতা সম্পত্তিটির অনন্যতার উপর নির্ভর করে। আদালত, স্ববিবেচনায়, হয় দখলের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হইবার পূর্বে সম্পত্তিটি সনাক্ত করিবার জন্য অনুজ্ঞাত করিতে পারেন, না হয় সম্পত্তিটি সনাক্ত হইবার পূর্বে দখলের অস্বীকৃতি প্রমাণিত করিবার জন্য অনুমতি দিতে পারেন।

(ঘ) একটি তথ্য (ক), যাহা কোন বিবাদ্যক তথ্যের কারণ বা ফল বলিয়া কথিত হয় তাহা, প্রমাণিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কতিপয় মধ্যবর্তী তথ্য (খ, গ ও ঘ) আছে যাহা তথ্য (ক) -কে বিবাদ্যক তথ্যের কারণ বা ফল বলিয়া মানিয়া লইবার পূর্বে অস্তিত্ববান ছিল বলিয়া অবশ্যই দর্শাইতে হইবে। আদালত হয় খ,গ ও ঘ প্রমাণিত করিবার পূর্বে ক প্রমাণিত করিবার অনুমতি দিতে পারেন, না হয় ক--এর প্রমাণের অনুমতি দিবার পূর্বে, খ,গ ও ঘ -এর প্রমাণ অনুজ্ঞাত করিতে পারেন।

১৩৭। মুখ্য - পরীক্ষা – যে পক্ষ সাক্ষীকে তলব করে তৎকর্তৃক সেই সাক্ষীর পরীক্ষা তাহার মুখ্য- পরীক্ষা বলিয়া অভিহিত হইবে।

জেরা – বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক কোন সাক্ষীর পরীক্ষা তাহার জেরা বলিয়া অভিহিত হইবে।

পুনঃপরীক্ষা – জেরার পরবর্তিকালে সাক্ষীর যে পরীক্ষা, যে পক্ষ তাহাকে তলব করিয়াছিল, সেই পক্ষ কর্তৃক কৃত হয়, তাহা তাহার পুনঃপরীক্ষা বলিয়া অভিহিত হইবে।

১৩৮। পরীক্ষাসমূহের অনুক্রম – সাক্ষিগণের প্রথমে মুখ্য--পরীক্ষা হইবে, তাহার পর (বিরুদ্ধ পক্ষ সেরূপ চাহিলে) জেরা হইবে ; তাহার পর (যে পক্ষ সাক্ষীকে তলব করিয়াছে সেই পক্ষ সেরূপ চাহিলে) পুনঃপরীক্ষা হইবে।

পরীক্ষা ও জেরা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ সম্বন্ধে হইবে, কিন্তু জেরা সেই তথ্যসমূহে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক হইবে না যে তথ্যসমূহ সম্পর্কে সাক্ষী তাহার মুখ্য-পরীক্ষায় সাক্ষ্য দিয়াছে।

পুনঃপরীক্ষার দিকনির্দেশ – পুনঃপরীক্ষা জেরায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করিবার দিকে নির্দেশিত হইবে ; এবং যদি নূতন বিষয়ের অবতারণা, আদালতের অনুমতিক্রমে, পুনঃপরীক্ষায় করা হয়, তাহা হইলে, বিরুদ্ধ পক্ষ ঐ বিষয়ের উপর আরও জেরা করিতে পারিবে।

১৩৯। যে ব্যক্তিকে কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে তলব করা হইয়াছে তাহার জেরা – যে ব্যক্তিকে কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে সমন করা হইয়াছ সে যে উহা উপস্থাপন করিয়াছে, মাত্র এই তথ্যের দ্বারাই সে সাক্ষী হইয়া যায় না, এবং তাহাকে জেরা করা যাইবে না যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে সাক্ষিরূপে তলব করা হয়।

১৪০। চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষী – চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষিগণকে জেরা ও পুনঃপরীক্ষা করা যাইতে পারে।

১৪১। উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন – যে প্রশ্ন, জিজ্ঞাসাকারী যে উত্তর পাইতে কামনা করে বা প্রত্যাশা করে, তাহা ইঙ্গিত করে, সেরূপ প্রশ্ন উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন বলিয়া অভিহিত হয়।

১৪২। কখন ঐগুলি জিজ্ঞাসা করা চলিবে না – উত্তরাকর্ষী প্রশ্নসমূহ, কোন মুখ্য-পরীক্ষা অথবা কোন পুনঃপরীক্ষায়, বিরুদ্ধপক্ষ উহাতে আপত্তি করিলে, আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা চলিবে না।

আদালত এরূপ বিষয়সমূহ সম্পর্কে উত্তরাকর্ষী প্রশ্নের অনুমতি দিবেন যাহা অবতারণাস্বরূপ বা অবিবাদিত, অথবা যাহা, আদালতের অভিমতে, ইতঃপূর্বে পর্যাপ্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

১৪৩। কখন ঐগুলি জিজ্ঞাসা করা যাইবে – উত্তরাকর্ষী প্রশ্নসমূহ জেরায় জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

১৪৪। লিখিত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য – পরীক্ষার অধীনে থাকিবার কালে যেকোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে কোন সংবিদা, মঞ্জুরি বা সম্পত্তির অন্য বিলিব্যবস্থা, যাহার সম্পর্কে সে সাক্ষ্য দিতেছে তাহা, কোন দস্তাবেজের অন্তর্ভূত ছিল কিনা, এবং যদি সে বলে যে তাহা ছিল, অথবা যদি সে সেরূপ কোন দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে কোন বিবৃতি দিতে উদ্যত হয় যাহা, আদালতের অভিমতে, উপস্থাপিত হওয়া উচিত, তাহা হইলে, বিরুদ্ধ পক্ষ ঐরূপ সাক্ষ্য প্রদত্ত হওয়াতে আপত্তি করিতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐরূপ দস্তাবেজ উপস্থাপিত হয়, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই তথ্যসমূহ প্রমাণিত হয় যাহা যে পক্ষ সাক্ষীকে তলব করিয়াছে তাহাকে উহার দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য প্রদান করিবার অধিকার দেয়।

ব্যাখ্যা। – কোন সাক্ষী দস্তাবেজসমূহের অন্তর্বস্তু সম্পর্কে অন্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির মৌখিক সাক্ষ্য দিতে পারে যদি ঐরূপ বিবৃতিসমূহ স্বয়ং প্রাসঙ্গিক তথ্য হয়।

দৃষ্টান্ত

প্রশ্ন এই যে, ক খ-কে অভ্যাঘাত করিয়াছিল কিনা।

গ এজাহার দেয় যে, সে ক-কে ঘ-এর নিকট বলিতে শুনিয়াছিল "খ আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করিয়া একটি পত্র লিখিয়াছিল এবং আমি তাহার উপর প্রতিশোধ লইব।" এই বিবৃতি অভ্যাঘাতের জন্য ক-এর প্রবর্তনা দর্শায় বলিয়া প্রাসঙ্গিক, এবং উহার সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে, যদিও ঐ পত্র সম্পর্কে অন্য কোন সাক্ষ্য দেওয়া হয় না।

[১]১৪৫। **পূর্ববর্তী লিখিত বিবৃতি সম্পর্কে জেরা** – কোন সাক্ষীকে তাহার দ্বারা লিখিতভাবে কৃত, অথবা লিখনে পরিণত, এবং প্রশ্নগত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, পূর্বগামী বিবৃতিসমূহ সম্পর্কে ঐরূপ লিখন তাহাকে প্রদর্শিত না করিয়া অথবা প্রমাণিত না করিয়া জেরা করা যাইবে ; কিন্তু, যদি তাহাকে ঐ লিখন দ্বারা খন্ডন করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তাহার মনোযোগ, লিখনটি প্রমাণিত হইতে পারিবার পূর্বে, উহার সেই অংশগুলির প্রতি অবশ্যই আকর্ষণ করিতে হইবে যেগুলি তাহাকে খন্ডন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে।

১৪৬। **যে প্রশ্ন জেরায় বিধিসম্মত** – যখন কোন সাক্ষীকে জেরা করা হয় তখন তাহাকে ইতঃপূর্বে অত্র উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের অতিরিক্ত এরূপ যেকোন প্রশ্ন করা যাইতে পারে যাহা প্রবণ হয় ঃ –

(১) তাহার সত্যবাদিতা পরখ করিতে,

(২) সে কে এবং জীবনে কী তাহার প্রতিষ্ঠা তাহা উন্মোচন করিতে, অথবা

(৩) তাহার চরিত্রহানি দ্বারা তাহার বিশ্বসনীয়তায় আঘাত করিতে, যদিও ঐরূপ প্রশ্নসমূহের উত্তর তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অপরাধের সহিত সংসক্ত করিতে প্রবণ হইতে পারে, অথবা তাহাকে কোন দন্ড বা বাজেয়াপ্তির সম্মুখীন করিতে পারে বা, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সম্মুখীন করিতে প্রবণ হইতে পারে।

১৪৭। **কখন সাক্ষীকে উত্তর দিতে বাধ্য করা যাইবে** – যদি ঐরূপ কোন প্রশ্ন মোকদ্দমা বা কার্যবাহ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে, ১৩২ ধারার বিধানসমূহ উহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

১৪৮। **কখন প্রশ্ন করা হইবে এবং কখন সাক্ষীকে উত্তর দিতে বাধ্য করা হইবে তাহা আদালত মীমাংসা করিবেন** – যদি ঐরূপ কোন প্রশ্ন এরূপ কোন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় যাহা মোকদ্দমা বা কার্যবাহ সম্পর্কে, যে পর্যন্ত উহা সাক্ষীর চরিত্রহানি দ্বারা তাহার বিশ্বসনীয়তা ক্ষুণ্ণ করে সে পর্যন্ত ভিন্ন প্রাসঙ্গিক নহে, তাহা হইলে, আদালত মীমাংসা করিবেন যে সাক্ষীকে উহার উত্তর দিতে বাধ্য করা হইবে কিনা এবং, উপযুক্ত মনে করিলে, সাক্ষীকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন যে সে উহার উত্তর দিতে বাধ্য নহে। স্ববিবেচনা প্রয়োগ কালে আদালত নিম্নলিখিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ অবধান করিবেন ঃ –

(১) ঐরূপ প্রশ্নসমূহ উপযুক্ত, যদি উহারা এরূপ প্রকৃতির হয় যে, যে অপবাদ ঐ প্রশ্নসমূহের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় তাহার সত্যতা, সাক্ষী যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় সেই বিষয়ে তাহার বিশ্বসনীয়তা সম্পর্কে আদালতের অভিমত গুরুতরভাবে প্রভাবিত করিবে ঃ

(২) ঐরূপ প্রশ্নসমূহ অনুপযুক্ত, যদি যে অপবাদ ঐ প্রশ্নসমূহের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় তাহা সময়ের দিক হইতে এরূপ দূরবর্তী বিষয়ের সহিত সম্বন্ধিত হয় অথবা তাহা এরূপ প্রকৃতির হয় যে ঐ অপবাদের সত্যতা, সাক্ষী যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় সেই বিষয়ে তাহার বিশ্বসনীয়তা সম্পর্কে আদালতের অভিমত প্রভাবিত করিবে না, অথবা অতি সামান্যই প্রভাবিত করিবে ঃ

(৩) ঐরূপ প্রশ্নসমূহ অনুপযুক্ত, যদি সাক্ষীর চরিত্রের বিরুদ্ধে কৃত অপবাদের গুরুত্ব এবং তাহার সাক্ষ্যের গুরুত্বের মধ্যে আনুপাতিক ব্যবধান বিরাট হয় ঃ

(৪) আদালত, উপযুক্ত বুঝিলে, সাক্ষীর উত্তর দানে অস্বীকৃতি হইতে এই অনুমান করিতে পারেন যে উত্তরটি, প্রদান করা হইলে, প্রতিকূল হইত।

১৪৯। **প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত হেতু ব্যতীত করা যাইবে না** – ১৪৮ ধারায় যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা উচিত হইবে না, যদি না যে ব্যক্তি উহা জিজ্ঞাসা করে তাহার এরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু থাকে যে, যে অপবাদ ঐ প্রশ্নের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় তাহা দৃঢ়ভিত্তিক।

১। পুলিশ ডায়েরির ক্ষেত্রে ১৪৫ ধারার প্রয়োগ সম্পর্কে, দ্রষ্টব্যঃ ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮ - এর ৫ আইন), ১৭২ ধারা।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক ব্যারিস্টার কোন অ্যাটর্নী বা ভকীলের দ্বারা অনুদিষ্ট হইয়াছেন যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী একটি ডাকাত। ইহাই সাক্ষীকে, সে ডাকাত কিনা, জিজ্ঞাসা করিবার একটি যুক্তিসঙ্গত হেতু।

(খ) জনৈক প্লীডর আদালতের কোন ব্যক্তির দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছেন যে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী একটি ডাকাত। জ্ঞাপয়িতা, প্লীডর কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহার বিবৃতির জন্য সন্তোষজনক কারণ প্রদান করে। ইহাই সাক্ষীকে, সে ডাকাত কিনা, জিজ্ঞাসা করিবার একটি যুক্তিসঙ্গত হেতু।

(গ) যাহার সম্পর্কে কোন কিছুই জানা নাই এরূপ কোন সাক্ষীকে যদৃচ্ছাক্রমে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে সে ডাকাত কিনা। এস্থলে ঐ প্রশ্নের কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই।

(ঘ) যাহার সম্পর্কে কোন কিছুই জানা নাই এরূপ একজন সাক্ষী, তাহার জীবনযাপনের ধরন ও জীবনযাত্রার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে, অসন্তোষজনক উত্তর দেয়। ইহাই তাহাকে, সে ডাকাত কিনা, জিজ্ঞাসা করিবার একটি যুক্তিসঙ্গত হেতু হইতে পারে।

১৫০। যুক্তিসঙ্গত হেতু ব্যতীত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবার ক্ষেত্রে আদালতের প্রক্রিয়া – যদি আদালতের এই অভিমত হয় যে ঐরূপ কোন প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত হেতু ব্যতীত জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, তাহা হইলে, আদালত, সেই প্রশ্ন কোন ব্যারিস্টার, প্লীডর, ভকীল বা অ্যাটর্নী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকিলে ঐ ব্যারিস্টার, প্লীডর, ভকীল বা অ্যাটর্নী স্বীয় বৃত্তির অনুশীলনে যে হাইকোর্টের বা অন্য প্রাধিকারীর অধীন তাঁহার নিকট সেই মামলার অবস্থাসমূহ সম্পর্কে প্রতিবেদন করিতে পারেন।

১৫১। অশোভন ও কলঙ্কজ্ঞাপক প্রশ্ন – আদালত যে প্রশ্ন বা অনুসন্ধান অশোভন বা কলঙ্কজ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন তাহা নিষিদ্ধ করিতে পারেন, যদিও আদালতের সমক্ষে যে সকল প্রশ্ন রহিয়াছে সেগুলির সহিত ঐরূপ প্রশ্ন বা অনুসন্ধানের কিছু সম্বন্ধ থাকিতে পারে, যদি না তাহা বিবাদ্যক তথ্যসমূহের সহিত, অথবা বিবাদ্যক তথ্যসমূহের অস্তিত্ব ছিল কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে যে বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন তাহাদের সহিত, সম্বন্ধযুক্ত হয়।

১৫২। অপমান বা বিরক্ত করিবার জন্য অভিপ্রেত প্রশ্ন – আদালত এরূপ যেকোন প্রশ্ন নিষিদ্ধ করিবেন যাহা অপমান বা বিরক্ত করিরার জন্য অভিপ্রেত বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়, অথবা যাহা, স্বয়ং উপযুক্ত হইলেও, আকারে অনাবশ্যকভাবে মর্যাদাহানিকর বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়।

১৫৩। **সত্যবাদিতা পরখ করিবার জন্য প্রশ্নের উত্তর খন্ডন করিতে সাক্ষ্যের পরিবর্জন** – যখন কোন সাক্ষীকে এরূপ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা কোন অনুসন্ধানের সহিত কেবল ততদূর পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক যতদূর পর্যন্ত উহা তাহার চরিত্রহানি দ্বারা তাহার বিশ্বসনীয়তায় আঘাত করিতে প্রবণ, এবং সে তাহার উত্তর দিয়াছে, তখন তাহা খন্ডন করিবার জন্য কোনও সাক্ষ্য দেওয়া হইবে না; কিন্তু সে যদি মিথ্যা উত্তর দেয়, তাহা হইলে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য পরে তাহাকে আরোপযুক্ত করা যাইতে পারে।

ব্যতিক্রম ১। – যদি কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে পূর্বে কোন অপরাধের জন্য দোষসিদ্ধ হইয়াছিল কিনা এবং সে তাহা অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ববর্তী দোষসিদ্ধির সাক্ষ্য দেওয়া যাইবে।

ব্যতিক্রম ২। – যদি কোন সাক্ষীকে এরূপ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যাহা তাহার অপক্ষপাতিত্বে অধিক্ষেপ করিতে প্রবণ এবং সে অভিকল্পিত তথ্যসমূহ অস্বীকার করিয়া ইহার উত্তর দেয়, তাহা হইলে, তাহাকে খন্ডন করা যাইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) কোন দায়-গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন দাবি প্রতারণার হেতুতে প্রতিরোধ করা হয়।

দাবিদারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, পূর্বতন কোন সংব্যবহারে সে একটি প্রতারণাপূর্ণ দাবি করিয়াছিল কিনা। সে ইহা অস্বীকার করে।

ঐরূপ দাবি যে সে করিয়াছিল তাহা দর্শাইতে সাক্ষ্য প্রস্থাপিত হয়।

এই সাক্ষ্য অগ্রহণীয়।

(খ) কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাহাকে অসাধুতার জন্য কোন পদ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছিল কিনা। সে ইহা অস্বীকার করে।

তাহাকে যে অসাধুতার জন্য বরখাস্ত করা হইয়াছিল তাহা দর্শাইতে সাক্ষ্য প্রস্থাপিত হয়।

এই সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

(গ) ক প্রতিজ্ঞাত করে যে কোন একটি দিনে সে খ-কে লাহোরে দেখিয়াছিল।

ক-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে কি স্বয়ং ঐ দিন কলিকাতায় ছিল না ? সে ইহা অস্বীকার করে।

ক যে সেদিন কলিকাতায় ছিল তাহা দর্শাইতে সাক্ষ্য প্রস্থাপিত হয়।

এই সাক্ষ্য, ক-এর বিশ্বসনীয়তা ক্ষুণ্ণ করে এরূপ তথ্যের উপর ক -কে খন্ডন করে বলিয়া নহে কিন্তু, খ-কে প্রশ্নগত দিনে লাহোরে দেখা গিয়াছিল, এই অভিকথিত তথ্য খন্ডন করে বলিয়া গ্রহণীয়।

এই ক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটিতে সাক্ষীকে, তাহার অস্বীকৃতি মিথ্যা হইলে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারিত।

(ঘ) ক-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাহার পরিবার ও যাহার বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য দিতেছে সেই খ-এর পরিবারের মধ্যে কি পুরুষানুক্রমিক বিবাদ নাই ?

সে ইহা অস্বীকার করে। এই হেতুতে তাহাকে খন্ডন করা যাইতে পারে যে, প্রশ্নটি তাহার অপক্ষপাতিত্বে অধিক্ষেপ করিতে প্রবণ।

১৫৪। **পক্ষ কর্তৃক তাহার নিজের সাক্ষীকে প্রশ্ন** – আদালত, স্ববিবেচনায়, যে ব্যক্তি সাক্ষীকে তলব করে তাহাকে, এরূপ যেকোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি দিতে পারেন যাহা বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক জেরায় জিজ্ঞাসিত হইতে পারিত।

১৫৫। **সাক্ষীর বিশ্বসনীয়তায় অধিক্ষেপ করা** – কোন সাক্ষীর বিশ্বসনীয়তায় বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক অথবা যে পক্ষ তাহাকে তলব করিয়াছে, আদালতের সম্মতি সহ, সেই পক্ষ কর্তৃক, নিম্নলিখিত প্রণালীতে অধিক্ষেপ করা যাইতে পারেঃ –

(১) এরূপ ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য দ্বারা, যাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ সাক্ষী সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞানমতে, তাহারা তাহাকে বিশ্বসনীয়তার অযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করে;

(২) এরূপ প্রমাণ দ্বারা যে, ঐ সাক্ষীকে উৎকোচ দেওয়া হইয়াছে, অথবা সে উৎকোচের প্রস্থাপন [১][প্রতিগ্রহণ] করিয়াছে, অথবা সে তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য কোন দুর্নীতিগ্রস্ত প্ররোচনা প্রাপ্ত হইয়াছে;

(৩) তাহার সাক্ষ্যের, খন্ডনযোগ্য, কোন ভাগের সহিত অসমঞ্জস এরূপ পূর্বতন বিবৃতিসমূহের প্রমাণ দ্বারা;

(৪) যখন ধর্ষণের জন্য বা বলাৎকার করিবার প্রচেষ্টার জন্য কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হয় তখন ইহা দর্শান যাইতে পারে যে অভিযোক্ত্রী সাধারণতঃ ভ্রষ্ট চরিত্রের ছিল।

ব্যাখ্যা। – কোন সাক্ষী, যে অন্য কোন সাক্ষীকে বিশ্বসনীয়তার অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করে সে, তাহার মুখ্য-পরীক্ষায়, স্বীয় বিশ্বাসের কারণসমূহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু জেরায় তাহাকে তাহার কারণসমূহ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এবং যে উত্তরসমূহ সে দেয় সেগুলি খন্ডন করিতে পারা যাইবে না, যদিও, ঐগুলি মিথ্যা হইলে, তাহাকে পরে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য আরোপযুক্ত করা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক খ-এর নিকট বিক্রীত ও অর্পিত দ্রব্যসমূহের দামের জন্য খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে। গ বলে যে সে খ-এর নিকট ঐ দ্রব্যসমূহ অর্পণ করিয়াছিল।

ইহা দর্শাইতে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যে, পূর্ববর্তী কোন উপলক্ষে সে বলিয়াছিল যে সে খ-এর নিকট দ্রব্যসমূহ অর্পণ করে নাই।

এই সাক্ষ্য গ্রহণীয়।

(খ) খ-এর হত্যার জন্য ক-এর উপর অভ্যারোপ হইয়াছে।

গ বলে যে খ, মৃত্যুকালে, ঘোষণা করিয়াছিল যে, ক যে আঘাত খ-কে করিয়াছিল সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

ইহা দর্শাইতে সাক্ষ্য প্রস্থাপিত হয় যে, পূর্ববর্তী কোন উপলক্ষ্যে, গ বলিয়াছিল যে ঐ আঘাত ক কর্তৃক, বা তাহার উপস্থিতিতে, প্রদত্ত হয় নাই।

এই সাক্ষ্য গ্রহণীয়।

১। ১৮৭২ –এর ১৮ আইন, ১১ ধারা দ্বারা, "গ্রহণ" –এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

১৫৬ । প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাক্ষ্য সম্পোষণ করিতে প্রবণ প্রশ্ন গ্রহণীয় – যখন কোন সাক্ষী, যাহাকে সম্পোষণ করা অভিপ্রেত, কোন প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাক্ষ্য দেয়, তখন যে সময়ে বা স্থানে ঐ প্রাসঙ্গিক তথ্য ঘটিয়াছিল সেই, অথবা উহার নিকটবর্তী, সময়ে বা স্থানে, অন্যান্য যে অবস্থা সে লক্ষ্য করিয়াছিল তৎসম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যদি আদালতের অভিমত হয় যে ঐরূপ অবস্থাসমূহ প্রমাণিত হইলে, সাক্ষী যে প্রাসঙ্গিক তথ্যের সাক্ষ্য দেয় তাহা সাক্ষীর পরিসাক্ষ্য সম্পোষণ করিবে ।

দৃষ্টান্ত

ক জনৈক দুষ্কৃতি- সঙ্গী, এরূপ এক দস্যুতার বিবরণ দেয় যাহাতে সে অংশগ্রহণ করিয়াছিল । সে ঐ দস্যুতার সহিত সম্বন্ধহীন বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে যাহা, যে স্থানে ঐ দস্যুতা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার সেই স্থানে যাতায়াতের পথে ঘটিয়াছিল । ঐ দস্যুতা সম্পর্কেই তাহার সাক্ষ্য সম্পোষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই তথ্যসমূহের স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

১৫৭ । একই তথ্য সম্পর্কে সাক্ষীর পূর্বতন বিবৃতি পরবর্তী পরিসাক্ষ্য সম্পোষণের জন্য প্রমাণ করা যাইতে পারে – কোন সাক্ষীর পরিসাক্ষ্য সম্পোষণ করিবার উদ্দেশ্যে, ঐ সাক্ষী কর্তৃক ঐ একই তথ্য সম্পর্কে, যে সময়ে ঐ তথ্য ঘটিয়াছিল সেই সময়ে বা তাহার নিকটবর্তী সময়ে, অথবা তথ্যটি তদন্ত করিবার জন্য বৈধভাবে ক্ষমতাপন্ন কোন প্রাধিকারীর সমক্ষে, প্রদত্ত যেকোন পূর্বতন বিবৃতি প্রমাণিত করা যাইবে ।

১৫৮ । প্রমাণিত কোন বিবৃতি যাহা ৩২ বা ৩৩ ধারা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক, তৎসম্পর্কে যে বিষয়সমূহ প্রমাণ করা যাইতে পারে – যখনই ৩২ বা ৩৩ ধারা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কোন বিবৃতি প্রমাণিত হয়, তখন উহার খন্ডন বা সম্পোষণ করিবার জন্য, অথবা যে ব্যক্তি কর্তৃক উহা কৃত হইয়াছিল তাহার বিশ্বসনীয়তায় অধিক্ষেপ করিবার বা উহা দৃঢ়তরভাবে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ সকল বিষয় প্রমাণিত করা যাইবে যাহা ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষিরূপে তলব করিলে এবং জেরায় ঐ অভিকল্পিত বিষয়ের সত্যতা সে অস্বীকার করিলে প্রমাণিত করা যাইতে পারিত ।

১৫৯ । স্মৃতি সতেজকরণ – কোন সাক্ষী, পরীক্ষার অধীন থাকিবার কালে, এরূপ যেকোন লিখন দেখিয়া লইয়া তাহার স্মৃতি সতেজ করিতে পারে যাহা, যে সংব্যবহার সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, সেই সংব্যবহারের সময়ে তৎকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছিল, অথবা তাহার এতই স্বল্পকাল পরে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, সেই সময়ে সংব্যবহারটি তাহার স্মৃতিতে সতেজ থাকা সম্ভাব্য ছিল বলিয়া আদালত বিবেচনা করেন ।

ঐ সাক্ষী এরূপ কোন লিখনও দেখিয়া লইতে পারে যাহা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুত, এবং ঐ সাক্ষী কর্তৃক পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে পঠিত, যদি, যখন সে উহা পাঠ করিয়াছিল তখন, সে উহা সঠিক বলিয়া জানিত ।

সাক্ষী কখন স্মৃতি সতেজ করিতে দস্তাবেজের প্রতিলিপি ব্যবহার করিতে পারে –যখনই কোন সাক্ষী দস্তাবেজ দেখিয়া লইয়া তাহার স্মৃতি সতেজ করিবে, তখন সে, আদালতের অনুমতি লইয়া, ঐরূপ দস্তাবেজের একটি প্রতিলিপি দেখিয়া লইতে পারে ঃ

তবে, আদালতের প্রতীতি হইতে হইবে যে মূলটি উপস্থাপন না করিবার পর্যাপ্ত কারণ আছে ।

কোন বিশেষজ্ঞ বৃত্তিক নিবন্ধ - গ্রন্থসমূহ দেখিয়া লইয়া তাহার স্মৃতি সতেজ করিতে পারে ।

১৬০ । ১৫৯ ধারায় উল্লিখিত দস্তাবেজে বিবৃত তথ্যের পরিসাক্ষ্য – কোন সাক্ষী ১৫৯ ধারায় যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ কোন দস্তাবেজে উল্লিখিত তথ্যসমূহের পরিসাক্ষ্যও দিতে পারিবে, যদিও তাহার ঐ তথ্যসমূহ সম্পর্কে কোন বিনির্দিষ্ট স্মরণ না থাকিতে পারে, যদি সে নিশ্চিত হয় যে ঐ তথ্যসমূহ ঐ দস্তাবেজে সঠিকভাবে অভিলিখিত হইয়াছিল ।

দৃষ্টান্ত

কোন হিসাব-রক্ষক কার্যপরম্পরায় নিয়মিতভাবে রক্ষিত বহিসমূহে তৎকর্তৃক অভিলিখিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে, প্রবিষ্ট বিশেষ সংব্যবহারসমূহ সে ভুলিয়া গিয়া থাকিলেও, পরিসাক্ষ্য দিতে পারে , যদি সে জানে যে ঐ বহিসমূহ সঠিকভাবে রক্ষিত ছিল ।

[১]**১৬১ । স্মৃতি সতেজ করিবার জন্য ব্যবহৃত লিখন সম্পর্কে বিরুদ্ধ পক্ষের অধিকার** – যে কোন লিখন যাহা অন্তিম পূর্ববর্তী দুই ধারার বিধানসমূহের অধীনে দেখিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যই উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং, বিরুদ্ধ পক্ষ অনুজ্ঞাপন করিলে, উহা তাহাকে দেখাইতে হইবে ;ঐ পক্ষ, ইচ্ছা করিলে, সাক্ষীকে উহার উপর জেরা করিতে পারে ।

১। পুলিশ ডায়েরির ক্ষেত্রে ১৬১ ধারার প্রয়োগ সম্পর্কে, দ্রষ্টব্য ঃ ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮ –এর ৫ আইন), ১৭২ ধারা ।

১৬২। দস্তাবেজের উপস্থাপন – কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে সমনকৃত কোন সাক্ষী, উহা তাহার দখলে বা ক্ষমতার অধীনে থাকিলে, উহার উপস্থাপন বা গ্রহণীয়তা সম্পর্কে যদি কোন আপত্তি থাকে তৎসত্ত্বেও, উহা আদালতে আনয়ন করিবে। ঐরূপ কোন আপত্তি সিদ্ধ কিনা তাহা আদালত কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

আদালত, যদি উপযুক্ত মনে করেন, ঐ দস্তাবেজ পরিদর্শন করিতে পারেন, যদি না উহা রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উল্লেখযুক্ত হয়, অথবা উহার গ্রহণীয়তা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইবার জন্য অন্য সাক্ষ্য লইতে পারেন।

দস্তাবেজের অনুবাদ – যদি ঐরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন দস্তাবেজ অনূদিত করাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, আদালত, যদি উপযুক্ত মনে করেন, অনুবাদককে অন্তর্বস্তু গোপন রাখিবার নির্দেশ দিতে পারেন, যদি না ঐ দস্তাবেজ সাক্ষ্যে প্রদেয় হয় ; এবং অনুবাদক যদি ঐরূপ নির্দেশ অমান্য করে, তাহা হইলে, সে ভারতীয় দন্ড সংহিতার ১৬৬ ধারার অধীন অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

১৬৩। তলবকৃত ও নোটিস পাইয়া উপস্থাপিত দস্তাবেজ সাক্ষ্যরূপে প্রদান – যখন কোন পক্ষ এরূপ কোন দস্তাবেজ তলব করে যাহা সে অপর পক্ষকে উপস্থাপন করিতে নোটিস দিয়াছে, এবং ঐরূপ দস্তাবেজ উপস্থাপিত হয় ও যে পক্ষ উহার উপস্থাপন তলব করিয়াছে তৎকর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়, তখন সে উহা সাক্ষ্যরূপে প্রদান করিতে বাধ্য, যদি যে পক্ষ উহা উপস্থাপন করিয়াছে সে তাহাকে ঐরূপ করিতে অনুজ্ঞাপন করে।

১৬৪। নোটিস পাইয়া যে দস্তাবেজের উপস্থাপন অস্বীকৃত হইয়াছে তাহা সাক্ষ্যরূপে ব্যবহার – যখন কোন পক্ষ এরূপ কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে অস্বীকৃত হয় যাহা সে উপস্থাপন করিতে নোটিস পাইয়াছে, তখন সে অপর পক্ষের সম্মতি অথবা আদালতের আদেশ ব্যতীত, ঐ দস্তাবেজ পরে সাক্ষ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

দৃষ্টান্ত

ক কোন চুক্তির উপর খ-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছে ও খ-কে উহা উপস্থাপন করিতে নোটিস দিয়াছে। বিচারকালে ক দস্তাবেজটি তলব করে এবং খ উহা উপস্থাপন করিতে অস্বীকৃত হয়। ক উহার অন্তর্বস্তুর দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য প্রদান করে। ক কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয়ক সাক্ষ্য খন্ডন করিতে অথবা ঐ চুক্তি মুদ্রাঙ্কিত নহে ইহা দর্শাইতে খ দস্তাবেজটিকেই উপস্থাপন করিতে চাহে। সে ঐরূপ করিতে পারিবে না।

১৬৫। জজের প্রশ্ন করিবার বা উপস্থাপনের আদেশ দিবার ক্ষমতা – জজ, প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করিবার বা উহাদের যথাযথ প্রমাণ লাভ করিবার জন্য, যেকোন সাক্ষীকে, অথবা পক্ষগণকে, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক যেকোন তথ্য সম্পর্কে, যেকোন আকারে, যে কোন সময়ে, যেকোন প্রশ্ন ইচ্ছা করেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ; এবং যেকোন দস্তাবেজ বা বস্তু উপস্থাপন করিবার আদেশ দিতে পারেন ; এবং পক্ষগণ বা তাহাদের এজেন্টগণ, কেহই, ঐরূপ কোন প্রশ্নে বা আদেশে কোন আপত্তি করিবার, অথবা ঐরূপ কোন জবাবে প্রদত্ত উত্তর সম্পর্কে কোন সাক্ষীকে, আদালতের অনুমতি ব্যতীত, জেরা করিবার অধিকারী হইবে না ঃ

তবে, রায়টিকে এই আইন দ্বারা প্রাসঙ্গিক বলিয়া ঘোষিত ও যথাযথভাবে প্রমাণিত তথ্যসমূহের উপর অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে ঃ

পরন্তু, এই ধারা সেরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার অথবা সেরূপ কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিবার জন্য কোন সাক্ষীকে বাধ্য করিতে কোন জজকে প্রাধিকৃত করে না, যে প্রশ্নটি বা দস্তাবেজটি বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত বা তলবকৃত হইলে ঐ সাক্ষী উত্তর দিতে বা উপস্থাপন করিতে ১২১ হইতে ১৩১, এতদুভয় সমেত, ধারানুযায়ী অস্বীকার করিবার অধিকারী হইত ; জজ এরূপ কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিবেন না যাহা ১৪৮ বা ১৪৯ ধারা অনুযায়ী অন্য যেকোন ব্যক্তির পক্ষে জিজ্ঞাসা করা যথাযথ হইত না ; তিনি, ইতঃপূর্বে অত্র ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহে ভিন্ন, কোন দস্তাবেজের প্রাথমিক সাক্ষ্য দেওয়া হইতে অব্যাহতিও দিবেন না।

১৬৬। জুরী বা অ্যাসেসরগণের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা – জুরী দ্বারা বা অ্যাসেসরগণ সহ বিচারিত মামলাসমূহে, জুরী বা অ্যাসেসরগণ সাক্ষিগণকে এরূপ যেকোন প্রশ্ন জজের মাধ্যমে বা তাঁহার অনুমতিক্রমে, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহা জজ স্বয়ং করিতে পারিতেন এবং যাহা তিনি যথাযথ বিবেচনা করেন।

অধ্যায় ১১ । – সাক্ষ্যের অনুপযুক্ত গ্রহণ ও অগ্রাহ্যকরণ বিষয়ে

১৬৭ । সাক্ষ্যের অনুপযুক্ত গ্রহণ বা অগ্রাহ্যকরণের জন্য নূতন বিচার হইবে না – সাক্ষ্যের অনুপযুক্ত গ্রহণ বা অগ্রাহ্যকরণ স্বয়ং কোন নূতন বিচারের বা কোন মামলায় কোন সিদ্ধান্ত প্রতিবর্তিত করিবার হেতু হইবে না, যদি যে আদালতের সমক্ষে ঐরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইবে তাঁহার নিকট প্রতীয়মাণ হয় যে আপত্তিকৃত ও গৃহীত সাক্ষ্য হইতে স্বতন্ত্রভাবে, ঐ সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করিবার যথেষ্ট সাক্ষ্য ছিল অথবা, যদি অগ্রাহ্য সাক্ষ্য গৃহীত হইয়া থাকিত, তদ্দারা সিদ্ধান্তের পরিবর্তিত হওয়া উচিত হইত না ।

তফসিল । – [অধিনিয়মসমূহ নিরসিত ।] নিরসন আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮ -এর ১), ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত ।